শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—
৯৯৫৭২৬৪০২৭, ৬০০১৭৮৫২৯৬

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

বি. এন. মজুমদার জুয়েলার্স
Contact US : +91 70021 07440
প্রতিদিন প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে Special Offer
শোভনা সুপার মার্কেট, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম

বর্ষ ৪৯ ◻ সংখ্যা ৪৩ | শিলচর ◻ শুক্রবার ◻ ২৯ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ◻ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◻ ১২ জেলহজ ১৪৪৭ হিজরি ◻ ১২ পাতা ◻ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

নাম বদলে নোবেল হবে ট্রাম্প পুরস্কার!

ওয়াশিংটন, ২৮ মে : ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য কার্যত মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও শেষপর্যন্ত পুরস্কার জোটেনি। সেটা পান ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদো। তিনি নিজের জেতা নোবেল তুলে দিয়েছিলেন ট্রাম্পের হাতে! যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। প্রশ্ন ওঠে, এভাবে কি একজনের নোবেল অন্যজনকে দিয়ে দেওয়া যায়? কয়েক মাসের মধ্যে ফের ট্রাম্প ও নোবেল একসঙ্গে উচ্চারিত হল। এবার তা উচ্চারণ করলেন এক রিপাবলিকান সেনেটর। দাবি করলেন, ট্রাম্প এমন একটি অসম্ভব কাজ করতে চলেছেন, যা করতে পারলে নোবেল পুরস্কারের নামটাই বদলে ট্রাম্প পুরস্কার করে দেওয়া উচিত।

ফক্স নিউজের সঙ্গে কথা বলার সময় লিন্ডসে গ্রাহাম বলেন, 'ট্রাম্প যদি সমস্ত আরব রাষ্ট্রকে আব্রাহাম

এরপর ছয়ের পাতায়

আজ বন্ধ হচ্ছে কাজিরাঙা, পর্যটক ৪.৭ লক্ষ ছাড়াল

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৮ মে : বর্ষাকালকে সামনে রেখে ২৯ মে অর্থাৎ শুক্রবার থেকে পর্যটকদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক অ্যান্ড টাইগার রিজার্ভ। গত বুধবার চলতি মরশুমের শেষ জিপ সাফারি সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় এবারের পর্যটন পর্ব। প্রতিবছরের মতো এবারও বন্যা ও ভারী বর্ষণের আশঙ্কায় জাতীয় উদ্যানটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন বিভাগ।

পূর্ব অসম বন্যপ্রাণ বিভাগীয় বন আধিকারিক অরুণ ভিগ্নেশ জানান, প্রবল বর্ষণ ও উদ্যানের অভ্যন্তরীণ রাস্তার অবনতিশীল অবস্থার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্যানের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়ে এবং বহু অংশে যাতায়াত অসম্ভব হয়ে যায়। বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী এই জাতীয় উদ্যানে চলতি মরশুমে পর্যটকদের ভিড় ছিল নজরকাড়া। বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এবছর কাজিরাঙায় ৪ লক্ষ ৭০ হাজারেরও বেশি পর্যটক ভ্রমণ করেছেন। বিদেশি পর্যটকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বন আধিকারিকদের মতে, বিভিন্ন

এরপর ছয়ের পাতায়

বেজিংয়ে সম্পন্ন ভারত-চিন সীমান্ত বিষয়ক বৈঠক

নয়াদিল্লি ও বেজিং, ২৮ মে : ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত বিষয়ক পরামর্শ ও সমন্বয়ের কার্যকরী প্রক্রিয়া বা ডব্লিউএমসিসি-র ৩৫-তম বৈঠক বৃহস্পতিবার বেজিংয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উভয় দেশ চিনে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ প্রতিনিধি (এসআর) পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠকের জন্য শক্ত ভিত্তি তৈরিতে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমান্ত এলাকায় শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে, তাতে উভয় পক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করেছে। এই পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথ প্রশস্ত করছে বলেও মত প্রকাশ করা হয়েছে।

বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব (পূর্ব এশিয়া) সুজিত ঘোষ। চিনা প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সে দেশের বিদেশ মন্ত্রকের সীমান্ত ও সামুদ্রিক বিষয়ক বিভাগের মহাপরিচালক হউ ইয়ানকি। বিদেশ মন্ত্রকের দাবি, বৈঠকে অত্যন্ত গঠনমূলক ও দূরদর্শী আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের কূটনীতিকরা ভারত-চিন সীমান্ত এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। সীমান্তে স্থিতাবস্থা ও শান্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টায় ইতিবাচক ফল

এরপর ছয়ের পাতায়

বিল নিয়ে বিতর্কের মাঝে স্পষ্ট বার্তা হিমন্তের

নারীর সর্বাধিক মর্যাদা, তাই ইউসিসির বাইরে উপজাতিরা

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৮ মে : প্রাচীন সময় থেকেই পার্বত্য উপজাতি সম্প্রদায়ের সমাজে নারীদের অধিকার, মর্যাদা এবং সামাজিক সুরক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি)-এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে তফসিলি উপজাতিদের, বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

বুধবার অসম বিধানসভায় 'দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড, অসম বিল, ২০২৬' বা সম-অধিকার আইন পাস হওয়ার পর থেকেই এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে কেন তফসিলি উপজাতিদের এই আইনের বাইরে রাখা হয়েছে, তা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তোলে। তারই জবাবে বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে এবং বিভিন্ন বক্তব্যে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। হিমন্ত বলেন, 'প্রাচীন সময় থেকে আমাদের পার্বত্য উপজাতি সমাজ নিজেদের স্বতন্ত্র পরম্পরা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূল্যবোধকে যত্ন সহকারে রক্ষা করে আসছে। এই সুদৃঢ় সামাজিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে সবসময়ই নারীশক্তি মর্যাদা, নেতৃত্ব এবং সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত থেকেছে।' তিনি আরও বলেন, 'পরম্পরাগত অধিকার, নিয়ন্ত্রিত সামাজিক কাঠামো এবং নিজস্ব বিচারব্যবস্থা; এই সব দিক থেকেই অসমের পার্বত্য উপজাতি সমাজ আমাদের সকলের জন্য এক অনুকরণীয় উদাহরণ। ইউসিসির আওতার বাইরে রেখে তাদের সংস্কৃতির স্বকীয়তাকে সম্মান জানানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।'

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বহু আগেই পার্বত্য উপজাতি সমাজ নিজেদের প্রথাগত আইন ও সামাজিক নিয়মের মাধ্যমে নারীর সুরক্ষা, বিবাহ ব্যবস্থা এবং পারিবারিক অধিকারের বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

ঈদের জামাতে সামিল মুসল্লিরা। গুয়াহাটি মাছখোয়া ঈদগাহ ময়দানে বৃহস্পতিবার।

শান্তি, সম্প্রীতি ও ত্যাগের বার্তায় দেশজুড়ে পালিত ঈদ-উল-আজহা

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৮ মে : ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, ত্যাগ ও মানবতার বার্তা নিয়ে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে পালিত হল পবিত্র ঈদ-উল-আজহা বা বকরিদ। ভোরের আলো ফোটার আগেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মসজিদ, ঈদগাহ ও খোলা ময়দানে হাজার হাজার মুসল্লির সমাগম ঘটে। নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, আত্মত্যাগ এবং মানবকল্যাণের বার্তা তুলে ধরেন। দেশের অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি অসমেও উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয় ঈদ-উল-আজহা। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বত্র কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

গুয়াহাটিতে সকাল থেকেই উৎসবের আমেজ চোখে পড়ে। হাতিগাঁও, মাছখোয়া, পল্টনবাজার, ফ্যান্সিবাজার ও জালুকবাড়ি এলাকার বিভিন্ন মসজিদ ও ঈদগাহে বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ঈদের নামাজে অংশ নেন। বিশেষ করে মাছখোয়া ঈদগাহ ময়দানে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শেষে মুসল্লিরা একে অপরকে আলিঙ্গন করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। দেশ ও সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মানবিক মূল্যবোধ বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে দেশবাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অসমের অন্যান্য জেলাতেও ঈদ উদযাপনে ছিল ব্যাপক উৎসাহ। ডিব্রুগড়, কোকরাঝাড়, সিপাঝার, জোগীঘোপা, শিলচর, শ্রীভূমি,

এরপর ছয়ের পাতায়

অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তে কড়া নজর, মাঠে বিশেষ মুখ্য সচিব

উচ্চ আদালতের নির্দেশের অপেক্ষা নেঘেরিবিলে ফের উচ্ছেদের প্রস্তুতি

নেঘেরিবিল পরিদর্শনে বন বিভাগের বিশেষ মুখ্য সচিব এম কে যাদব।

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি ও গোলাঘাট, ২৮ মে : অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তের স্পর্শকাতর মেরাপানি এলাকার নেঘেরিবিলে ফের উচ্ছেদ অভিযান চালানো হতে পারে, এমন আশঙ্কায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। বৃহস্পতিবার হঠাৎ করেই নেঘেরিবিল পরিদর্শনে পৌঁছন অসম সরকারের বন বিভাগের বিশেষ মুখ্য সচিব এম কে যাদব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গোলাঘাটের জেলা কমিশনার পূবালী গোহাঁই, বন বিভাগের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক, অসম পুলিশ এবং সিআরপিএফের আধিকারিকরা। প্রশাসনের এই উচ্চপর্যায়ের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত বছর এই সীমান্তবর্তী এলাকায় বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল প্রশাসন। বনভূমি দখলমুক্ত করতে পরিচালিত ওই অভিযানে বহু পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। সেই ঘটনাকে ঘিরে গোটা রাজ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক ও

এরপর ছয়ের পাতায়

হেট-স্পিচ মামলায় গৌহাটি হাইকোর্টে হলফনামা মুখ্যমন্ত্রীর

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৮ মে : সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত আংশিক উদ্ধৃতি ও নির্বাচিত বক্তব্যের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে, হেট-স্পিচ মামলায় গৌহাটি হাইকোর্টে এমনটাই দাবি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। তিনি জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ ভাষণ, সাক্ষাৎকার কিংবা বক্তব্য আদালতের সামনে উপস্থাপন না করলে প্রকৃত প্রেক্ষাপট বোঝা সম্ভব নয়।

আদালতে জমা দেওয়া হলফনামায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও দীর্ঘ ভাষণ বা সাক্ষাৎকার থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি লাইন তুলে ধরলে বক্তব্যের মূল অর্থ, পরিস্থিতি এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। তাই অভিযোগের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বক্তব্যগুলির পূর্ণাঙ্গ ট্রান্সক্রিপ্ট অথবা অডিও-ভিডিও রেকর্ড আদালতে জমা দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে যেসব সংবাদ প্রতিবেদন বা কাটিংয়ের উপর নির্ভর করে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তার অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবেদকের নিজস্ব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ বা সম্পাদকীয় পর্যবেক্ষণ যুক্ত রয়েছে। ফলে আসল বক্তব্যের সঙ্গে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা মিশে গিয়ে বিভ্রান্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী হলফনামায় আরও উল্লেখ করেন, একই অভিযোগকে

এরপর ছয়ের পাতায়

কর্নাটকের নয়া মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার, ইস্তফা সিদ্দার

বেঙ্গালুরু, ২৮ মে : জল্পনার অবসান। বৃহস্পতিবার কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলেন সিদ্দারামাইয়া। তাঁর উত্তরসূরি হচ্ছেন ডিকে শিবকুমার। তিনি নিজেই একথা ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে রাজ্যসভার প্রস্তাবও ফিরিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা।

বৃহস্পতিবার সকালে মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ বৈঠকে বসেন সিদ্দা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিবকুমারও। ওই বৈঠকেই বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। পাশাপাশি, উত্তরসূরি হিসাবে শিবকুমারের নাম অনুমোদন করেন। বৈঠক শেষে সিদ্দার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন শিবকুমার। এরপরই লোকভবনে গিয়ে ইস্তফাপত্র জমা দেন সিদ্দা। যদিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট। রাজ্যপালের সচিবের হাতে

এরপর ছয়ের পাতায়

৩ ধর্মীয় নেতার হত্যাকাণ্ডে উত্তাল মণিপুর, দেশজুড়ে বিক্ষোভের ডাক

ইম্ফল, ২৮ মে : দীর্ঘদিনের জাতিগত সংঘাত ও অস্থিরতার আবহে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মণিপুরের কুকি-জো অধ্যুষিত এলাকাগুলি। কুকি সম্প্রদায়ের অন্যতম শীর্ষ সংগঠন কুকি ইনপি মণিপুর (কেআইএম) আগামী ৩০ মে দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও গণমিছিলের ডাক দিয়েছে। তিন কুকি-জো ধর্মীয় নেতার হত্যাকাণ্ড এবং সেনাপতি জেলায় ১৪ জন কুকি-জো নাগরিকের দীর্ঘদিন ধরে আটক থাকার প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সম্প্রতি কুকি ইনপি মণিপুর এবং বিভিন্ন কুকি-জো নাগরিক সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ যৌথ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পরে সংগঠনের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, রেভারেন্ড ভি সিটলহৌ, রেভারেন্ড কাইগৌলুন এবং পাস্টর পাওগৌলেনের হত্যাকাণ্ড গোটা কুকি-জো সমাজকে শোকাহত ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। সংগঠনের দাবি, এই ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।

কেআইএমের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে কুকি-জো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদের উপর হামলার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা আরও বাড়ছে। সংগঠনটির মতে, এই ধরনের হামলা শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর নয়, গোটা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও মর্যাদার উপর আঘাত।

এরপর ছয়ের পাতায়

সিবিএসই 'দুর্নীতি' : ১৫ দিন পর দায় স্বীকার শিক্ষামন্ত্রীর

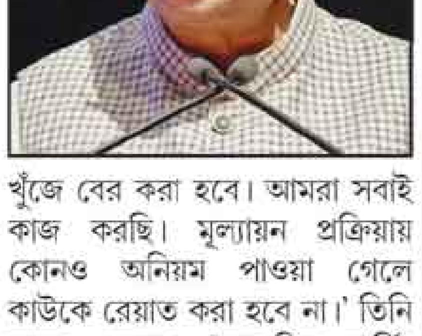

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : সিবিএসই 'দুর্নীতি'র দায় স্বীকার করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ১৫ দিন পর মুখ খুললেন তিনি। আশ্বাস দিয়ে জানালেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। সমাধান খুঁজে বের করা হবে। গত ১৩ মে সিবিএসই-র ফলপ্রকাশের পর থেকেই মূল্যায়নের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সমাজমাধ্যমে সরব হন পরীক্ষার্থীরা। অভিযোগ, উত্তরপত্রের প্রতিলিপি দেখানোর ক্ষেত্রে গাফিলতি রয়েছে। বিতর্কের মাঝেই নড়েচড়ে বসে সর্বভারতীয় বোর্ড। যদিও এ বিষয়ে এতদিন কোনও মন্তব্য করেননি ধর্মেন্দ্র।

বৃহস্পতিবার প্রথম মুখ খুলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সমস্ত দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সমাধান খুঁজে বের করা হবে। আমরা সবাই কাজ করছি। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কোনও অনিয়ম পাওয়া গেলে কাউকে রেয়াত করা হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'অন-স্ক্রিন মার্কিং সিস্টেম বা ওএসএম একটি

এরপর ছয়ের পাতায়

শিক্ষামন্ত্রীকেই দায়ী করলেন রাহুল, পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) ব্যবস্থা ঘিরে বিতর্কে সরাসরি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে দায়ী করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে রাহুল বলেন, এই ঘটনায় তদন্ত হয়ে থাকুক বা না-হোক, দুই ক্ষেত্রেই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান দায় এড়াতে পারেন না। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হতেন, তাহলে অনেক আগেই শিক্ষামন্ত্রীকে পদ থেকে সরিয়ে দিতেন।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের 'নির্বাচনী পরাজয়ের হতাশা' সংক্রান্ত মন্তব্যেরও পাল্টা জবাব দেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যত খুশি আক্রমণ করা হোক, ১৮.৫

এরপর ছয়ের পাতায়

মণিপুরে নাগা অপহরণকাণ্ডে গ্রেফতার চার, কাংপোকপি পরিদর্শনে খেমচাঁদ

ইম্ফল, ২৮ মে : মণিপুরে ছয় নাগা নাগরিক অপহরণের ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। এরই মধ্যে অপহরণকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে জঙ্গিবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বৃহস্পতিবার কাংপোকপি জেলার মাখান নাগা গ্রাম পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং।

সেখানে তিনি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন এবং অপহৃতদের দ্রুত উদ্ধারের আশ্বাস দেন। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অপহরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ইতোমধ্যেই চারজনকে আটক করা হয়েছে এবং অপহৃতদের সন্ধানে তল্লাশি ও চিরুনি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মাখেন ব্যাপ্টিস্ট চার্চের ত্রাণ শিবিরে থাকা নাগা মহিলা ও শিশুদের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, কনসাখুল গ্রামের কয়েকজন নাগা বাসিন্দাকে এর আগে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা অপহরণ করলেও পরে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। বর্তমানে শিবিরে প্রায় ৩৫ জন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

ত্রাণ শিবির পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী খাদ্যসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেন। পাশাপাশি

এরপর ছয়ের পাতায়

আইপিএল বেটিং চক্রে ইডির অভিযান উদ্ধার নগদ ১৩ লক্ষ, বাজেয়াপ্ত গাড়ি

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৮ মে : আইপিএল ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে অসমজুড়ে গড়ে ওঠা বিশাল অবৈধ বেটিং চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। গুয়াহাটি, তিনসুকিয়া এবং দিল্লিতে একযোগে অভিযান চালিয়ে নগদ ১৩ লক্ষ টাকা, গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল তথ্য, একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং তিনটি বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তে উঠে এসেছে, এই বেটিং চক্রের শিকড় শুধু গুয়াহাটি বা তিনসুকিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ডিব্রুগড়, শিলচর, যোরহাট, নগাঁও, ধুবড়ি, শ্রীভূমি, লখিমপুর ও কাছাড় সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় এর সক্রিয় নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে রয়েছে।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, গুয়াহাটির ক্রাইম ব্রাঞ্চ থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। ওই মামলায় দীপেশ বাজোরিয়া, রোনক বাজোরিয়া, রাজেশ জৈন সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং অসম গেম ও বেটিং আইন, ১৯৭০-এর বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে তিনসুকিয়া থানায় বিকাশ বেরিয়া, নীতিন বেরিয়া, সুপ্রীত বিশ্বাস সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে

এরপর ছয়ের পাতায়

অনুপ্রবেশকারীরা ফিরে যান, নইলে ডিটেনশন সেন্টারে স্থান : শাহ

গান্ধীনগর, ২৮ মে : পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর শত শত মানুষ রাজ্য ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছেন। যেহেতু অনুপ্রবেশকারীরা নিজেরাই ফিরে যাচ্ছেন, তাই সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেবে না। এই কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ডিটেনশন সেন্টার তৈরি করেছে। ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট নীতির অংশ হিসেবে ওইসব সেন্টার বা ক্যাম্প চালু করা হয়েছে। তবে আমরা চাই, যারা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করেছে তারা যেন স্বেচ্ছায়

এরপর ছয়ের পাতায়

গান্ধীনগরের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার।

সীমান্তের ১৫ কিমির মধ্যে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ

কলকাতা, ২৮ মে : বেআইনি নির্মাণে 'জিরো টলারেন্স' বিজেপি সরকারের। ইতোমধ্যে কলকাতা-সহ বাংলার একাধিক জায়গায় চলছে 'বুলডোজার অ্যাকশন'। তারই মাঝে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে ফের কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ অমিত শাহের। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'আন্তর্জাতিক সীমানার ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে সব বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলতে হবে।' এছাড়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সীমান্ত এলাকার ব্যাঙ্কগুলিতে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ওই এলাকায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়। আন্তঃসীমা চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ এবং ভুয়ো নথিপত্র শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন অমিত শাহ।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৪২২, ২৩০০৩৬

পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের সংস্কার, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

লামডিং ডিভিশনের লামডিং রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ৪/৫-এ অবস্থিত পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের সংস্কার, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং: পিএনইউ-এলএমজি-৩৫-২৬। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট): ০৯-০৬-২০২৬ তারিখে ১০:৩০ টায়।**

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	দিন
এ/১	পিএনইউ-এলএমজি-এলএমজি-টিওআই-৭৩-২৫-২ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেট)	৩৬৫৩

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়: ০৯-০৬-২০২৬ তারিখে ১০:৩০ টা। প্রাথমিক ক্লোজিং অফ সময়কাল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নানা প্রান্তে উৎসাহে ঈদ-উল-আজহা উদ্‌যাপন

কাটিগড়ায় মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করার ডাক

আব্দুস সুবহান লস্কর

কাটিগড়া, ২৮ মে : মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার আদর্শই ইসলাম শুধু প্রচার করেনি, সরেজমিনেও এর প্রতিফলন ঘটিয়েছে ঈদ-উল আজহা। বৃহস্পতিবার কালাইন বাজার ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজের আগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই অভিমত ব্যক্ত করেন একাধিক ধর্মীয় পণ্ডিত। তাদের কথায় ভোগে নয়, ত্যাগে যে আনন্দ প্রাপ্তি ঘটে, তাই হল প্রকৃত আনন্দ। নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দিয়ে আল্লাহর আদেশ নিষেধের প্রতি ধন, জন যথাসর্বস্ব ত্যাগ বা কোরবান করার মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার করাই ঈদ-উল আজহার পারিভাষিক অর্থ বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন। কোরবানি ও ধর্মীয় রীতির উপর বিশেষ আলোকপাত করেন ধর্মীয় পণ্ডিতগণ। দান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বক্তারা বলেন, ঈদের দিনে দান করা অতি উত্তম। তাই ওই দিন বেশি বেশি দান করার আহ্বান রাখেন পণ্ডিতগণ।

বৃষ্টি থাকায় এবার ঈদ-উল আজহার নামাজ অধিকাংশই মসজিদের ভিতর অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ মসজিদের ভেতর ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ঈদ-উল আজহার তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই উৎসব ত্যাগ ও তিতিক্ষার শিক্ষা দেয়। এই উৎসব ত্যাগের উৎসব। বলেন, ক্ষুধা, দরিদ্র, অভাব-অনটন, বেকারত্ব-কর্মহীনতা, রোগ-শোক প্রভৃতি ভারতবর্ষে জনজীবনকে যেমন মারাত্মকভাবে গ্রাস করে ফেলেছে তেমনি শত্রুতা, অন্যায়, অবিচার, নেশার রমরমা ব্যবসা, যুবসমাজকে তিলে তিলে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সামাজিক অপরাধ জাতীয় অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবন করা উচিত।

কাটিগড়ায় আজকের সকালের দিকে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় নামাজ আদায় করতে পারায় বাড়তি আনন্দ ভোগ করেন। মসজিদে মসজিদে ধর্মীয় পণ্ডিতগণ বক্তব্য রাখতে গিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা, মানুষে-মানুষে প্রেম-প্রীতি, একে-অন্যের পরিপূরক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। সমবেতভাবে নামাজ আদায় করে মক্কায় হজব্রত পালনকারীদের উদ্দেশে এবং বিশ্বশান্তি ও মানবজাতির সর্বপ্রকার কল্যাণ কামনা করে করজোড়ে দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়।

এবারের কোরবানির উল্লেখযোগ্য বিষয় হল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সম্মান জানিয়ে এবং অন্য ধর্মকে আঘাত না দিয়ে প্রায় সবাই ছাগল দিয়ে কোরবানি আদায় করেন। বিভিন্ন মসজিদে ও ঈদগাহ ময়দানে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল ওদুদ বড়ভুইয়া, মওলানা আব্দুল করিম বড়ভুইয়া, মওলানা আব্দুল কুদ্দুস লস্কর, মওলানা ফাহিম উদ্দিন আল কাসেমী, মওলানা মেহবুবুল আলম বড়ভুইয়া, মওলানা আবু বক্কর লস্কর, মওলানা মেজাজুর রহমান সহ অনেকে।

ত্রিপুরাজুড়ে পালিত ঈদ, গেদু মিয়া মসজিদে প্রধান জামাত

আগরতলা, ২৮ মে : ত্রিপুরায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল পবিত্র ঈদ-উল আজহা। বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মসজিদে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা বিশেষ নামাজ আদায় করেন। এদিন রাজ্যের মূল ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার ঐতিহ্যবাহী গেদু মিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে।

সকালের প্রথম প্রহর থেকেই ৮ থেকে ৮০; সব বয়সের মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের উপস্থিতিতে গেদু মিয়া মসজিদ এলাকা হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। নতুন পোশাকে সজ্জিত ধর্মপ্রাণ মানুষজন ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ প্রাঙ্গণে সমবেত হন। সেখানে ঈদের নামাজে ইমামতি করেন মৌলানা আব্দুর রহমান। নামাজ শেষে দেশ, রাজ্য ও সমগ্র মানবজাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সম্প্রীতির জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। ঈদের নামাজ শেষে গেদু মিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ধর্মপ্রাণ মানুষজন একে অপরকে আলিঙ্গন করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ছোটদের মধ্যে ছিল বাড়তি উচ্ছ্বাস, আর প্রবীণদের মুখেও ফুটে ওঠে আনন্দের হাসি। সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অনন্য ছবি ধরা পড়ে গোটা পরিবেশে। গেদু মিয়া মসজিদ সহ রাজধানীর পশ্চিম নোয়াবাদি সহ বিভিন্ন এলাকায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম নোয়াবাদিতে ঈদের নামাজে ইমামতি করেন মৌলানা বিল্লাল আহমদ। এছাড়াও আগরতলার অন্যান্য মসজিদ এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মসজিদগুলোতেও এদিন বিশেষ নামাজ আদায় ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

বেরেঙ্গা ঈদগাহে ঈদের নামাজ শেষে বিধায়ক আমিনুলকে সংবর্ধনা

সোনাইর বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের হাতে সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন মুসল্লিরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৮ মে : পবিত্র ঈদ-উল আজহা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বেরেঙ্গা ঈদগাহ ময়দানে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের জামাতে এলাকার বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন। নামাজ পরিচালনা করেন মওলানা ইমদাদুর রহমান লস্কর।

নামাজ শেষে বেরেঙ্গা ঈদগাহ কমিটির পক্ষ থেকে মহল্লার বাসিন্দা তথা সোনাইর নবনির্বাচিত বিধায়ক আমিনুল হক লস্করকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন ঈদগাহ কমিটির সভাপতি আলহাজ হুসেন আহমদ লস্কর, সম্পাদক আলা উদ্দিন লস্কর, একে আজাদ মজুমদার সহ অন্যান্য সদস্যরা তাঁর হাতে মানপত্র তুলে দেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি এ বছর গরুর পরিবর্তে অন্যান্য বৈধ পশু কোরবানি দেওয়ার জন্য মুসলিম সমাজের প্রতি অনুরোধ জানান। পাশাপাশি তিনি সমগ্র বরাকবাসীকে পবিত্র ঈদ-উল আজহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঈদের তাৎপর্য তুলে ধরে সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

লালায় শান্তিতে ঈদ পালন

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ২৮ মে : অন্যান্য স্থানের সঙ্গে লালার সর্বত্রও ত্যাগের উৎসব ঈদ-উল আজহা পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত পোহাতেই সবাই ঈদের খুশিতে মেতে উঠতে দেখা যায়। ভোরে স্নান সেরে নতুন জামা কাপড় পরিধান করে সবাই ঈদের নামাজ পাঠের জন্য স্থানীয় ঈদগা ও মসজিদে জড়ো হন। সেখানে নামাজের প্রাক মুহূর্তে ত্যাগের উৎসব ঈদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন অনেকে। লালার কোথাও থেকে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ উদযাপনের খবর পাওয়া গেছে।

তবে এবার প্রশাসন ছিল অত্যন্ত সতর্ক। ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। লালায় ঈদের প্রধান নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয় লালা টাউন জামে মসজিদে। নামাজ পাঠ করান ইমাম কারি মওলানা কারি মুস্তাক আহমদ। লালাঘাট ঈদগায় নামাজ পাঠ করান মওলানা মুফতি আতাউর রহমান। এছাড়া লালার রৌয়ারপার ঈদগা, সহ মনাছড়া, বাউয়ারঘাট, কালাছড়া, ধলছড়া, বিলাইপুর, লালামুখ, কৃষ্ণপুর, সাহাবাদ, নিয়ামতপুর, টান্টু, ইত্যাদি এলাকা থেকেও শান্তিপূর্ণভাবে ঈদের নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে কিছু কিছু স্থানে বৃষ্টির জন্য নিজস্ব মহল্লার মসজিদেও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক চাপ থাকলেও আনন্দে ঈদ উদ্‌যাপিত পাথারকান্দিতে

কটামণি, ২৮ মে : ত্যাগের মহিমা আত্মশুদ্ধির আহ্বান এবং ভ্রাতৃত্বের অমলিন বার্তা নিয়ে বৃহত্তর পাথারকান্দি জুড়ে গভীর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হলো পবিত্র ঈদ-উল আজহা। বৃহস্পতিবার ভোরের আলো ফুটতেই যেন নতুন প্রাণ ফিরে পায় সমগ্র জনপদ। প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি মহল্লা, প্রতিটি ঈদগাহ ময়দান পরিণত হয় ঈদের আনন্দ, শান্তি ও সম্প্রীতির মিলনমেলায়। প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং ধর্মীয় আবেগে দিনব্যাপী উদ্‌যাপিত হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব কুরবানির ঈদ। সকাল থেকেই আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় মানুষের মুখে ছিল নির্মল আনন্দের ঝলক। চড়া বাজারদর, অর্থনৈতিক চাপ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা থাকলেও ঈদের আনন্দে তার কোনও ছাপ পড়েনি। বরং প্রতিকূলতাকে জয় করেই বৃহত্তর পাথারকান্দির মানুষ প্রমাণ করে দিল; মানবতা, ভালোবাসা ও ধর্মীয় ঐক্যের শক্তিই সবচেয়ে বড়।

বৃহত্তর পাথারকান্দি ও বাজারিছড়া থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় ছোট-বড় প্রায় ২৫টিরও বেশি ঈদগাহ ময়দানকে ঘিরে ছিল উৎসবের বাড়তি আয়োজন। স্থানীয় যুবসমাজ ও স্বেচ্ছাসেবকরা নিজ উদ্যোগে মাঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, নামাজের সারিবদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং আগত মুসল্লিদের সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হয় দৃষ্টিনন্দন তোরণ। রঙিন পতাকা, ব্যানার ও বেলুনে সাজিয়ে তোলা হয় ঈদগাহ প্রাঙ্গণ। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশেলে উৎসবের আবহ হয়ে ওঠে আরও বর্ণিল। সকাল সাতটা থেকে নয়টার মধ্যে বিভিন্ন ঈদগাহে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তবে কিছু এলাকায় আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা ও মাঠের প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে বিকল্প ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। বৃহত্তর কটামণি এলাকার কটনপুর ঈদগাহে নামাজ আদায়ে সাময়িক অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় কটনপুর গ্রামের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা কটামণি বাজার জামে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেন। এছাড়াও ডেঙ্গারবন্দ, ইছারপার, রাধামাধবপুর, ছলামনা, নাগ্রা, মানিকবন্দ, ঝেরঝেরি, উত্তর ঝেরঝেরি, বাজারিছড়া, কালাছড়া, চন্দ্রপুর, লোয়াইরপোয়া, বৈঠাখাল, কাঁঠালতলি, জালালনগর, লক্ষীপুর, হাটখলা, চাঁন্দখিরা, ডেফলআলা, জুড়বাড়ি, কাবাড়িবন্দ, করমপুর, ডেউবাড়ি ও কাসেরগাঁও সহ বিভিন্ন এলাকার মসজিদ ও ঈদগাহ ময়দানে যথাসময়ে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শেষে বিশ্বশান্তি, সাম্য, মানবকল্যাণ ও দেশবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ মোনাজাত। প্রতিটি ঈদগাহ সংলগ্ন এলাকাতেই এদিন বসে ছোট ছোট ঈদমেলা। গ্রামীণ কুটির শিল্প, খেলনা, কসমেটিকস, মিষ্টান্ন ও ফাস্টফুডের দোকানগুলোতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। শিশুদের কোলাহল, তরুণদের আনন্দ আর পরিবারের সম্মিলিত উপস্থিতিতে মেলাগুলো পরিণত হয় গ্রামীণ সংস্কৃতির এক প্রাণবন্ত চিত্রে। দুপুর পর্যন্ত চলা এসব মেলায় মানুষের মিলন ঘটে এক অপার আনন্দঘন পরিবেশে। উৎসবকে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ রাখতে প্রশাসনও ছিল তৎপর। পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম্যপ্রহরীরা দায়িত্ব পালন করেন নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

শিলচরে ঈদের ভোরে পথ দুর্ঘটনায় হত বাইক আরোহী

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৮ মে : বৃহস্পতিবার ঈদের দিন ভোরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বাইক আরোহীর। দুর্ঘটনা ঘটেছে শিলচর কাঁঠাল রোডের মোড়ে। হত বাইক আরোহী কাবুল হোসেন ওরফে কাবুলি (১৭)-র বাড়ি মেহেরপুর পাঁচঘরি এলাকায়। জানা গেছে, ভোর পাঁচটা নাগাদ কাবুলি বাইকে চড়ে শহরের দিকে আসার পথে কাঁঠাল রোডের মোড়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের পর ছিটকে পড়ে কাবুলি গুরুতর আহত হয়। ঘটনার পর গুরুতর আহত কাবুলিকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুর ১২টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু ঘটে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, বাইক কাবুলির বড় ভাইয়ের। বড় ভাই বাড়িতে না থাকায় বাইক বন্ধ হয়ে পড়েছিল। কাবুলি মাঝে মাঝে চালাতে চাইলেও অভিভাবকরা রাজি ছিলেন না। তারা বাইকের চাবি লুকিয়ে রেখেছিলেন। এদিন ভোরে কোনওভাবে চাবি খুঁজে বের করে কাবুলি বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এরপরই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় তাঁর অকাল মৃত্যুকে ঘিরে ঈদের দিন পাঁচঘরি এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মাউন্ট রেনোক জয়, রাজশ্রী রায়কে সংবর্ধনা বিজেপি মহিলা মোর্চার

মাউন্ট রেনোক বিজয়ী করিমগঞ্জ কলেজের ছাত্রী রাজশ্রী রায়ের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন শ্রীভূমি মহিলা মোর্চার সদস্যরা। বৃহস্পতিবার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২৮ মে : ৫০৩০ মিটার উচ্চতার দুর্গম মাউন্ট রেনোক জয় করে বরাক উপত্যকার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করলেন শ্রীভূমির কন্যা তথা করিমগঞ্জ কলেজের ছাত্রী রাজশ্রী রায়। তার এই অসাধারণ সাফল্যে গর্বিত গোটা শ্রীভূমি তথা বরাক উপত্যকা। এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে বৃহস্পতিবার বিজেপির শ্রীভূমি শহর মহিলা মোর্চার উদ্যোগে রাজশ্রী রায়কে সংবর্ধনা জানানো হয়। রাজশ্রীর বাড়িতে গিয়ে উত্তরীয় পরিয়ে ও সম্মান স্মারক তুলে দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানান মহিলা মোর্চার শহর মণ্ডল সভানেত্রী রুবি মল্লিক, উপ-সভানেত্রী উমা পাল, সম্পাদিকা রূপাঞ্জলি দে, প্রচার সম্পাদিকা সন্ধ্যা কর সহ অন্যান্য সদস্যরা। এদিন রুবি মল্লিক বলেন, '৪ আসাম বিএন এনসিসি-এর অধীনে পরিচালিত দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়ে রাজশ্রী রায় শুধু নিজের স্বপ্ন পূরণ করেননি, বরং বরাক উপত্যকার প্রথম তরুণী হিসেবে মাউন্ট রেনোক জয় করে এক বিরল সম্মান অর্জন করেছেন। তাঁর এই সাফল্য সমগ্র শ্রীভূমি তথা বরাকবাসীর জন্য গর্বের বিষয়।' তিনি আরও বলেন, পাহাড়ি দুর্গম পথ, প্রতিকূল আবহাওয়া, তীব্র ঠান্ডা, অক্সিজেনের স্বল্পতা এবং দীর্ঘ শারীরিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়েও অদম্য সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গিয়ে রাজশ্রী প্রমাণ করেছেন; দৃঢ় সংকল্প থাকলে কোনও বাধাই মানুষের অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারে না। মাউন্ট রেনোক জয়ের মতো কঠিন অভিযানে শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি প্রয়োজন মানসিক দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। সেই কঠিন পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে রাজশ্রী রায় আজ বরাক উপত্যকার গর্বে পরিণত হয়েছেন বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিত সদস্যরা। রাজশ্রীর এই ঐতিহাসিক সাফল্য আগামী প্রজন্মকে দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগাবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়।

উচ্চমাধ্যমিকে নব্বই শতাংশ নম্বর আফরিনকে সংবর্ধনা পিপিএফ-র

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৮ মে : সাফল্যের পেছনে থাকে একাগ্রতা, অধ্যবসায় আর ভবিষ্যতকে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকেই আরও একবার সম্মান জানাল গুয়াহাটি ভিত্তিক সমাজসেবী সংগঠন প্রোগ্রেসিভ পিপলস ফাউন্ডেশন (পিপিএফ)। উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া সাফল্যের জন্য কাছাড়ের বড়িবাইল এলাকার কৃতী পড়ুয়া আফরিন নাজ লস্করকে সংবর্ধনা জানানো হল বৃহস্পতিবার।

এদিন আফরিনের বাসভবনে গিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন পিপিএফ কাছাড় জেলা কমিটির সদস্য ডাঃ মঈনুল ইসলাম বড়ভুইয়া। কৃতী ছাত্রীর হাতে তুলে দেন একটি কলম এবং পাঁচ হাজার টাকার আর্থিক সম্মাননা। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই অর্থ ডাঃ বড়ভুইয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রদান করেন।

সালিম উদ্দিন লস্করের কন্যা আফরিন কাছাড়ের বড়যাত্রাপুরস্থিত আল নূর পাবলিক স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নব্বই শতাংশ নম্বর অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা রয়েছে তার। স্নাতক সম্পন্ন করার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার লক্ষ্যও স্থির করেছে সে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আফরিনের এই সাফল্যের প্রশংসা করে পিপিএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মেধা ও পরিশ্রমের সমন্বয়েই জীবনের বড় স্বপ্ন পূরণ সম্ভব। আগামী দিনে সে আরও উজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করুক, সেই শুভকামনাই জানিয়েছে সংস্থাটি।

একই সঙ্গে সমাজকল্যাণমূলক নানা কর্মকাণ্ডে ধারাবাহিক সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং উদার অবদানের জন্য ডাঃ মঈনুল ইসলাম বড়ভুইয়ার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে পিপিএফ। এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন পিপিএফ-র ভাইস চেয়ারম্যান রফিক আহমেদ লস্কর।

গো হত্যা, বারিকনগরে মহিলা সহ আটক ৬

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৮ মে : গো হত্যার অভিযোগে শিলচর ঘুংঘুর বারিকনগর এলাকায় আটক করা হয়েছে ছয় জনকে। এর মধ্যে রয়েছেন এক মহিলাও। আটক করা হয়েছে রুবি বেগম লস্কর (৩২) নামে মহিলা সহ অন্য পাঁচজন আব্দুল হামিদ বড়ভুইয়া (১৯), খাইরুল ইসলাম বড়ভুইয়া (৪৮), আবসর হোসেন বড়ভুইয়া (৩৮), সজিবুর রহমান বড়ভুইয়া (৩১) ও অলি হোসেন লস্কর (৪০)-কে। এরা সবাই বারিকনগর দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ এক বিশেষ সূত্রে খবর আসে যে বারিকনগর দ্বিতীয় খণ্ড এলাকায় গো-হত্যা করা হয়েছে। এই খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল সেখানে গিয়ে খোঁজখবর করার পর এই ৬ জনকে আটক করে এবং একটি বাড়ির ভেতর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় প্রায় ৭ কেজি সন্দেহজনক গো মাংস। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় বর্তমানে বিরাজ করছে উত্তেজনা। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

সাবারকরের জন্মজয়ন্তী পালন পালংঘাটে

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ২৮ মে : মাই ভারত কাছাড় জেলার উদ্যোগে ও পালংঘাট মাতা সংঘ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাবারকরের জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে। পালংঘাট নন্দগ্রাম রামচন্দ্র এলপি স্কুলে সারাদিনব্যাপী ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, বৃক্ষ রোপণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। ব্লক সভাপতি জিষ্ণু ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে বিনায়ক দামোদর সাবারকরের জীবনাদর্শ নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাসভা। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কাছাড় জেলা সভাপতি রূপম সাহা, বিজেপির ওবিসি মোর্চার রাজ্যিক কোষাধ্যক্ষ কৃষ্ণজীবন দেবনাথ, রুকনি পশ্চিম জিপি সভাপতি অনুপ নাথ, ক্লাব সম্পাদক রাজীব দে, সদস্য মাধব দেব, রজত দে, সাইনুর আহমদ, অমিত শর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বীর সাবারকরের প্রতিকৃতি নিয়ে এক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর গুয়াহাটিতে ৫.৯৭০ কেজি নকল সোনা সহ গ্রেফতার এক

গুয়াহাটি, ২৮ মে : কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত উত্তর গুয়াহাটির ভেটামুখ এলাকায় পরিচালিত এক অভিযানে পুলিশ ৫.৯৭০ কেজি ওজনের নকল সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে। এর সঙ্গে নকল সোনা চোরাকারবারি গোরেশ্বর এলাকার বাসিন্দা মোস্তাকিন ওরফে রফিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার গভীর রাতে ভেটামুখ এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। অভিযানে রফিকুল ইসলামকে আটক করে তার হেফাজত থেকে ৫.৯৭০ কেজি ওজনের নকল সোনা, নগদ ৮৪ হাজার টাকা এবং একটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযোগ, নয়নপুর থেকে নকল সোনাগুলি নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ রফিকুল ইসলামকে আটক করে।

নৃত্যালয়মের ৪০তম বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান রবিবার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৮ মে : শিলচরের বিশিষ্ট নৃত্য প্রতিষ্ঠান 'নৃত্যালয়ম' ৪০ বর্ষে পা দিয়েছে। এ উপলক্ষে উদযাপন অনুষ্ঠান হবে আগামী রবিবার। শিলচর বঙ্গভবনে ওইদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত এই উদযাপন অনুষ্ঠানে নানা মাত্রার নজরকাড়া নৃত্যের ডালি নিয়ে হাজির হবে প্রতিষ্ঠানের নানা বয়সের শিল্পীরা। প্রতিষ্ঠানের তরফে অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিপ্রিয় জনসাধারণের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে।

মোবাইলে পিস্তলের ছবি পাঠিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের হুমকি

আগরতলা, ২৮ মে : মাঝরাতে মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠল এক মারণাস্ত্রের ছবি। আর তার নিচেই লেখা হাড়হিম করা বার্তা; কথা না শুনলে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হবে বুক, কপালে জুটবে চরম নির্যাতন! আগরতলা সংলগ্ন আমতলি থানার সেকেরকোট এলাকায় জনৈক ১৬ বছরের নাবালিকাকে এভাবেই লাগাতার আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ধর্ষণ ও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল জনৈক যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও গভীর উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। আতঙ্কে ঘরের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছে ওই নাবালিকার পরিবার।

জানা গেছে, সেকেরকোট এলাকার জনৈক ভাড়াটিয়া পরিবারের ১৬ বছরের নাবালিকা মেয়েকে বেশ কিছুদিন ধরেই উত্যক্ত করছিল গকুলনগর দিনদয়াল চৌমুহনি সংলগ্ন ফানু দেবনাথের গুণধর পুত্র জয়দেব দেবনাথ। কিন্তু গত সোমবার গভীর রাতে সমস্ত সীমা পার করে অভিযুক্ত যুবক। গভীর রাতে আচমকাই নাবালিকার মোবাইলে একটি মেসেজ আসে। স্ক্রিন খুলতেই চোখ চড়কগাছ মেয়েটির। দেখা যায়, একটি অত্যাধুনিক পিস্তলের ছবি পাঠিয়ে নাবালিকাটিকে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা এবং ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালেও ঠিক একই কায়দায় নাবালিকার মোবাইলে ফোন ও মেসেজ পাঠিয়ে গুলি করে খুন এবং ধর্ষণের হুমকি দিতে থাকে সে। লাগাতার এই মানসিক ও সাইবার হেনস্থায় কার্যত ভেঙে পড়ে ১৬ বছরের নাবালিকাটি।

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে এবং মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে বৃহস্পতিবার দুপুরে আমতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার বাবা। লিখিত এজাহারে অভিযুক্ত জয়দেব দেবনাথের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে পিস্তল দেখিয়ে খুনের হুমকি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে।

লামডিঙে সাংবাদিক আক্রান্ত, দোষীদের সাজা দাবি হারাণ দে-র

শিলচর, ২৮ মে (পিএনসি) : গত ১৭ মে তারিখে লামডিঙে দুষ্কৃতীদের দ্বারা সাংবাদিক অরিজিৎ দাসের ওপর প্রাণঘাতী হামলার বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কিছু সাংবাদিক এডিটরস গিল্ড অব ইন্ডিয়ার সদস্য ড. হারাণ দে-র দ্বারস্থ হয়েছেন।

এই ঘটনার বিবরণ শুনে ড. দে স্তম্ভিত হয়ে যান এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যোগাযোগ করবেন বলে জানান।

দিনপঞ্জিকা

শুক্রবার, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ইং ২৯ মে, মুং ১২ জেলহজ (ভাং তাং ৮ জ্যৈষ্ঠ)। অ ১৪ জেঠ, ফসলী মল ২৮ জ্যৈষ্ঠ (জেঠ), সংবৎ ১৩ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক। ৪।৫৫।১০ গতে সূর্যোদয়, ৬।১২।১৪ গতে সূর্যাস্ত। ত্রয়োদশী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

বৃষ : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

মিথুন : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।

কর্কট : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

সিংহ : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

কন্যা : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

তুলা : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

বৃশ্চিক : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।

ধনু : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

মকর : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কুম্ভ : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

মীন : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি।

ড্রোন নজরদারিতে প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের অভিযান

অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তে অবৈধ পাথর খনন, উদ্বিগ্ন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব

সাময়িক প্রসঙ্গ, গোলাঘাট, ২৮ মে : অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী উরিয়ামঘাট এলাকায় অবৈধ পাথর খননকে কেন্দ্র করে ক্রমেই বাড়ছে উদ্বেগ। দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী দৈয়াং নদী ও সংলগ্ন বনাঞ্চলে অবাধে চলা অবৈধ পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আসার পর অবশেষে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। এবার সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উরিয়ামঘাটে পৌঁছন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এম কে যাদব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গোলাঘাটের জেলা কমিশনার পূবালী গোহাঁই, সরুপথার মহকুমার কমিশনার মিতালি লহকর, গোলাঘাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জন দাস সহ একাধিক উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক, বন ও পুলিশ আধিকারিক। প্রশাসনের এই উচ্চপর্যায়ের দলটি অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী খেরবাড়ি, দলনিপথার, মধুপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে অবৈধ পাথর খননের স্থানগুলি পরিদর্শন করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সরুপথার মহকুমার উরিয়ামঘাট অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই পাথর মাফিয়ারা অবৈধভাবে পাহাড় ও নদী অঞ্চল থেকে পাথর উত্তোলন করে আসছে। অভিযোগ, নিয়মবহির্ভূত এই খননের ফলে সীমান্ত এলাকার জৈব বৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, লাগাতার খননের জেরে দৈয়াং নদীর স্বাভাবিক গতিপথও বদলে যেতে শুরু করেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, অবৈধ খননের কারণে নদীর ভাঙন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া বহু জমিও নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এতদিন প্রশাসন, বন বিভাগ এবং সিআরপিএফের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও পাথর মাফিয়াদের কার্যকলাপ রোধ করা সম্ভব হয়নি বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। এই বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি সরব হন স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকন। সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি অবৈধ পাথর খননের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। এরপরই রাজ্য সরকারের তরফে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এম কে যাদবের নেতৃত্বে গুয়াহাটি থেকে একটি উচ্চস্তরীয় দল এলাকাটি পরিদর্শনে যায়।

পরিদর্শনের সময় এম কে যাদব

এরপর সাতের পাতায়

কংগ্রেসের নুন খেয়েছি, বিজেপিতে যোগদানের প্রশ্নই ওঠে না : দেবব্রত

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৮ মে : তাঁর বিজেপিতে যোগদানের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভবিষ্যদ্বাণী সরাসরি উড়িয়ে দিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া। বৃহস্পতিবার বেশ কটাক্ষ করে প্রাক্তন বিধায়ক দেবব্রত বলেন, 'আমি কোনও দুর্নীতিতে জড়িত নই। তাই বিজেপিতে যোগদানের প্রশ্নই ওঠে না।'

নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ভূপেন বরা এবং সাংসদ প্রদ্যুত বরদলৈ বিজেপিতে যোগদান করবেনই। আর মুখ্যমন্ত্রীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। সংশ্লিষ্ট কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতা বিজেপিতে যোগদান করে এবারের নির্বাচনে ফের বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছিলেন, এবারের নির্বাচনে নাজিরা কেন্দ্রে পরাজয়ের মুখ দেখার পর বিজেপিতে যোগদান করবেন দেবব্রত শইকিয়া। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিলবে না বলে জোরগলায় এদিন সাংবাদিকদের বলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'দুর্নীতির মামলা থেকে বাঁচার জন্য বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, বিজেপিতে যোগদানের পর সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, পরম শান্তি পেয়েছি এবার। দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন বলেই বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে ঢুকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আমার ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। ১৯৭২ সাল থেকে কংগ্রেসের লবণ খেয়ে আসছি। তাই অন্য দলের কথা ভাবতেই পারি না। মুখ্যমন্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী কখনই মিলবে না।'

এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের হতাশজনক ফলাফল নিয়ে দেবব্রত বলেন, 'কংগ্রেসের বেশি ক্ষতি হওয়ার আর কি আছে? যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন ভালই হবে দলের। ফের দলকে চাঙ্গা করে তোলা হবে।

এরপর সাতের পাতায়

শিলচর-মেডিক্যাল সড়কে গর্তের মিছিল। চলাচলে দুর্ভোগ চরমে।

রামকৃষ্ণনগরে পুলিশের বড় সাফল্য আন্তর্জাতিক সোনা পাচার চক্রের ধৃত ২

ধৃতদের কাস্টমস বিভাগকে হস্তান্তর

মনোজ মোহান্তি

রামকৃষ্ণনগর, ২৮ মে : মিজোরাম-শ্রীভূমি রুটে সক্রিয় আন্তর্জাতিক সোনা পাচারচক্রের বিরুদ্ধে এক বড়সড় সাফল্য পেল রামকৃষ্ণনগর পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে রামকৃষ্ণনগর সমজেলার এসপি আনসুল শর্মার নেতৃত্বে রামকৃষ্ণনগরের মানিকনগর এলাকায় এক অভিযান চালিয়ে প্রায় ২২০ গ্রাম ওজনের দু'টি সন্দেহভাজন সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে এক মহিলা ও এক পুরুষকে আটক করে পুলিশ। ধৃতদের নাম যথাক্রমে রেবেকা লাল ঋণৌমি এবং জেহোভা লালমুয়ানপুইয়া। ধৃত মহিলার বাড়ি শিলচরের সোনাবাড়িঘাট এলাকায় এবং অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি মিজোরামের কলাশিব জেলার বৈরবি এলাকার বাসিন্দা। সোনা উদ্ধারের পাশাপাশি অপরাধে ব্যবহৃত এবং পাচারকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত এএস১১এ-৯৩১৮ নম্বরের একটি

সোনা পাচারচক্রে দু'জনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

এরপর সাতের পাতায়

সুইডেনে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শ্রীগৌরীর ডাঃ রুদ্রশঙ্কর

এমএইচ বাহার উদ্দিন

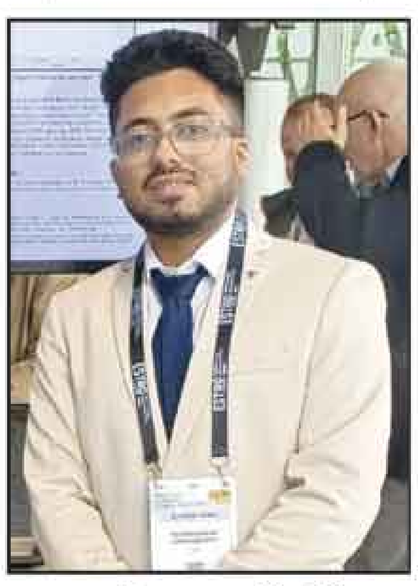

বদরপুরঘাট, ২৮ মে : শ্রীগৌরীর ডাঃ রুদ্রশঙ্কর চক্রবর্তী গত ১৫ থেকে ১৯ মে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে অনুষ্ঠিত ইউরোপিয়ান সোসাইটি ফর রেডিওথেরাপি অ্যান্ড অনকোলজি (ইস্ট্রো ২০২৬) সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ডাক্তার রুদ্রশংকর চক্রবর্তী সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর এই উপস্থাপনার বিষয় ছিল অবজেকটিভ স্লোলোইং অ্যাসেসমেন্ট আফটার কেমোরেডিওথেরাপি ইন হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সার প্যাসেন্ট ট্রিটেড উইথ কোবাল্ট টেলিথেরাপি ইন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া (উত্তর-পূর্ব ভারতের কোবাল্ট টেলিথেরাপি দ্বারা চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাথা ও গলার ক্যান্সার রোগীদের

এরপর সাতের পাতায়

বিভিন্ন দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করল ভারতীয় চা মজদুর সংঘের বরাক ভ্যালি শাখা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলকুড়ি, ২৮ মে : ভারতীয় চা মজদুর সংঘ, বরাক ভ্যালি ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি মণ্ডল অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং শ্রম কল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং বরাক উপত্যকার চা-বাগান শ্রমিকদের কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবি-দাওয়া তাঁদের সামনে তুলে ধরে।

গত মঙ্গলবার প্রতিনিধি মণ্ডলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রধান দাবিসমূহ হলো, বরাক উপত্যকার চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য সমান দৈনিক মজুরি নিশ্চিত করা। সমস্ত চা-বাগানে ঘোষিত সংশোধিত মজুরি অবিলম্বে কার্যকর করা। লঙ্গাই চা-বাগানে সংশোধিত মজুরি দ্রুত বাস্তবায়ন করা। সাব-স্টাফ কর্মচারীদের বেতন পুনর্বিবেচনা ও বৃদ্ধি করা। অরুণোদয় ৪.০ প্রকল্পে শতভাগ চা-বাগান শ্রমিক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত দুইজন উপভোক্তাকে সুবিধা প্রদান করা। চা-বাগান শ্রমিকদের দ্রুত ভূমি পাট্টা প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। চা-বাগান শ্রমিক পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে পিডিএস সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন চা মজদুর সংঘের নেতৃবৃন্দ।

এরপর সাতের পাতায়

রাজস্থানের যোধপুরে নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে মাটিজুরি পয়েন্টে বিক্ষোভ কর্মসূচি

সাময়িকপ্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৮ মে : রাজস্থানের যোধপুরে দুই বোনকে আত্মহত্যায় বাধ্য করার ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গতকাল বিকেল ৪টায় হাইলাকান্দির মাটিজুড়ি পয়েন্টে এক প্রতিবাদী সভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন এবং অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে নারী নিরাপত্তাহীনতা, ক্রমবর্ধমান যৌন নির্যাতন এবং অপরাধীদের রক্ষার প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন এআইএমএসএস-এর অসম রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্যা শম্পা দে, এআইএমএসএস-এর হাইলাকান্দি ইনচার্জ সোমা পাল এবং এআইডিএসও-র হাইলাকান্দি জেলা

এরপর সাতের পাতায়

সম্প্রীতির আবহে শ্রীভূমি জেলাসদরে পালিত ঈদ

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২৮ মে: ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সম্প্রীতির আবহে শ্রীভূমি জেলাসদরে পালিত হল পবিত্র ঈদ-উজ-জোহা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই করিমগঞ্জ টাউন ঈদগাহ প্রাঙ্গণে ভিড় জমান হাজার হাজার মুসল্লি। নতুন সাজে সজ্জিত ঈদগাহ প্রাঙ্গণ যেন উৎসবের এক অনন্য পরিবেশের সৃষ্টি করে।

সকাল সাতটায় করিমগঞ্জ টাউন ঈদগাহে ঈদের প্রধান জামাতে ইমামতি করেন বিশিষ্ট আলেম ইমরান হোসেন কাসিমি। নামাজ শেষে তিনি খুতবায় সকলের উদ্দেশে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও আত্মত্যাগের শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঈদ-উজ-জোহা কেবল কোরবানির উৎসব নয়, এটি আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি ও আত্মত্যাগের এক মহৎ শিক্ষা দেয়। বর্তমান সময়ে সমাজে বিভেদ, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে শান্তি ও সৌহার্দ্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

তিনি আরও বলেন, দেশের অন্যান্য প্রান্তের মতো সীমান্ত জেলার মুসলিম সমাজও গো-সম্পর্কিত সংবেদনশীলতার বিষয়টি উপলব্ধি করে সামাজিক সম্প্রীতির স্বার্থে সংযম প্রদর্শন করেছেন। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজ প্রমাণ করেছে যে ইসলাম ত্যাগ, সহনশীলতা এবং বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

প্রতিবছরের মতো এবারও ঈদ উপলক্ষে করিমগঞ্জ টাউন ঈদগাহকে আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। সকাল থেকেই শিশু, কিশোর, যুবক থেকে প্রবীণ; সব বয়সের মানুষ নতুন পোশাকে ঈদগাহে উপস্থিত হন। নামাজ শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেন সকলে। এদিকে, ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে করিমগঞ্জ টাউন ঈদগাহ

এরপর সাতের পাতায়

ঈদের নামাজ শ্রীভূমিতে।

যুগল সুরক্ষা ও সঞ্চয়ের নতুন পরিকল্পনা আনল এলআইসি

'নিউ জীবন সাথী' নামে চালু হল দু'টি নতুন বিমা প্রকল্প, ১ জুন থেকে মিলবে সুবিধা

নতুন বিমা প্রকল্প উদ্বোধন করছেন আর দোরাই স্বামী সহ অন্যান্যরা।

মুম্বই, ২৬ মে : দেশজুড়ে বিমা পরিষেবাকে আরও আকর্ষণীয় ও পরিবারকেন্দ্রিক করতে নতুন দু'টি যুগল জীবন বিমা প্রকল্প চালু করল ভারতীয় জীবন বিমা নিগম। এলআইসির সিইও ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর দোরাইস্বামী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন 'এলআইসি নিউ জীবন সাথী-সিঙ্গল প্রিমিয়াম' (প্ল্যান ৮৮৮) এবং 'এলআইসি নিউ জীবন সাথী-লিমিটেড প্রিমিয়াম' (প্ল্যান ৮৮৯) নামে দু'টি নতুন বিমা পরিকল্পনার।

এলআইসি জানিয়েছে, এই দু'টি পরিকল্পনাই নন-পার, নন-লিঙ্কড এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয়ভিত্তিক যৌথ জীবন বিমা প্রকল্প। বিবাহিত দম্পতিদের জন্য তৈরি এই প্রকল্পে একই পলিসির আওতায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই বিমা সুরক্ষা পাবেন। সঞ্চয় এবং আর্থিক সুরক্ষার সমন্বয়ে এই প্রকল্পগুলি বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত ও পরিবারকেন্দ্রিক গ্রাহকদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে।

এরপর সাতের পাতায়

মুম্বইয়ের মালাড হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত হোজাইয়ের সামসুদ্দিন গ্রেফতার

মালাডে প্রেমিকাকে পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন সামসুদ্দিন। পাশে খুনের দায়ে ধৃত।

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ২৮ মে : মুম্বইয়ের মালাড এলাকায় সংঘটিত চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সামসুদ্দিনকে অবশেষে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ধৃত সামসুদ্দিন হোজাই জেলার মোরাঝাড় থানার অন্তর্গত পূর্ব উদমারী গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গেছে, গত ১৯ মে মুম্বইয়ের মালাড এলাকায় সেলিমা খাতুন ওরফে পিংকি নামের এক মহিলাকে হত্যার অভিযোগে মালওয়ানি থানায় মামলা নং ৮৯৬/২০২৬ রুজু করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর ধারা ১০৩(১)-এর অধীনে তদন্ত শুরু করা হয়। তদন্তে সামসুদ্দিনকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করার পর মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও মালওয়ানি থানার একটি বিশেষ দল হোজাইয়ে এসে অভিযান চালায়। গত কয়েকদিন ধরে মোরাঝাড় ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি বহু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এদিকে আত্মগোপনে থাকা সামসুদ্দিন নাগাল্যান্ডের কোহিমায় অবস্থান করছে বলে তথ্য পায় স্থানীয় গ্রামরক্ষী বাহিনী ও অভিযুক্তের

এরপর সাতের পাতায়

উপেন্দ্র বরকটকীকে অসম সাহিত্য সভার সভাপতির বিশেষ সাহিত্য সম্মান প্রদান

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২৮ মে : অসম সাহিত্য সভা নিয়ে মাঝে মাঝে বিতর্ক হয়। এই ধরনের বিতর্ক থেকে বহু সভাপতি বেঁচে যেতে পারেননি। এইগুলো থাকবেই। একবার অসম সাহিত্য সভাকে দুই ভাগ করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যেও অসম সাহিত্য সভাই শির উন্নত করে চলছে। আগেও থাকবে-এই মন্তব্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপেন্দ্র বরকটকী। বৃহস্পতিবার অসম সাহিত্য সভার ২০২৫-২৬ বর্ষের সভাপতির বিশেষ সাহিত্য সম্মান গ্রহণ করে প্রাক্তন অধ্যাপক লেখক বরকটকীয়ে বলেন, যে অসম সাহিত্য সভার সম্মান লাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। দীর্ঘদিন ভাল কাজের ফল হিসাবে যেন ভগবান এই সম্মান তাঁকে দিয়েছেন। এই সম্মান তাঁকে আজ গভীর ভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছে বলে মন্তব্য করে।

অসম সাহিত্য সভার প্রধান

এরপর সাতের পাতায়

আগরতলাগামী লরি থেকে বার্মিজ সিগারেট বাজেয়াপ্ত, আটক দুই

বার্মিজ সিগারেট সহ আটক দুই পাচারকারী।

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ২৮ মে : উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগরে ফের বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া আগাম খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে পানিসাগর থানার নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অসমের ভাঙ্গা এলাকা থেকে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া ডাব্লুউবি-৮৯-৩০৯৩ নম্বরের একটি ছয় চাকার এসএমএল ট্রাক নাকা চেকিং গেটে পৌঁছালে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের সন্দেহ হয়। পরে গাড়িটিতে তল্লাশি চালানো হলে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। লরিটিতে বোঝাই করা ছিল বিভিন্ন

এরপর সাতের পাতায়

শান্তিপূর্ণভাবে শিলচরে পালিত ঈদ-উজ-জোহা দুর্যোগ ও আতঙ্কের আবহে উৎসাহে ভাটা

মিলন উদ্দিন লস্কর

শিলচর, ২৮ মে : শিলচর সহ গোটা বরাক উপত্যকায় বৃহস্পতিবার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদ-উজ-জোহা। ভোর থেকেই জেলার বিভিন্ন ঈদগাহ ও মসজিদে মুসল্লিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও এবারের ঈদে অন্যান্য বছরের তুলনায় উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল অনেকটাই ম্লান। একে তো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, টানা বৃষ্টিপাত এবং কোরবানি ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে সৃষ্টি হওয়া উত্তেজনা ও আতঙ্কের আবহের মধ্য দিয়েই মুসলিম সমাজ ঈদ উদযাপন করেছেন।

গত দু'দিন ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গরু কোরবানি নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের কড়াকড়ি, পাশাপাশি একটি বিশেষ সংগঠনের তরফে আপত্তি ও হুমকির অভিযোগকে কেন্দ্র করে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়। তবে পরিস্থিতি যাতে কোনওভাবেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে প্রভাব ফেলতে না পারে, সেজন্য মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সংগঠন, মসজিদ কমিটি, আলেম সমাজ এবং সুশীল মহল থেকে শান্তি ও সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়।

বিশেষ করে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান জানিয়ে গরুর পরিবর্তে বিকল্প পশু দিয়ে কোরবানি আদায়ের আবেদন জানানো হয়। সেই আহ্বানে ব্যাপক সাড়া দিয়ে বরাকের বহু স্থানে মুসলিম সমাজ স্বেচ্ছায় গরু কোরবানি থেকে বিরত থাকেন বলে জানা গেছে। বিভিন্ন মহল এই উদ্যোগকে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন।

অন্যদিকে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে এদিন বড় বড় ঈদগাহ ময়দানগুলোতে মুসল্লিদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম ছিল। অনেক স্থানেই বৃষ্টির কারণে ঈদগাহর পরিবর্তে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তবুও চিরাচরিত ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদার সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়।

শিলচরের ইটখলা প্রধান ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় জেলার অন্যতম

এরপর সাতের পাতায়

টিকরবস্তি ঈদগাহে ঈদের নামাজের আগে বক্তব্য রাখছেন ইমাম মওলানা মহবুবুল হক। পাশে নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। বৃহস্পতিবার শিলচরে। ছবি : সুদীপ সিং।

বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও টিউটরের মজুরি বৃদ্ধি করেনি সরকার, ক্ষোভ

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২৮ মে : নাম ভিন্ন হলেও কাজ সম্পূর্ণ একই। শিক্ষক সকলের মত টিউটরদেরও সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিনে সকাল ৯-১৫ মিনিট থেকে বিকাল ৩-৩০ মিনিট পর্যন্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণিতে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা বিরামহীন ভাবে ছাত্রছাত্রীকে পাঠদান করতে লাগে। অন্য শিক্ষকের মত টিউটররাও সকাল ৯-১৫ মিনিটে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শিক্ষা সেতু, সেতু অসম অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল উপস্থিতি এবং বিকাল ৩-৩০ বিদ্যালয় ছাড়ার সময়ে শিক্ষা সেতু অ্যাপে আউট টাইম দিতে হয়। একই কাজ একই পদবী অথচ শিক্ষকের মাসিক বেতন ৩০-৩৬ হাজার টাকা থেকে ৮০-৮৫ হাজার টাকা এবং টিউটরদের মজুরি মাত্র ১০, ৮০০ টাকার থেকে ১২ হাজার টাকা। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি জনতাকে দুর্বল করার সময়ে এই মজুরি লাভ করা টিউটরদের দিশাহারা অবস্থা। সরকারি চাকরি হলেও এই টিউটররা সরকারের সকল সুবিধা প্রকল্প থেকে বঞ্চিত। অথচ তাদের জরিপ, নির্বাচনী কর্তব্য ও সমাপন করতে হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৫-য়ে রাজ্যটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিটি নির্বাচনী প্রচারসভাতেই মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন ১ অক্টোবর থেকে টিউটরদের মাসিক বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন থেকে রাজ্যের টিউটররা আশার আলো দেখেছিল এইবার নিশ্চিত ভাবে তাদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি হবে বলে। পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া একবছর পার হলো। ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্যে পুনরায় বিজেপি সরকার শাসনে এসেছে। নতুন সরকারের একাধিক কেবিনেট বৈঠক এবং প্রথম বিধানসভার অধিবেশনও ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যজনক ভাবে উপেক্ষিত হয়ে

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৪৩, শুক্রবার, ২৯ মে, জ্যৈষ্ঠ ১৪, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

চালের দাম বেপরোয়া সংকটে খাদ্য নিরাপত্তা

যে চাল গেল সপ্তাহে ছিল পাঁচিশ কেজির বস্তাপিছু ১,৩২০.০০ বা ১,৩৩০.০০ টাকা, সেটাই এখন ১৪,৩০.০০-এরও বেশি। কোথাও সাড়ে চৌদ্দশো পেরিয়ে গেছে।

ভেতো বাঙালি বলে আয়েশে থাকা এবং ভাত-নির্ভরতা মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে এখন। এর কারণ হচ্ছে, দৈনিক হিসেবে হু হু করে বাড়ছে চালের দাম। যে চাল গেল সপ্তাহে ছিল পঁচিশ কেজির বস্তাপিছু ১,৩২০.০০ বা ১,৩৩০.০০ টাকা, সেটাই এখন ১৪,৩০.০০-এরও বেশি। কোথাও সাড়ে চৌদ্দশো পেরিয়ে গেছে। একে ওষুধপত্র থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। এরমধ্যে চালের বাজারে যে আগুন, তাতে মানুষ দিশেহারা। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আদৌ কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা নেই। যদি তা থাকত, তাহলে মানুষ দ্রব্যমূল্যের জাঁতাকলে এভাবে পিষ্ট হত না। বলা হচ্ছে, নানা কারণে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে চালের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া প্রতিবেশী রাজ্যে উৎপাদন সংকটেও কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অসমে জোহা চালের দাম দ্বিগুণ হওয়ার অন্যতম কারণ প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। সেখানে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সুগন্ধি গোবিন্দভোগ চালের উৎপাদন প্রায় ৪০ শতাংশ কম গেছে।

এর ফলে বাজারে জোহা চালের চাহিদা এবং দাম একলাফে অনেক বেড়ে গেছে। এরমধ্যে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জ্বালানির দাম। ফলে পরিবহন খরচ বাড়ছে। অসমকে রামপাল, সোনাশক্তি বা বিপিটি-র মতো বহুল ব্যবহৃত চালের জন্য উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পঞ্জাবের মতো রাজ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ার কারণে দূরবর্তী রাজ্যগুলো থেকে অসমে চাল আমদানির ট্রাক ভাড়া বা পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে খুচরা বাজারে। তারপর রয়েছে কৃত্রিম সংকট এবং মজুতদারি ও কালোবাজারি। উৎসবের মরশুম বা সংকটের সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী চাল মজুত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে, যা পাইকারি ও খুচরা বাজারে দাম বাড়িয়ে দেয়। সে সঙ্গে বাজারে সার, কীটনাশক, উন্নত বীজ এবং চাষের জন্য ব্যবহৃত ট্রাক্টর বা পাওয়ার টিলারের জ্বালানি খরচ বাড়ায় কৃষকদের ধান উৎপাদনের সামগ্রিক খরচ আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে শক্তিশালী চাহিদা, বৈশ্বিক পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দেশে চাল রপ্তানির প্রবণতার কারণেও বাজারে বর্তমানে চালের দাম ঊর্ধ্বমুখী।

এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন খরচে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। ভারত বিশ্বের শীর্ষ চাল রপ্তানিকারক দেশ। বিশ্ববাজারে ভারতীয় চালের চাহিদা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের চাল রপ্তানিতে প্রবণতা ভারতে দাম বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া চলমান বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার ফলে জ্বালানি ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার প্রভাব চালের পাইকারি ও খুচরা মূল্যের উপর পড়ছে। পাশাপাশি পরিবর্তিত জলবায়ু, আবহাওয়ার তারতম্য এবং সার ও কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধির কারণে কৃষকদের উৎপাদন খরচ বেড়েছে। বিভিন্ন রাজ্য ও চালের মান অনুযায়ী খুচরা বাজারে চালের দামে তারতম্য দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে অসমে চালের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে ঊর্ধ্বমুখী, যার মধ্যে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সুগন্ধি জোহা চালের দাম গত একবছরে দ্বিগুণ হয়ে কেজিপ্রতি ১৬০ টাকায় পৌঁছেছে। সাধারণ ও মাঝারি মানের চালের দাম ২০ কেজির বস্তাপ্রতি দামও ব্র্যান্ডভেদে ৮০ থেকে ১০০ রুপি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সুগন্ধি গোবিন্দভোগ চালের উৎপাদন প্রায় ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে বাজারে জোহা চালের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর দাম কেজিপ্রতি ৮০ টাকা থেকে লাফিয়ে ১৬০ টাকা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে গুয়াহাটি সহ সমগ্র অসমে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দূরবর্তী রাজ্য (যেমন- উত্তরপ্রদেশ, বিহার) থেকে অসমে চাল আমদানির পরিবহন খরচ বেড়েছে। এর প্রভাবে রামপাল, সোনাশক্তি এবং বিপিটি চালের প্রতি বস্তায় (২০ কেজি) ৮০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত দাম বেড়েছে। শুধু চাল নয়, অসমে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর এই মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের নাভিশ্বাস। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন যে রাজ্য সরকার একটি বিশেষ মূল্য পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা (প্রাইস মনিটরিং মেকানিজম) চালু করেছে। এছাড়া দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকান ও খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের প্রাইস সাপোর্ট স্কিমের মাধ্যমে ভর্তুকিযুক্ত চাল সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রয়াস জারি রয়েছে। কিন্তু এ মুহূর্তে বাজারে যে হারে চালের দাম বেড়ে চলছে, তাতে মানুষের ক্ষোভ তো বাড়ছেই, সে সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা সংকটের মুখে পড়ার সমূহ আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মানব ধর্মের স্বরূপ : একটি পর্যালোচনা

ড. আবুল হাসান চৌধুরী

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ যুগে দুনিয়া যখন উন্নতির চরম শিখরে, তখনই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আবার ধর্মের রমরমা। প্রতিষ্ঠিত প্রধান ধর্মগুলির বাইরে আরও কত যে ধর্ম রয়েছে একমাত্র আল্লা মালুম। এমনকি বর্তমানে আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় বিশ্বাসের বাড়বাড়ন্ত এক বহু চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষভাবে দেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ, সমাজ জীবনে এক বিশৃংখল পরিস্থিতির পথ সুগম করে দিচ্ছে বলে অনেকে আশংকা প্রকাশ করেন। এদেশের এক বৃহদাংশ জনগণ মানুষকে তার মনুষ্যত্ববোধ বাদ দিয়ে ধর্মীয় পরিচয়ে বিচার করছেন। রাজনৈতিক বেপারীদের ন্যস্ত স্বার্থের জন্য দেশ ধীরে ধীরে নিজ নাগরিকদের পারস্পরিক অবিশ্বাসজনিত এক কঠিন সময়ের দিকে এগিয়ে চলেছে বললে বোধহয় ভুল হবে না। এ অবস্থায় দেশের সুশীল সমাজ আজ অনেকটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও শঙ্কিত বলে মনে হয়।

গত কিছুদিন আগের কথা, এক বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সহকর্মীর জোরদার দাবি যে মানবধর্মই হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আর এটা একমাত্র ধর্ম যা আনতে পারে দুনিয়ায় শান্তি ও সম্প্রীতি। কথাটা যে ফেলে দেওয়ার মতো নয়, তা বলাই বাহুল্য। তখন এ কলমচির কথা ছিল যে ঠিক আছে তর্কের খাতিরে আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে মানব ধর্মই সেরা ধর্ম। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা রিলিজিয়ন মতে কিছু প্রশ্নের জবাব পেতে হবে। যেমন মানব ধর্মের প্রবর্তক কে? এ ধর্মের জন্ম হল কবে? এর ধর্মগ্রন্থ কী? পৃথিবীতে কত সংখ্যক মানুষ মানব ধর্মের অনুসারী? ভারতে এ ধর্মের জনসংখ্যা কত? কিন্তু কোনও প্রশ্নেরই জবাব তার কাছে নাই। বিষয়টি এমন মনে হল যে আমরা স্কুল জীবনে সহপাঠীরা মজা করে প্রশ্ন করতাম 'ইফ যদি ইজ হয়, বাট কিন্তু নট নয়, তবে হোয়াট মানে কী?'

যাক, ইতোমধ্যে একজন বলে উঠলেন যে সনাতন ধর্ম হল সবচেয়ে প্রাচীন এবং সেরা ধর্ম। ইসলাম ধর্ম তো মাত্র চৌদ্দশত বছর আগে এসেছে। বললাম যে তাহলে সনাতন ধর্মের প্রবর্তক কে। যুৎসই কোনও জবাব পাওয়া গেল না। যা প্রাচীন তাই যদি সেরা হয় তাহলে মানুষ যখন বনে জঙ্গলে বাস করে পশু শিকার করে যাযাবর জীবন যাপন করতো, তখনই তারা সেরা ছিল। আর ডারউনের থিওরি মতে মানুষের পূর্ব পুরুষরা বানর ছিল, তারা তো আরও প্রাচীন। সনাতন বলতে যা চিরকালীন সত্য, শ্বাশত তাকেই বুঝায়।

এবারে কথা উঠল পৃথিবীর আদি মানব কে? গুগোল সার্চ করে দেখা গেল যে আদি মানব হলেন আদম। আর তার সঙ্গিনী ইভ থেকে এ দুনিয়ায় মানুষের বংশবৃদ্ধি। পবিত্র কোরান দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে— 'হে মানুষেরা, তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর- যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর-নারী বিস্তৃত করেছেন এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদিগকেও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও ঘনিষ্ঠতর করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী (০৪:০১)। (২) স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেস্তাগণকে বললেন— নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব, তারা বলল- আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসা, স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জান না। এবং তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর ফেরেস্তাগণের সম্মুখে হাজির করলেন... (০২:৩০-৩১)। অতএব পবিত্র কোরানের স্পষ্ট ঘোষণা যে পৃথিবীর আদি মানব আদম, যাকে মহান আল্লাহ নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন। হজরত আদম এক অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসক ছিলেন আর আল্লাহ তাকে নবুয়তিও দান করেছিলেন। তাই এক অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর উপাসনা করা দুনিয়ার প্রথম ধর্ম।

কোনও বিজ্ঞানী বা অভিযন্তা একটি মেশিন আবিষ্কার করলে তিনি এটা চালানোর জন্য একটি ম্যানুয়েল প্রকাশ করেন, যাতে করে মানুষ ম্যানুয়েলটি পড়ে মেশিনটি চালাতে পারে। এভাবে বিশ্বপ্রভু মহান সৃষ্টিকর্তা আদি মানব আদমকে সৃষ্টি করেই জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। তাই পবিত্র কোরানের শিক্ষায় মানুষকে পশুর মতো করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি। সৃষ্টির আদি মানব হজরত আদম একজন নবী ছিলেন, যিনি এক অদ্বিতীয় নিরাকার আল্লাহর উপাসনা করতেন। তাই মানব ধর্ম যদি মানতেই হয়, তবে সেটা সেই আদম থেকেই আরম্ভ। অতঃপর যুগে যুগে মানুষ যখন বিপথগামী হয়েছে, তখনই মানুষকে সুপথ দেখানোর জন্য বিশ্বপ্রভু নবী বা রসুল প্রেরণ করেছেন যারা রেখে গেছেন একটি গাইডবুক বা ম্যানুয়েল। আর এটার উদ্দেশ্য দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন বললে বোধহয় ভুল হবে না। ইব্রাহিম বা আব্রাহামের সময়ে অত্যাচারী শাসক নমরুদের ধ্বংস, নোয়া বা নুহ নবীর সময়ে মহাপ্লাবন, মুছা বা মোজেজের সময় অত্যাচারী ফেরাউন বা ফারাও আর তার সেনাদের নীল নদে ডুবে মৃত্যু, যিশু বা ইছা নবীর সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। আর বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদের দ্বারা আরবের অন্ধকার যুগের অসভ্য মানুষদের মহান আল্লাহর দেওয়া শিক্ষার মাধ্যমে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিশাল সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল, তাও ছিল দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। তালমুদ (তওরাত), বাইবেল (ইঞ্জিল), কোরআন এসব গাইডবুক বা ম্যানুয়েল মহামানবেরা রেখে গেছেন মানব জাতির দিক নির্দেশনার জন্য।

ইতোমধ্যে হয়ত অনেক পাঠক ভাবছেন যে আপনে আপনার নিজের দেশ ভারত সম্পর্কে কিছুই বলছেন না। শুধু পশ্চিম দিকে ভক্তিভরে পশ্চিম এশিয়ার গান গেয়ে চলেছেন। আরে মশাই, একটু ধৈর্য রাখুন, সবুর করুন। আমাদের কোটি কোটি ভারতবাসীদের ছেড়ে কি মানব সভ্যতার কল্পনা করা যেতে পারে? পবিত্র কোরানের ঘোষণা, (১) প্রত্যেক জাতির জন্য একজন নবী (উপলক্ষ) থাকেন, যখন সেই নবী আসেন, তখন সবকিছু ন্যায়ের সাথে সম্পন্ন হয়। তাদের প্রতি অন্যায় করা হয় না (১০:৪৭)। (২) আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সত্য সহ একজন সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে। এমন কোনও জাতি নাই যাদের মধ্যে কোনও সতর্ককারী আসেনি (৩৫:২৪)। অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কোনও জাতি নাই, যার প্রতি নবী প্রেরণ করা হয়নি। সঙ্গত কারণে এটা বলা যেতে পারে যে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার এ দেশে নিশ্চিতভাবে যুগে যুগে নবীদের আগমন ঘটেছে। তাহলে অনেকে জানতে চাইতে পারেন যে পবিত্র কোরান আমাদের এ উপমহাদেশে কোন কালে কোন নবী প্রেরণের কথা বলেছে। আমরা জানি যে হাদিসে উল্লেখ আছে যে মহান

গত কিছুদিন আগের কথা, এক বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সহকর্মীর জোরদার দাবি যে মানবধর্মই হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আর এটা একমাত্র ধর্ম যা আনতে পারে দুনিয়ায় শান্তি ও সম্প্রীতি। কথাটা যে ফেলে দেওয়ার মতো নয়, তা বলাই বাহুল্য। তখন এ কলমচির কথা ছিল যে ঠিক আছে তর্কের খাতিরে আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে মানব ধর্মই সেরা ধর্ম। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা রিলিজিয়ন মতে কিছু প্রশ্নের জবাব পেতে হবে। যেমন মানব ধর্মের প্রবর্তক কে? এ ধর্মের জন্ম হল কবে? এর ধর্মগ্রন্থ কী? পৃথিবীতে কত সংখ্যক মানুষ মানব ধর্মের অনুসারী? ভারতে এ ধর্মের জনসংখ্যা কত? কিন্তু কোনও প্রশ্নেরই জবাব তার কাছে নাই। বিষয়টি এমন মনে হল যে আমরা স্কুল জীবনে সহপাঠীরা মজা করে প্রশ্ন করতাম 'ইফ যদি ইজ হয়, বাট কিন্তু নট নয়, তবে হোয়াট মানে কী?'

আল্লাহ দুনিয়াতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর (নবী) পাঠিয়েছেন। আর পবিত্র কোরানে সর্বশেষ নবী হিসাবে মুহাম্মদ (দঃ) কে অভিহিত করা হয়েছে। তবে হাদিসে এটা বলা হয়েছে যে আল্লাহ পবিত্র কোরানে অনেক নবীর নাম উল্লেখ করেননি এবং এটার হয়ত প্রয়োজন ছিল না। কারণ কোরান নবীদের ইতিহাসের বই নয়। এবারে দেখা যাক যে পবিত্র গীতায় কী বলা হয়েছে—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।(০৪:০৭-০৮)।

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ' গ্রন্থে এ দুটো শ্লোকের বাংলা অনুবাদ— 'হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই'। এ শ্লোক দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন 'অনেকে আবার মনে করেন, ভগবান কেবল ভারত-ভূমিতেই অবতরণ করেন, কিন্তু এ ধারণাটি ভুল। তিনি তার ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও জায়গায়, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও রূপে অবতরণ করতে পারেন। প্রত্যেক অবতরণে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে ততটুকু ব্যাখ্যা করেন, যতটুকু সেই বিশেষ স্থান ও কালের মানুষেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য একই থাকে- ধর্ম সংস্থাপন করা এবং মানুষকে ভগবন্মুখী করা'।

অতএব পবিত্র গীতায় ভারতকে উদ্দেশ্য করে এ শ্লোক উল্লেখ করা হলেও এটার লক্ষ্য সমস্ত পৃথিবীর সকল জাতি গোষ্ঠী। আগেই বলেছি প্রতিটি যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে মহামানবদের আগমন ঘটেছে এবং তাঁরা প্রত্যেকে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে লঙ্কার অসুরদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এমনকি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর তার ভাইদের বিশেষভাবে অর্জুনের নেতৃত্বে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কী ভয়ানক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এক সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন উৎসাহিত করতে বলেন—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।।(০২:৩৭)

বাংলা অনুবাদ- হে কুন্তীপুত্র! এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গ লাভ করবে, আর জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবে। অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে উত্থিত হও।

অন্য শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পর ধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।।

বাংলা অনুবাদ- স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যু হয়, তাও মঙ্গলজনক, কিন্তু অন্যের ধর্মের অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করতে উপদেশ প্রদান করেছেন।

উপরের শ্লোকগুলি থেকে জানা গেল যে জীবনে সর্বাবস্থায় ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে হবে। ধর্ম মানে যা ধারণ করে। তাই প্রতিটি মানুষের জীবনে ধর্মই জীবনে চলার পথ দেখায়। কিন্তু প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস, আচার, উপাসনা পদ্ধতি। আর এগুলি ধর্মের মোড়ক বা বহিরঙ্গ। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা কত সুন্দর। যেমন ঈশ উপনিষদে রয়েছে-

'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্য ক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্'।(০১:০১)

বাংলা অনুবাদ, 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছুই জড়-চেতন স্বরূপ জগৎ, এই সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত আছে; সেই ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে জগতের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে, কেবল মাত্র কর্তব্য পালনের জন্য বিষয় সমুহের যথাবিধি উপভোগ কর'।

অতএব এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে মানব ধর্ম বলতে কিছু থাকুক বা নাই থাকুক, সব ধর্মের সার হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, ভোগ নয় ত্যাগের মাধ্যমে, মানব জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা। কোনও ধর্মই মানুষকে ঘৃণা করা শেখায় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়,

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দুত পাঠিয়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল, 'ক্ষমা কর সবে,' বলে গেল, 'ভালবাসো
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।

কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়,

শুধু গুণ্ডামী, ভণ্ডামী আর গোঁড়ামি ধর্ম নয়,
এই গোঁড়াদের সর্বশাস্ত্রে শয়তানী চেলা কয়।
... . ।।
'উপদেশ শুধু দিবে অজ্ঞানে', আল্লার সে হুকুম,
নিষেধ কোরানে, বিধর্মী পরে করিতে কোন জুলুম।

সব ধর্মের মুল উদ্দেশ্য এক থাকলও ধর্ম বেপারীরা এটাকে নানা বিভেদে এমন ভাবে উপস্থাপন করেন যা সাধারণ বিশ্বাসী মানুষের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে। পবিত্র কোরানে মহান আল্লাহর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তা হল, 'বলো, তিনি আল্লাহ, একক-অদ্বিতীয়, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং সকলেই তার মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমকক্ষ কেউ নাই (১১২:০১-০৪)।

এভাবে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে,

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম।
স কারণং করণাপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।(০৬:০৯)।

উপরোক্ত শ্লোকের বাংলা অনুবাদে বলা হয়েছে, 'জগতে কেউ ওই পরমাত্মার স্বামী নেই। তার শাসকও নেই এবং তাঁর চিহ্নবিশেষও নেই; তিনি সকলের পরম কারণ; সমস্ত করণের অধিষ্ঠাত্রীগণেরও অধিষ্ঠাতা; কেউ এঁর জনক নেই এবং নেই তাঁর কোনো অধিপতি'।

আসলে মানব ধর্ম বলতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হয় না। যেটা আছে সেটা হল মানবতাবাদ মানে সকল ধর্মের সার শিক্ষা। ইসলাম নিয়ে এসেছে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সমগ্র মানবমণ্ডলী একই পুরুষ আদম ও তার সঙ্গিনীর বংশধর। নেই কোনও উচ্চ, নীচ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, ধনী-গরিব ইত্যাদি ভেদাভেদ। খ্রিস্টধর্ম বলেছে 'মানব সেবাই পরমধর্ম', বৌদ্ধ ধর্ম শিখেয়েছে অহিংসার পাঠ, হিন্দু ধর্ম বলেছে 'যত্র জীব, তত্র শিব', 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। সর্বোপরি প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, দান, দয়া, দাক্ষিণ্য, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকার, আর্তের সেবা, অহিংসা, ক্ষমা, অতিথির সেবা, মাতাপিতার সেবা, ছোটদের ভালবাসা আর বড়দের সম্মান, পরিবার পালন, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ধৈর্য, বিনয়, শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রতিবেশীর প্রতি যত্নশীল, কৃতজ্ঞতা, প্রতিশ্রুতি পালন, অনাথ পালন, উপহার দেওয়া, জ্ঞান-শিক্ষা, দেশপ্রেম, দায়িত্ব, কর্তব্য পালন, লজ্জা-শরম ইত্যাদি আরও কত মানবিক গুণাবলি আমরা বিভিন্ন ধর্ম তথা ধর্মগ্রন্থ থেকে শিখেছি। আর মিথ্যা বলা, চুরি, ডাকাতি, পরনিন্দা, ক্রোধ, কপটতা, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ, অত্যাচার, সুদ, ঘুষ, মদ, ঘৃণা, অপবাদ, হারাম কাজ, ব্যভিচার, লোভ, অবৈধ সম্পদ আহরণ, ঈর্শা, হিংসা, হত্যা ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্ম সমূহ যে নিষিদ্ধ এবং সদা পরিত্যাজ্য সে জ্ঞান লাভ করেছি আমরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে। তাই ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মগুরুদের দেওয়া শিক্ষাই আমাদের সমাজে মানবতার মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। অতএব সকল ধর্মের মুল মানব ধর্ম যার কোনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই। আসলে এটাই মানবতাবাদ। আমরা অন্ধভাবে ধর্ম পালন করতে গিয়ে ধর্মাচারকে ধর্মের মৌলিক শিক্ষা বানিয়ে ফেলি। আর তাতেই যত সমস্যার সৃষ্টি এবং সুযোগ নেয় শয়তানের চেলা সুযোগসন্ধানীরা। অতএব সাধু সাবধান। পবিত্র কোরান বলে, '...অতএব একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে (সঠিক) ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর স্বাভাবিক রীতি (মেনে চলে), যে অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনও পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দ্বীন (মানব ধর্ম)। তবে অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' (৩০:৩০)। যদি কোনও ধর্মের নামে মানব সমাজে বিশৃঙ্খলা তথা অশান্তি বা ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, তবে আর যাই হউক তা কখনও ধর্ম হতে পারে না। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ভালবাসা আর আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া যত্ন মানব জাতির স্বভাব ধর্ম। বাংলার কবি চণ্ডীদাসের ভাষায়, 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নাই'।

আরও এক নয়া সংঘাতের সম্ভাবনা

সৌমিক সেনগুপ্ত

আপাতত সারা পৃথিবীর নজর পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত হরমুজ প্রণালীতে। এখনও কাটেনি ইরান-আমেরিকার জট। কিন্তু এর মাঝে প্রায় সকলের অলক্ষ্যেই কিন্তু মেঘ ঘনিয়ে আসতে পারে পৃথিবীর আর এক জলপথ, তাইওয়ান প্রণালীতে। সম্প্রতি যা খবর, তাইওয়ান প্রণালীর উপর দিয়ে একের পর এক যুদ্ধবিমান উড়ে যাচ্ছে। চিনা নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ দ্বীপটির চার পাশে চক্কর কাটছে, বাণিজ্যিক বিমানকে পথ বদলাতে বাধ্য করা হচ্ছে আকস্মিক ভাবে ঘোষিত লাইভ-ফায়ার অঞ্চলের কারণে। খালি চোখেই বোঝা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে তাইওয়ান-কে ঘিরে সামরিক মহড়ার পরিধি ও সমন্বয় বেড়েছে এবং বেড়েই চলেছে।

এই দৃশ্য হঠাৎ তৈরি হয়নি। ২০২১ সালেই মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কম্যান্ড-এর প্রধান অ্যাডমিরাল ফিলিপ ডেভিডসন কংগ্রেসের সামনে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন, ২০২৭ সালের মধ্যে চিন তাইওয়ান-এ সামরিক অভিযান চালানোর মতো শক্তিধর হয়ে উঠতে পারবে। সে সময় অনেকে সেই সতর্কবাণীকে স্নায়ুযুদ্ধের ছায়া বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর থেকে প্রণালীর উপর দিয়ে যত যুদ্ধবিমান উড়েছে, যত নৌ-মহড়া হয়েছে, তার সংখ্যা প্রতি বছর ক্রমশ তার আগের বছরকে ছাড়িয়ে গেছে। ২০২৭ এখন আর দূরের কোনও কাল্পনিক মাইলফলক নয়।

তাইওয়ান-এর গুরুত্ব তার আয়তন বা জনসংখ্যায় নয়। এই খুদে দ্বীপ বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরি করে। এই আণুবীক্ষণিক প্রসেসর-ই আজ স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, চিকিৎসার নানাবিধ যন্ত্র, বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং আধুনিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থার অদৃশ্য মস্তিষ্ক। কোনও ভাবে তাদের উৎপাদন ব্যাহত হলে ডিজিটাল অর্থনীতিকে সচল রাখা সেই ক্ষুদ্র উপাদানগুলির বিশ্বব্যাপী প্রবাহ মুহূর্তে থমকে যাবে। তাইওয়ান-এর নিরাপত্তা তাই আধুনিক অর্থনীতির একটি সংযোগবিন্দুর নিরাপত্তাও বটে।

তাইওয়ানকে বিশ্বের অনেক মানুষ প্রথম চিনেছে বাবল টি-র মাধ্যমে। তাইচুং শহরে আটের দশকে জন্ম নেওয়া এই পানীয় আজ মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসের অংশ। কিন্তু সেই পুঁচকে দ্বীপ যে গোটা বিশ্বকে আরও গভীর, জটিল ও প্রায় অদৃশ্য ভাবে ধরে রেখেছে, সেই গল্পটা জানা এখন অনেক বেশি জরুরি।

তাইওয়ান-এর বর্তমান ভূমিকার সূচনা হয়েছিল এক উদ্বেগের জায়গা থেকে। সাতের দশকে দ্বীপটির অর্থনীতি নির্ভর করত সাধারণ উৎপাদনের উপর। আশঙ্কা ছিল এশিয়ার অন্যত্র সস্তা শ্রমশক্তি তাকে প্রতিস্থাপন করে দেবে। ব্যয়ের প্রতিযোগিতায় না গিয়ে তারা অন্য পথ নেয়। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি'— এমন এক কারখানা যা অন্যদের নকশা অনুসারে চিপ তৈরি করবে। এই ধারণাটিই বিশ্ব-অর্থনীতির কাঠামো বদলে দেয়। তাইওয়ান-এর বিপদ মানে বিশ্বের মোট সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের অধিকাংশই মুহূর্তের মধ্যে থমকে যাওয়া। প্রযুক্তি সংস্থাগুলি ব্যয়বহুল নিজস্ব কারখানা না বানিয়ে নকশা পাঠাতে

সামরিক চাপের আগে বেজিং অন্য পথও নিয়েছিল। তাইওয়ান-এর সংবাদমাধ্যমে প্রভাব বিস্তার, সামাজিক মাধ্যমে তাইওয়ানি পরিচয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করা, অর্থনৈতিক নির্ভরতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাবে কাছাকাছি আনার দীর্ঘ প্রচেষ্টা ইত্যাদি চলেছে। কিন্তু ফল মেলেনি। বরং হংকংয়ে দমনপীড়নের প্রতিটি দৃশ্য তাইওয়ান-এর মানুষকে চিনের থেকে আরও দূরে ঠেলে দিয়েছে।

শুরু করে তাইওয়ান-এ। ক্রমে আরও অধিক ডিভাইস ওই উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, ভারতের মতো দেশ, যার প্রযুক্তি শিল্প দ্রুত বাড়ছে এবং যার ইলেকট্রনিক্স আমদানি তাইওয়ানি চিপের উপর ব্যাপক ভাবে নির্ভরশীল, সে-ও কিন্তু এই ধাক্কা থেকে মুক্ত নয়।

প্রণালীর অপর পারে বেজিং-এর সঙ্গে তাইওয়ান-এর সম্পর্কটা শুধু কৌশলগত নয়, ঐতিহাসিকও বটে। ১৯৪৯ সালে গৃহযুদ্ধে পরাজিত হয়ে চিয়াং কাই-শেক-এর সাবেক কুয়োমিনতাং সরকার তাইওয়ান-এ আশ্রয় নেয়। কোনও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। ১৯৯৬ সালে তাইওয়ান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে একটি আলাদা গণতান্ত্রিক পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে, যা বেজিংয়ের 'এক চিন' আখ্যানকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়।

সামরিক চাপের আগে বেজিং অন্য পথও নিয়েছিল। তাইওয়ান-এর সংবাদমাধ্যমে প্রভাব বিস্তার, সামাজিক মাধ্যমে তাইওয়ানি পরিচয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করা, অর্থনৈতিক নির্ভরতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাবে কাছাকাছি আনার দীর্ঘ প্রচেষ্টা ইত্যাদি চলেছে। কিন্তু ফল মেলেনি। বরং হংকংয়ে দমনপীড়নের প্রতিটি দৃশ্য তাইওয়ান-এর মানুষকে চিনের থেকে আরও দূরে ঠেলে দিয়েছে। ২০২০ সালে জাতীয় নিরাপত্তা আইন চাপিয়ে বিরোধী নেতাদের কারাগারে পাঠানো, স্বাধীন সংবাদমাধ্যম বন্ধ করা বা নির্বাচনী ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পর 'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা'-র প্রস্তাব তাইওয়ান-এ আর কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা রাখে না।

তাইওয়ান-এর রাজনীতিতে চিন-প্রশ্নটি এখন প্রকাশ্য সামাজিক বিভাজনের রেখা। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডিপিপি-র লাই চিং-তে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কুয়োমিনতাং-এর কিছু আইনপ্রণেতা বেজিং সফরে গেলে রাস্তায় নামে তাইওয়ান-এর নাগরিকেরা। 'ব্লু বার্ড আন্দোলন' নামে পরিচিত প্রতিবাদের ঢেউ তাইপেইয়ের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে 'গ্রেট রিকল' ভোটে কুয়োমিনতাং-এর ২৪ জন আইনপ্রণেতাকে পদ থেকে সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এটি তাইওয়ান-এর ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। অর্থাৎ, তাইওয়ান-এ চিনের সঙ্গে সম্পর্ক এখন স্রেফ কূটনৈতিক প্রশ্ন নয়, এটি গণতন্ত্র ও জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

তাইওয়ান-কে দশকের পর দশক সরাসরি সামরিক আগ্রাসন থেকে দূরে রেখেছে 'এক চিন' নীতির কূটনৈতিক ভারসাম্য। আমেরিকা তাইওয়ান-কে অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা দিয়েছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়নি। এই সূক্ষ্ম ভারসাম্যটি এখন প্রশ্নের মুখে। ওয়াশিংটনের অন্দরে প্রকাশ্যেই তর্ক চলছে, তাইওয়ান-এর জন্য চিনের সঙ্গে বিধ্বংসী যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়াটা কি আদৌ মার্কিন জাতীয় স্বার্থের অনুসারী হবে? অনেক বিশ্লেষক এখন বলছেন, ২০২৭ কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নয়। বরং ধরে নিতে হবে, ওই বছরের মধ্যে চিনের শক্তি অমন আক্রমণ শানানোর উপযুক্ত হয়ে উঠবে। একবার সেটা হলেই যে কোনও উস্কানি বা মার্কিন দুর্বলতার সঙ্কেত মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে।

চিনের নিজের হিসেবও সরল নয়। মলক্কা প্রণালী দিয়ে চিনের আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৮০ শতাংশ পরিবাহিত হয়। সামরিক সংঘাতে এই পথ আটকে গেলে চিনের অর্থনীতি কার্যত শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়বে। আর আছে পিএলএ-র ভেতরের সঙ্কট। ২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া শুদ্ধি অভিযানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী লি শাংফু, রকেট ফোর্স-এর প্রধান লি ইউচাও এবং শি-র সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেনা কর্মকর্তা ঝাং ইউশিয়া-সহ মোট ১৯ জন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ ছিল উপলক্ষ্য, কিন্তু বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, মূল কারণ আনুগত্য ও অন্তর্দলীয় প্রতিযোগিতা। শীর্ষ নেতৃত্বে এতটা অনাস্থা দেখে পেন্টাগনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আদৌ এতটা জটিল অভিযান চালাতে বেজিং প্রস্তুত তো? তাইওয়ান-এর নিজস্ব সামরিক প্রস্তুতিও গত কয়েক বছরে বদলেছে। সেনায় বাধ্যতামূলক যোগদানের মেয়াদ বাড়ানো, অসম যুদ্ধের কৌশলগত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে নাগরিক প্রতিরক্ষার প্রশিক্ষণ এখন তাইওয়ানি প্রতিরক্ষা নীতির কেন্দ্রে।

কিন্তু যুক্তি এবং রাজনৈতিক সঙ্কল্প সব সময় একই পথে হাঁটে না, ইতিহাস তার সাক্ষী। ২০২৭ একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা নাও হতে পারে, কিন্তু সেই বছরের মধ্যে যে সামরিক সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে, তা একটি দরজা খুলে দেবে, যা একবার খুললে বন্ধ করা কঠিন। একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায়। তা শান্তিপূর্ণ ভাবে হবে, নাকি অন্য ভাবে, সেই উত্তর এখনও অনিশ্চিত। কিন্তু উত্তরটি শুধু তাইওয়ান প্রণালীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না, নির্ধারণ করবে একবিংশ শতকের বিশ্বব্যবস্থার চরিত্রও।

ইরানে হামলা আমেরিকার, পাল্টা দিল তেহরানও

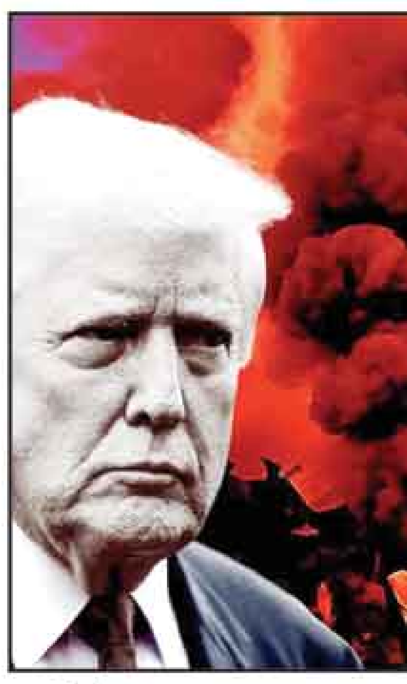

ওয়াশিংটন/তেহরান, ২৮ মে : ইরানে হরমুজ প্রণালীর কাছে রাতভর বোমাবর্ষণ করল আমেরিকা। এক মার্কিন কর্তাকে উদ্ধৃত করে এমনটাই জানিয়েছে মিডিয়া। সূত্রের খবর, এর জবাবে পাল্টা কুয়েতের মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে তেহরান। এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, আদৌ কি দু'দেশের মধ্যে থামবে যুদ্ধ? ইরানের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বুধবার রাত ১টা ৩০ মিনিটের পর থেকেই ইরানের বন্দর আব্বাস শহরের কাছে পরপর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। তারপরই ইরানি সেনা সক্রিয় এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই মার্কিন কর্তা জানিয়েছে, হরমুজের কাছে ইরানের সামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে এই অভিযান চালানো হয়েছে। তাঁর দাবি, ওই অঞ্চলে আমেরিকার জন্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল। সেখানে মার্কিন জাহাজগুলিতে হামলার পরিকল্পনা করছিল ইরান। তা বানচাল করতেই অভিযান চালানো হয়। তাঁর কথায়, 'এই পদক্ষেপ ছিল পরিমিত এবং সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক। যুদ্ধবিরতি বজায় রাখার জন্যই এই অভিযান।' অন্যদিকে, মার্কিন অভিযানের কিছুক্ষণ পরই কুয়েতের বিমান ঘাঁটি লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করে ইরান। শুধু তা-ই নয়, আগামী দিনে আরও বড় হামলারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান। এদিকে সংঘাতের মধ্যেই শোনা গিয়েছে, ইরানের প্রস্তাবিত শান্তির চুক্তির নতুন খসড়া সামনে এসেছে। একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, নয়া প্রস্তাবে বিশেষভাবে দাবি করা হয়েছে যে ইরানের আশপাশ থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। পাশাপাশি, হরমুজে মার্কিন দাদাগিরি চলবে না। বিনিময়ে বিশ্বের 'জ্বালানির ধমনী'তে আগের মতো নৌচলাচল স্বাভাবিক হবে।

তবে ইরানের তরফে শান্তি চুক্তির প্রস্তাবগুলি এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও দাবি করেছিলেন, শীঘ্রই ইরান-আমেরিকা শান্তিচুক্তি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে উলটো ছবিটা দেখছে গোটা পৃথিবী। মঙ্গলবার ভোরে হরমুজ প্রণালীর কাছে ইরান রেভোলিউশনারি গার্ডের নৌকায় হামলা চালায় আমেরিকা। এই হামলায় চারজনের মৃত্যুর খবর মেলে। মার্কিন সেনার তরফে জানানো হয়, আত্মরক্ষায় এই হামলা চালানো হয়েছে। কারণ ওই নৌকাগুলি সমুদ্রের তলদেশে মাইন পোঁতার কাজ করছিল। ওই ঘটনার পরে গুলি করে মার্কিন ড্রোন নামায় আইআরজিসি। পাশাপাশি, একটি মার্কিন যুদ্ধবিমানকে লক্ষ্য করেও গুলি চালায় আইআরজিসি। তারপর থেকে অব্যাহত দু'দেশের রক্তক্ষয়ী সংঘাত।

ওমানকে হুমকি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৮ মে : ইরানের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যেই এবার ওমানকে হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বললেন, ওমান যদি সঠিক আচরণ না করে, তাহলে ওদের উড়িয়ে দেব। কিন্তু আচমকা কী হল? জানা গিয়েছে, হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করেই ওমানকে হুমকিবার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের বক্তব্য, হরমুজ খোলা নিয়ে যদি ওমান ইরানের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে ভয়ংকর পরিণতি হবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির। ওমানে হামলা চালাতে পিছপা হবে না ওয়াশিংটন। বুধবার হোয়াইট হাউসে মন্ত্রিসভার বৈঠক চলাকালীন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, হরমুজ প্রণালী সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এটি আন্তর্জাতিক জলপথ। অন্য দেশগুলির মতোই ওমানকে আচরণ করতে হবে, নাহলে আমরা ওদের উড়িয়ে দেব। ওরা মনে করছে, ওদের কিছু হবে না। এটা ভুল ধারণা।

আইআরজিসি নৌ-কমান্ডার আলি আজমাই নিহতের আশঙ্কা

তেহরান/ওয়াশিংটন/কুয়েত সিটি, ২৮ মে : আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে চলা শান্তি আলোচনায় বড় ধাক্কা লাগল বৃহস্পতিবার। মার্কিন হামলায় ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর নৌবাহিনীর কমান্ডার আলি আজমাই নিহত হয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও ইরান এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেনি। এরই মধ্যে পাল্টা জবাব হিসেবে ইরান একটি মার্কিন এয়ারবেসকে নিশানা করেছে বলে দাবি করেছে। পাশাপাশি কুয়েতের দিকে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে। কুয়েত জানিয়েছে, তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম শত্রুপক্ষের ড্রোন ও মিসাইল প্রতিহত করছে। জানা গেছে , ২৭ ও ২৮ মে মধ্যরাতে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড ইরানের বন্দর শহর বান্দার আব্বাসে হামলা চালায়। সেই হামলায় আইআরজিসি-র নৌ-কমান্ডার আলি আজমাইকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন। সম্প্রতি তাঁকে আইআরজিসি-র নতুন নৌ-কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে তাঁর পরিণতি নিয়ে ইরানে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে।

'দ্য ইরান ওয়াচার' নামে একটি পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী জানিয়েছে, 'অপ্রমাণিত সূত্র' অনুযায়ী আজমাই সম্ভবত নিহত হয়েছেন। যদিও ইরানি কর্তৃপক্ষ এখনও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি। আলি আজমাইকে আইআরজিসি-র অন্যতম দক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ নৌ-কমান্ডার হিসেবে ধরা হত। তিনি বাহিনীর পঞ্চম নৌ-অঞ্চলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, যা আরব উপসাগর ও হরমুজ প্রণালীর কৌশলগত নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পলকে

'সংস্কারি' যুবক!

আহমেদাবাদ, ২৮ মে : অনলাইনে এক পরিচিতা ও তাঁর মায়ের নগ্ন ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন এক যুবক। তিনি দিল্লির বাসিন্দা। ধর্মের ভিডিও বানিয়ে অনলাইনে শেয়ার করতেন ওই যুবক। সেই সূত্রেই আলাপ হয় ওই তরুণীর সঙ্গে। শেষপর্যন্ত আহমেদাবাদের সাইবার অপরাধ দমন শাখা তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করল অভিযুক্তকে। ঠিক কী হয়েছিল? জানা যাচ্ছে, ওই তরুণীর বাড়ি গুজরাট। অভিযুক্ত সুমিত নেমচাঁদ শর্মার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় অনলাইনে ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলার সময়। কিন্তু ক্রমেই যুবক বিষয় বদলে ওই তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করতে চান। কিন্তু 'বন্ধুত্বে'র এহেন প্রস্তাব মুহূর্তে ফিরিয়ে দেন তরুণী। দাবি, এরপরই 'জব্দ' করার মতলব আঁটেন সুমিত।

রহস্যজনক মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : রাজধানী দিল্লিতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে দুই বৃদ্ধার। বৃহস্পতিবার মধ্য দিল্লির নিউ রাজেন্দ্রনগরের আর ব্লকের একটি বাড়ির ভেতর থেকে সরোজ ও চন্দ্রকান্তা নামে দুই বৃদ্ধা মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে ফরেনসিক দল ও দিল্লি পুলিশ। দুই বৃদ্ধার মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। যুগ্ম সিপি মধুর ভর্মা বলেন, সরোজ এবং শ্রীমতী চন্দ্রকান্তা উভয়েরই বয়স প্রায় ৮০ বছর ছিল। তাঁরা একাই থাকতেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ আমরা গৃহকর্মীর কাছ থেকে প্রথম খবর পাই যে বাড়ি থেকে একটি দুর্গন্ধ আসছে। পুলিশ ও ফরেনসিক দল তদন্ত করে দেখতে পায়, উভয় মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনের মুখে আঘাতের চিহ্ন ছিল, যা থেকে বোঝা যায় তিনি দুর্ঘটনাবশত পড়ে গিয়েছিলেন এবং অন্য মহিলাকে তাঁর বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, যেখানে তাঁর পেসমেকারটি নাগালের বাইরে ছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ময়নাতদন্ত করা হবে। মৃতদের আত্মীয়দের ডাকা হয়েছে এবং তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

লস্করের হুমকি

ইসলামাবাদ, ২৮ মে : এ বার লস্কর-ই-তৈবার হুমকির মুখে পড়লেন স্বয়ং পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনির। ইসলামাবাদ যদি কোনও ভাবে ইজরায়েলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে বা তাদের রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, তা হলে ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্ক-ই-তৈবা। ইরানের সঙ্গে বিবাদের মধ্যেই পশ্চিম এশিয়ায় নয়া জটিলতা 'উস্কে' দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আচমকা তিনি আস্তিন থেকে বার করে এনেছেন পুরোনো তাস, 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস'। মানে স্পষ্ট, ভরা যুদ্ধের আবহেও ট্রাম্প চাইছেন, আরও বেশি দেশ ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিক, যোগ দিক আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে। ইজরায়েলকে শুধু আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়াই নয়, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের পথ খুলে দেওয়াও এই চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য। তা নিয়েই শাহবাজ এবং মুনিরকে সাবধান করল লস্কর নেতা সইফুল্লা কাসুরি। সইফুল্লার হুমকি, 'যে নেতা ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেবে, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়বে, তাদেরই খুন করা হবে। ধ্বংস করে দেওয়া হবে।'

ঝলসে মৃত্যু

আজমের, ২৮ মে : রাজস্থানের আজমের জেলার শ্রীরামপুরা গ্রামে চলন্ত গাড়িতে আগুন লেগে একই পরিবারের চার জনের ঝলসে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সুপার হর্ষবর্ধন আগরওয়াল জানান, বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বরোদা থানা এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান রাম সিং চৌধরী, তাঁর মা পুষি দেবী, তাঁর স্ত্রী সুরজ্ঞান দেবী ও ভাইঝি মহিমা গাড়িতে ছিলেন। অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাঁরা মারা গিয়েছেন। পুষিদেবী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে স্করপিও গাড়িতে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাস্তায় গাড়িতে আগুন ধরে যায়। কী কারণে আগুন লাগল গাড়িতে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। আজমের শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে বোরাদা থানার অন্তর্গত শ্রীরামপুরা গ্রামে ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সুপার হর্ষবর্ধন আগরওয়াল জানিয়েছেন, নিহতরা হলেন প্রাক্তন সরপঞ্চ রাম সিং চৌধুরী, তাঁর মা ও প্রাক্তন সরপঞ্চ পুষি দেবী, তাঁর স্ত্রী ও তাঁদের ভাইঝি মহিমা। পুলিশ জানিয়েছে, পুষি দেবী বুকে ব্যথার কথা জানালে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটিতে আগুন লেগে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আবেগপ্রবণ সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ২৮ মে : কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন সিদ্দারামাইয়া। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের বিশেষ সচিব প্রভু শঙ্করের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট, যিনি রাজ্যের বাইরে রয়েছেন, তিনি রাতেই ফিরতে পারেন। এখনও সিদ্দারামাইয়ার ইস্তফা গৃহীত হয়নি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সিদ্দারামাইয়া। কর্ণাটকের সম্ভাব্য নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন ডি কে

শিবকুমার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্দারামাইয়ার পাশেই বসেছিলেন শিবকুমার। সিদ্দারামাইয়া কথা বলার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।

কেনিয়ায় স্কুলে অগ্নিকাণ্ডে ১৬ শিক্ষার্থী নিহত

নাইরোবি, ২৮ মে : কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৬ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এতে আহত হয়েছে আরও ৭৪ জন। পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার ভোররাতে রাজধানী থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার পশ্চিমের গিলগিল এলাকায় অবস্থিত উতুমিশি গার্লস স্কুলের একটি ডরমিটরিতে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো ছাত্রাবাসে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ডরমিটরিতে প্রায় ২২০ শিক্ষার্থী অবস্থান করছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক পুলিশ কর্মকর্তা সাংবাদিকদের জানান, আহতদের দ্রুত স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেও জানা গেছে। আগুন লাগার কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে জরুরি সহায়তা দিতে কাজ করছেন কেনিয়া রেড ক্রসের সদস্যরা। পুলিশ কমান্ডার মাসউদ মুইনি বলেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক একটি ঘটনা। পুরো স্কুল এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। বর্তমানে শুধু অভিভাবকদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

পাটনায় যাত্রীবাহী নৌকা ডুবে মৃত ৩

পাটনা, ২৮ মে : পাটনায় উমানাথ মন্দিরের কাছে গঙ্গায় নৌকাডুবি। ঘটনার সময় মাঝনদীতে ছিল একটি ছোট নৌকো। আচমকা শুরু হয় প্রবল বাতাস। তখনই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। হাওয়ার টাল সামলাতে না পেরে ডুবে যায় ছোট নৌকাটি। এই ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। নিখোঁজ আরও ৫ জন। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ছোট নৌকোতে ছিলেন ১৪ থেকে ১৫ জন যাত্রী। জলযানটিতে অতিরিক্ত লোক তোলার জন্যই কি বিপত্তি হল? এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার কোনও ধারণা দিতে পারেনি উদ্ধারকারী দল। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলি জানিয়েছে, যাত্রীরা প্রতিদিন সকালে নৌকা চড়ে উমানাথ মন্দির চত্বরে সব্জি বিক্রি করতে যেতেন। ফলে ১৫ জন যাত্রী ছাড়াও নৌকাতে একাধিক সব্জির বস্তা ছিল।

চার মাস পরও তহবিল শূন্য ট্রাম্পের গাজা শান্তি পর্ষদ

নিউইয়র্ক, ২৮ মে : গাজায় যুদ্ধ-পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন, নিরাপত্তা এবং পুনর্গঠনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত 'বোর্ড অব পিস' বা শান্তি পর্ষদ গঠনের চার মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এর তহবিলে এখনও কোনও অর্থ জমা পড়েনি। গত জানুয়ারিতে শান্তি পর্ষদ গঠিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও, এই পর্ষদের বিশ্বব্যাংক পরিচালিত ও রাষ্ট্রসংঘ অনুমোদিত দাপ্তরিক অ্যাকাউন্টে কোনও অর্থ জমা পড়েনি।

বিশ্বব্যাংক পরিচালিত তহবিলে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর ৭০০ কোটি ডলার এবং যুক্তরাষ্ট্রের ১০০০ কোটি ডলার দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার কোনওটিই এখন পর্যন্ত জমা পড়েনি। শান্তি পর্ষদের মুখপাত্র জানিয়েছেন, অনুদান বিশ্বব্যাংক বা রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে না গিয়ে তা সরাসরি জেপি মর্গান অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংকের তদারকি প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠোর এবং দাতাদের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মানতে হওয়ার কারণে দাতারা এই ব্যাংক এড়িয়ে বিকল্প পথে শান্তি পর্ষদের ব্যক্তিগত জেপি মর্গান অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠাচ্ছে। কারণ, জেপি মর্গানের স্বাধীন ও কঠোর আন্তর্জাতিক স্বচ্ছতার বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া, শান্তি পর্ষদের এক কর্মকর্তা ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেছেন, তহবিল গ্রহণের জন্য একাধিক বিকল্প রাখা হয়েছে। ফলে দাতারা বিশ্বব্যাংকের বিকল্প হিসেবে জেপি মরগান অ্যাকাউন্টে তহবিল জমা দেওয়ার পথ বেছে নিয়েছেন।

দেশে খাদ্য মজুতের কোনও ঘাটতি নেই : শিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, ভারতের পরিশ্রমী কৃষকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত রয়েছে। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে 'খরিফ অভিযান ২০২৬'-এর জন্য কৃষি বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে শিবরাজ চৌহান উল্লেখ করেন, এই বছর দেশে আনুমানিক খাদ্যশস্য উৎপাদন ৩৭৬ মিলিয়ন টনের বেশি, যা গত বছরের তুলনায় ৫.৩ শতাংশ বেশি। তিনি বলেন, সরকার কৃষি এবং কৃষকদের কল্যাণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, ভারত চীনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের বৃহত্তম চাল উৎপাদনকারী দেশ হয়ে উঠেছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি খরিফ কৃষি খাতের কল্যাণের জন্য একটি রূপরেখা তৈরিতে সহায়তা করবে। মন্ত্রী জানান যে, এই সম্মেলনটি জৈব চাষ, সমন্বিত চাষ এবং অন্যান্য ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনার জন্য একটি মঞ্চ প্রদান করবে।

দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হলো আসন্ন খরিফ মরসুমের জন্য সুস্থায়ী কৃষি, বর্ধিত উৎপাদনশীলতা, জলবায়ু সহনশীলতা, পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং কৃষকের সমৃদ্ধির উপর আলোকপাত করে কৌশল নিয়ে আলোচনা করা। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, আইসিএআর, কৃষি প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য অংশীজনদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা খরিফ মরসুমের জন্য প্রধান অগ্রাধিকার এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করতে একত্রিত হয়েছেন।

ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কানাডায় নিহত ভারতীয় পড়ুয়া

নায়াগ্রা, ২৮ মে : ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কানাডায় নিহত হলেন এক ভারতীয় পড়ুয়া। গত ১৫ মে কানাডার এই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে বৃহস্পতিবার। বছর ২২-এর বিধি মেঘা গুজরাটের বাসিন্দা ছিলেন। তবে গত চার বছর ধরে কানাডায় পড়াশোনা করছিলেন। কী কারণে তাঁর উপরে হামলা চালাল আততায়ীরা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ মে থেকে নিখোঁজ ছিলেন বিধি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত সংলগ্ন কানাডার নায়াগ্রা এলাকা থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ধারালো অস্ত্রের আঘাত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ-এর কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কিউবায় সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি আমেরিকার

হাভানা, ২৮ মে : ক্যারিবীয় অঞ্চলে বেশ কয়েকটি রণতরী, সেনা এবং যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা শুরু করেছে আমেরিকা। এমনই দাবি করা হয়েছে পলিটিকো-র এক প্রতিবেদনে। আর সেই প্রতিবেদন প্রকাশ্যে আসতেই জল্পনা জোরালো হতে শুরু করেছে, তা হলে কি এ বার কিউবায় সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন বাহিনী? ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, যদি সামরিক অভিযান চালানোর মতো পরিস্থিতি আসে, তা হলে যেন তৎপরতার সঙ্গে সেই অভিযানে নামা যায়, তার একটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে পেন্টাগন।

প্রসঙ্গত, পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক সংঘাতের বেশ কিছু সময় আগে থেকেই সেনা, রণতরী মোতায়েন করা শুরু করেছিল আমেরিকা। সেই সময়েও উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর তৎপরতায় জল্পনা ছড়িয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, তার কয়েক দিনের মধ্যেই ইরানে সামরিক অভিযানে নামে আমেরিকা এবং ইজরায়েল। সেই সংঘাত এখনও চলছে। আর এই সংঘাতের আবহেই ক্যারিবীয় অঞ্চলে আমেরিকা সেনা মোতায়েন করায় আরও এক সামরিক অভিযানের জল্পনা বাড়ছে। এবং সেটি কিউবাকে ঘিরে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্যারিবীয় অঞ্চলে পৌঁছেছে মার্কিন রণতরী ইউএসএস নিমিৎজ। এ ছাড়াও ২৫০০ মেরিন সেনা নিয়ে ক্যারিবীয় অঞ্চলের দিকে রওনা হয়েছে রণতরী ইউএসএস কিয়ারসার্জ।

গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার দাবি

জয়পুর, ২৮ মে : গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার দাবি জানালো রাজস্থান হজ কল্যাণ সমিতি। রাজস্থান হজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা বৃহস্পতিবার ঈদের দিন গরুকে জাতীয় পশু হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন। সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শেখ হাজী নিজামউদ্দিন বলেন, 'আমি সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাই। কুরআনে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, আমরা চাই গরুকে জাতীয় পশু হিসেবে ঘোষণা করা হোক, যাতে সারা দেশে ভ্রাতৃত্বের বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়।

হত হামাস কমান্ডার

গাজা সিটি, ২৮ মে : ঈদের ঠিক আগেই সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে গাজা হামলা চালাল ইজরায়েলি সেনা। মঙ্গলবার গাজা সিটির ব্যস্ত বাজার এলাকার একটি আবাসিক ভবনে ইজরায়েলি যুদ্ধবিমানের হামলায় হামাসের সামরিক শাখার শীর্ষ কমান্ডার মহম্মদ ওদেহ নিহত হয়েছেন। ওদেহর স্ত্রী এবং দুই সন্তানও ইজরায়েলি বিমানহানায় নিহত হয়েছেন। প্রকাশিত খবরে দাবি, গাজা সিটির আল-কায়ালি আবাসনের তিন তলার একটি ফ্ল্যাটে সপরিবারে ছিলেন হামাস কমান্ডার। ইজরায়েলি যুদ্ধবিমান থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র নিখুঁত নিশানায় হামলা করে সেখানে।

সুদকে 'হারাম' বলে ৩,০০০ কোটি আত্মসাৎ নোহেরা শেখের!

গুরুগ্রাম, ২৮ মে : ধর্মের নামে প্রতারণা এ দেশে নতুন না! সেই দোষে অভিযুক্ত হয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেফতার হলেন 'হীরা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা নোহেরা শেখ। গুরুগ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। শরিয়ত আইনের দোহাই দিয়ে সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রতারিত করে ৩,০০০ কোটি টাকার বিশাল জালিয়াতি করার অভিযোগ নোহেরার বিরুদ্ধে। গত এক মাস পলাতক থাকলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়লেন তিনি। কীভাবে এত বড় জালিয়াতি করলেন নোহেরা?

শরিয়ত আইন অনুযায়ী, সুদ নেওয়া বা দেওয়া 'হারাম' (পাপ)। এই ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে অনেক মুসলমান ব্যাঙ্কে টাকা রাখা এড়িয়ে

চলেন। নোহেরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কৌশলের সঙ্গে একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি করেন। এর জন্য তিনি 'হীরা গ্রুপ' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষভাবে মুসলমানদের লক্ষ্যবস্তু বানান। সূত্রের খবর, এই কেলেঙ্কারিতে ১.৭৫ লক্ষ বিনিয়োগকারী প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা হারিয়েছেন। 'পোঞ্জি' পদ্ধতিতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই পদ্ধতিতে শুরুর দিকে পুরনো বিনিয়োগকারীর টাকা নতুন বিনিয়োগকারীকে দিয়ে লোভ বাড়ানো হয়। নতুন বিনিয়োগকারী ভাবেন, তাঁর টাকাই বুঝি বাড়ছে। যদিও এক সময় সর্বহারা হতে হয় তাঁকে। 'হীরা গ্রুপ' এবং নোহেরা শেখ-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতির মামলা উঠেছিল সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালত তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন খারিজ করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। যদিও নোহেরা প্রায় এক মাস ধরে পলাতক ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ইডি নোহেরা ও তাঁর আত্মীয়দের ৪০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এবার তাঁকে গ্রেফতার করল ইডি ও হরিয়ানা পুলিশ। মনে করা হচ্ছে, নোহেরার গ্রেফতারিতে পর্দাফাঁস হবে ধর্মের নামে ভূ-ভারতের অন্যতম বৃহত্তম চক্রান্তের।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের নিরাপত্তায় জোর : ডোভাল

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : পশ্চিম এশিয়ায় সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালী ও লোহিত সাগর-সহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথগুলির নিরাপত্তা নিয়ে বৃহস্পতিবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। রাশিয়ার মস্কোতে অনুষ্ঠিত প্রথম 'আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ফোরাম' এবং 'নিরাপত্তা বিষয়ক' উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদের ১৪তম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানেই ডোভাল জানান, এই পথগুলি দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন এবং নিরাপদ বাণিজ্য প্রবাহ চালু রাখা অপরিহার্য। সম্প্রতি, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং জ্বালানি সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ্বব্যাপী। এই প্রেক্ষাপটে হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা নিয়ে ভারত বিশেষভাবে সতর্ক বলে জানা গিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস পরিবহন হয়। ভারতের জ্বালানি আমদানির বড় অংশও এই পথের উপর নির্ভরশীল। এ দিনের

অনুষ্ঠানে ডোভাল বলেন, 'হরমুজ প্রণালী ও লোহিত সাগর-সহ আন্তর্জাতিক জলপথগুলোর মধ্য দিয়ে বাণিজ্যের নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন চলাচল নিশ্চিত করা দরকার রয়েছে।' পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলেও দাবি করেন ডোভাল। উল্লেখ্য, ভারতের বিদেশ মন্ত্রকও সম্প্রতি জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ায় থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও দেশের জ্বালানি সুরক্ষা এখন সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কূটনৈতিক স্তরেও যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

একের পাতার পর

নাম বদলে নোবেল হবে ট্রাম্প

অ্যাকর্ডসে যোগ দিতে রাজি করাতে সক্ষম হন, তবে তা হবে মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। যদি তিনি এই অসাধ্য সাধন করতে পারেন, অর্থাৎ সৌদি আরবকে ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে রাজি করাতে পারেন তবে সহস্রাব্দ ধরে চলা আরব-ইজরায়েল সংঘাতের অবসান হবে। সেক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারের নাম পরিবর্তন করে ট্রাম্প পুরস্কার রাখা উচিত।'

প্রসঙ্গত, আব্রাহাম অ্যাকর্ড হল আমেরিকার মধ্যস্থতায় ২০২০ সালে শুরু হওয়া একাধিক চুক্তি, যার লক্ষ্য ইজরায়েল এবং বেশ কয়েকটি আরব ও মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মধ্যে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সম্পর্ক স্বাভাবিক করা। ইরান যুদ্ধ শেষে মুসলিমপ্রধান দেশগুলিকে আব্রাহাম অ্যাকর্ডে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এদিকে এই অ্যাকর্ড যদি পাকিস্তান এবং ইরানের মতো দেশগুলির প্রশাসন মেনে নেয়, তাহলে নিজের দেশেই জনরোষে পড়তে হবে তাদের। বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের মন্তব্য, ট্রাম্পের প্রস্তাব পাকিস্তানের 'মৌলিক আদর্শ' বিরোধী। এহেন পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের সফল হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন তা মানছেন বিশেষজ্ঞরা।

নারীর সর্বাধিক মর্যাদা

তাঁর কথায়, 'সমাজ যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতেই শুরু করেনি, তখন থেকেই বড়ো, রাভা, মিসিং, কার্বি সহ বিভিন্ন উপজাতি সমাজ নিজেদের সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। উপজাতি সমাজে বহুবিবাহ নিরুৎসাহিত করা হয় এবং কোনও নারীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখার প্রবণতা খুব কম দেখা যায়। শাহ বানোর মতো ঘটনা আমাদের উপজাতি সমাজে ঘটতে দেওয়া হয় না। সমাজ নিজেই সমস্যায় পড়া মহিলাদের পাশে দাঁড়ায়।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়েও হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন, 'তফসিলি উপজাতিদের ইউসিসির বাইরে রাখা হয়েছে কারণ আমরা তাদের সভ্যতাগত পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়েছি। আমরা তাদের উপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না।' একই সঙ্গে বিরোধীদেরও কটাক্ষ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ইউসিসির বিরোধিতা করে কংগ্রেস কার্যত বহুবিবাহের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে এবং প্রথম স্ত্রীর দুর্ভোগকে অপমান করেছে। তিনি বলেন, 'ইউসিসি সমস্ত ধর্মের মহিলাদের জন্য সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে। নতুন আইনের মাধ্যমে বহুবিবাহ এবং প্রতারণা, জোরপূর্বক বা পরিচয় গোপন করে করা বিয়ের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। চাপ, প্রতারণা, প্রলোভন বা পরিচয় গোপন করে বিয়ে করলে এখন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে গুয়াহাটিতে সামাজিক মাধ্যমে ইউসিসি আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি জানান, নতুন আইনে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুরুষদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ২১ এবং মহিলাদের ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। আইনে বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের বাধ্যতামূলক নথিভুক্তিকরণ, লিভ-ইন সম্পর্কে আইনি স্বীকৃতি, ভরণপোষণ ও আর্থিক সুরক্ষার বিধান, উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি বণ্টনে এক কাঠামো এবং উইল করার স্পষ্ট আইনি অধিকার রাখা হয়েছে। তবে সংবিধান অনুযায়ী তফসিলি উপজাতিদের এই আইনের বাইরে রাখা হয়েছে বলেও পুনরায় স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। শাসক দল এই আইনকে 'নারী ন্যায়, সামাজিক সমতা ও সুশাসনের পথে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' বলে দাবি করলেও বিরোধীদের অভিযোগ, আইনটি প্রকৃত অর্থে অভিন্ন নয় এবং এটি মূলত মুসলিম সমাজকে লক্ষ্য করেই আনা হয়েছে।

শান্তি, সম্প্রীতি ও ত্যাগের

নগাঁও, বরপেটা, ধুবড়ি, হোজাই সহ বিভিন্ন এলাকায় সকাল থেকেই মসজিদ ও ঈদগাহে মুসল্লিদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বহু জায়গায় ঈদের জামাত উপলক্ষে অস্থায়ী নামাজের ব্যবস্থাও করা হয়। নামাজ শেষে কোলাকুলির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎসব সম্পন্ন হয়েছে।

উৎসবকে ঘিরে অসম পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে। গুয়াহাটি সহ বিভিন্ন শহরে অতিরিক্ত পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ঈদগাহ ও মসজিদ চত্বরে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং জনসমাগম সামলাতে ট্রাফিক পুলিশকেও বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

দেশের অন্যান্য অংশেও ঈদ-উল-আজহার ব্যাপক উদযাপন দেখা যায়। রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক জামা মসজিদ ও ফতেহপুরি মসজিদে হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন। সেখানে ধর্মীয় নেতারা সম্প্রীতি, জাতীয় ঐক্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা তুলে ধরেন। দিল্লির একাধিক সংবেদনশীল এলাকায় পুলিশ রুট মার্চ ও ফ্ল্যাগ মার্চ পরিচালনা করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

উত্তরপ্রদেশের সম্ভল, লখনউ, মোরাদাবাদ ও আলিগড় সহ বিভিন্ন জেলাতেও কড়া নিরাপত্তার মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা সরাসরি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। রাজস্থানের আজমেরে শরিফ দরগায় 'জান্নাতি দরওয়াজা' খুলে দেওয়ার পর ভোর থেকেই ভক্তদের ঢল নামে। দরগাহ চত্বরে বিশেষ প্রার্থনা ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, তেলেঙ্গানা, কেরল এবং জম্মু-কাশ্মীর সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে উৎসবমুখর পরিবেশে ঈদ উদযাপিত হয়েছে। সর্বত্র সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা তুলে ধরা হয়। প্রশাসনের দাবি, দেশজুড়ে ঈদ-উল-আজহার অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে এবং কোথাও বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

ঈদ-উল-আজহা ইসলামে আত্মত্যাগ ও মানবসেবার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর মহান ত্যাগের স্মৃতিকে স্মরণ করে মুসলিম সম্প্রদায় এই উৎসব পালন করেন। তাই ধর্মীয় আচার পালনের পাশাপাশি সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তাও উঠে আসে এই উৎসবের মাধ্যমে।

আজ বন্ধ হচ্ছে কাজিরাঙা

প্রচারমূলক কর্মসূচি এবং উন্নত পর্যটন পরিষেবার পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর সহজ দর্শন পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

বিশেষ করে বাগরি ও বুরাপাহাড় রেঞ্জে পর্যটকদের আগ্রহ ছিল বেশি। একশৃঙ্গ গণ্ডারের পাশাপাশি বিরল কুমির দেখার ঘটনাও এবছর নতুন আকর্ষণ হয়ে ওঠে। বন বিভাগের দাবি, বুরাপাহাড় রেঞ্জে এই প্রথম পর্যটকেরা সরাসরি কুমির দেখতে পেয়েছেন। এর আগে ২০২৩ সালের এক পাখি সমীক্ষার সময় ঘড়িয়ালের উপস্থিতির ইঙ্গিত মিলেছিল। এছাড়াও চলতি মরশুমে কোহোরা এবং পরে বাগরি রেঞ্জে বিরল 'গোল্ডেন টাইগার'-এর দেখা মেলায় বন্যপ্রাণপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়। ব্রহ্মপুত্রের বন্যাপ্রবণ সমভূমি জুড়ে বিস্তৃত কাজিরাঙা প্রতিবছর বর্ষাকালে বন্ধ রাখা হয়, যাতে বন্যা সময় বন্যপ্রাণীরা নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে এবং একই সঙ্গে উদ্যানের রাস্তা সংস্কার ও আবাসস্থল সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা যায়।

উচ্চ আদালতের নির্দেশের

সামাজিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এরপর থেকেই প্রশাসন এলাকাটির উপর কড়া নজরদারি বজায় রেখেছে। বৃহস্পতিবারের পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল উচ্ছেদের পর বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। বিশেষ করে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলি পুনরায় এলাকায় ফিরে এসেছে কি না, নতুন করে ঘরবাড়ি নির্মাণের চেষ্টা চলছে কি না কিংবা কোনও অবৈধ দখলদারি শুরু হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে প্রশাসনের দলটি নেঘেরিবিলের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখে। গোটা এলাকা জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

পরিদর্শনের সময় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশেষ মুখ্য সচিব এম কে যাদব বলেন, 'গত বছর এখান থেকে প্রায় ৫৫ হেক্টর জমিতে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিলাম। সেই সময় ৫৯টি পরিবার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে উচ্ছেদ বন্ধের আবেদন জানায়। পরে উচ্চ আদালত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। আদালতের নির্দেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকে সরানো হয়নি। তবে তারা পুনরায় আদালতে আবেদন করেছেন এবং বিষয়টি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। উচ্চ আদালতের চূড়ান্ত রায়ের পরই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করব।'

তিনি আরও জানান, প্রশাসন যেকোনও সময় উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তবে আদালতের নির্দেশ মেনেই বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি উরিয়ামঘাট এলাকায় পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সেখানে উচ্ছেদের পর নতুন করে কোনও নির্মাণকাজ শুরু হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

এদিকে, এলাকায় অবৈধ পাথর খনন ও শিল মাফিয়াদের সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই এম কে যাদব জানান, প্রশাসন বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে এবং অবৈধ খননের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, প্রশাসনের আকস্মিক তৎপরতা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির মধ্যে চরম উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। বহু পরিবার আশঙ্কা করছে, আদালতের রায় বেরোলেই আবারও উচ্ছেদ অভিযান শুরু হতে পারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতোমধ্যেই কয়েকটি পরিবার এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে।

উল্লেখ্য, অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্ত দীর্ঘদিন ধরেই ভূমি দখল, বনভূমি ব্যবহার এবং সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে পরিচিত। নেঘেরিবিল এলাকায় পুনরায় উচ্ছেদের সম্ভাবনা সামনে আসায় পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল।

হেট-স্পিচ মামলায় গৌহাটি

কেন্দ্র করে পৃথক ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। সেই অবস্থায় একই বিষয় নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সুপ্রিম কোর্টের 'অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায় বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' মামলার রায়ের উল্লেখ করেছেন তিনি। সেখানে শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সংক্রান্ত অভিযোগ মোকাবিলার জন্য বর্তমান ফৌজদারি আইনেই পর্যাপ্ত বিধান রয়েছে।

প্রধান বিচারপতি আশুতোষ কুমার এবং বিচারপতি অরুণ দেব চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর হলফনামা নথিভুক্ত করে। আদালত একইসঙ্গে মামলায় উদ্ধৃত বক্তব্যগুলির পূর্ণাঙ্গ ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আগামী ৬ আগস্ট। বিশিষ্ট লেখক হীরেন গোহাঁই-সহ তিনজনের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। মামলাকারীরা নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য করা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে বিরত রাখার নির্দেশও চেয়েছেন।

কর্নাটকের নয়া মুখ্যমন্ত্রী

পদত্যাগপত্র তুলে দেন সিদ্দা। ইস্তফা দেওয়ার পর এদিন বেলা তিনটে নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করেন সিদ্দা। সেখানে তিনি বলেন, 'দুদিন আগে হাইকমান্ড আমাকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার আমি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি। দু'দফায় আমি কর্নাটকের মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি, তার জন্য আমি সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ধন্যবাদ জানাই।' কথা বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সিদ্দা। তিনি আরও বলেন, 'গ্যারান্টি প্রকল্পগুলির কারণে কর্ণাটকে কোনও আর্থিক ঘাটতি নেই। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সিদ্দা বলেন, 'আমি কোনওদিন টাকার পিছনে ছুটিনি। কোনওদিন ক্ষমতার লালসা করিনি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির একটি বড় অংশ আমরা পূরণ করেছি। বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে বারবার মিথ্য অবিযোগ এনেছে।' বুধবার সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, শিবকুমারকে কর্নাটকের কুরসিতে বসালেও সিদ্দাকে হতাশ করতে নারাজ কংগ্রেস। তাঁকে রাজ্যসভায় আসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আগামী দিনে তাঁকে কেন্দ্রীয় স্তরে বড় দায়িত্ব দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে খবর ছিল। বৃহস্পতিবার সেকথা স্বীকার করেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা। কিন্তু জানিয়ে দেন, রাজ্যসভায় যাওয়ার প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমাকে রাজ্যসভায় যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু সেই প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে দিই। জাতীয় রাজনীতিতে যাওয়ার আমার কোনও ইচ্ছা নেই। আমি রাজ্যেই থাকতে চাই। জনগণ আমাকে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত করেছেন।, আর ২ বছর বাকি আছে। আমি কর্নাটকের হয়েই কাজ করব।'

৩ ধর্মীয় নেতার হত্যাকাণ্ডে

একই সঙ্গে সেনাপতি জেলায় আটক ১৪ জন কুকি-জো নাগরিকের মুক্তির দাবিও জোরালোভাবে তুলেছে সংগঠনটি। কেআইএমের দাবি, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও সুস্পষ্ট আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়নি এবং দীর্ঘদিন ধরে তাদের আটকে রাখা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুকি-জো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে বলেও জানানো হয়েছে। সংগঠনটি জানিয়েছে, ৩০ মে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একই ব্যানার, অভিন্ন স্লোগান এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হবে। ইতোমধ্যেই কুকি-জো ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন, যুব সংগঠন, চার্চ কমিটি এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে নিজ নিজ জেলা ও শহরে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। দিল্লি, গুয়াহাটি, শিলং, আইজল, চূড়াচাঁদপুর, সেনাপতি সহ বিভিন্ন এলাকায় বড় আকারের বিক্ষোভ কর্মসূচি হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের মে মাস থেকে মণিপুরে মৈতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকেই রাজ্যে অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে। সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ, গুলিবর্ষণ এবং অপহরণের ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। হাজার হাজার পরিবার ঘরছাড়া হয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এখনও বহু এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, সাম্প্রতিক ধর্মীয় নেতাদের হত্যাকাণ্ড এবং আটক ইস্যু নতুন করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলতে পারে। কুকি সংগঠনগুলি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করে জানিয়েছে, শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে হলে নিরপেক্ষ তদন্ত, মানবাধিকার রক্ষা এবং সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আস্থা পুনর্গঠন অত্যন্ত জরুরি। পর্যবেক্ষকদের মতে, ৩০ মের দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি শুধু প্রতিবাদ নয়, বরং কুকি-জো সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও নিরাপত্তাহীনতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও সামনে আসতে চলেছে।

সিবিএসই 'দুর্নীতি' : ১৫ দিন পর

প্রগতিশীল পদক্ষেপ। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তা গ্রহণ করছে। এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের উপকারের জন্যই তৈরি করা হয়েছে, যাতে সবকিছু স্বচ্ছ থাকে।'

সিবিএসই-র এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তোপ দেগেছে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীও। ১৩ মে সিবিএসই-র দ্বাদশের ফল প্রকাশের পর বেদান্ত শ্রীবাস্তব নামে এক পড়ুয়া দেখে সে পদার্থবিদ্যায় খুবই কম নম্বর পেয়েছে। এরপর নিজের উত্তরপত্রটি দেখতে চেয়েছিল সে। বোর্ডের তরফ থেকে পাঠানো উত্তরপত্রে হাতের লেখা দেখেই সে বুঝতে পারে, এটা আদৌ তার পরীক্ষার খাতাই নয়। বেদান্ত এক্স হ্যান্ডলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে লেখে, 'সারা বছর পড়াশোনা করলাম। ঘুম, মনের শান্তি, ঘুরতে যাওয়া সব কিছু পরীক্ষার জন্য ত্যাগ করেছিলাম। আর এখন আমি বুঝতে পারছি না, আমার আসল পরীক্ষার খাতাটা কোথায় গেল। পড়ুয়াদের কি এটাই প্রাপ্য?' এরপরই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন ধর্মেন্দ্র।

বেজিংয়ে সম্পন্ন ভারত-চিন

মিলছে বলেও উভয় পক্ষ একমত হয়েছে। বৈঠকে মূলত সীমান্ত নির্ধারণ, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন সমন্বয় প্রক্রিয়া গঠন এবং সীমান্ত পারাপার সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতীয় পক্ষ সীমান্ত অতিক্রমকারী নদীগুলি নিয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠক দ্রুত আয়োজনের উপর জোর দেয়। পাশাপাশি ২৪-তম বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়েও উভয় দেশ সম্মত হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, চিনে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকের জন্য আরও মজবুত ভিত্তি গড়ে তুলতে একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। বেজিং সফরের সময় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের প্রধান সুজিত ঘোষ চিনের বিদেশ মন্ত্রকের এশিয়া বিষয়ক বিভাগের মহাপরিচালক লিউ জিনসংয়ের সঙ্গেও বৈঠক করেন। এছাড়া তিনি চিনের সহকারী বিদেশমন্ত্রী হং লেইয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সেখানে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় হয়।

আইপিএল বেটিং চক্রে ইডির

পৃথক মামলা রুজু হয়। তদন্তে ধীরে ধীরে সামনে আসে রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত একটি আন্তঃজেলা বেটিং সিন্ডিকেটের চিত্র।

তদন্তকারীদের দাবি, এই চক্রটি অত্যন্ত সংগঠিত এবং প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। গুয়াহাটি ও তিনসুকিয়াকে মূল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন জেলায় 'সাব-এজেন্ট' নিয়োগ করা হয়েছিল। ডিব্রুগড়, যোরহাট, শিবসাগর, বরপেটা, ধুবড়ি ও শ্রীভূমিতে স্থানীয় পর্যায়ে বুকি ও সংগ্রাহকরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাজি সংগ্রহ করত। আইপিএলের প্রতিটি ম্যাচে বল-বাই-বল বেটিং, টস, রান সংখ্যা, উইকেট এবং ম্যাচের ফলাফল নিয়ে কোটি টাকার লেনদেন চলত বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের।

এই চক্রে হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম এবং ইনস্টাগ্রামের মতো এনক্রিপ্টেড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হত। বিদেশভিত্তিক অনলাইন বেটিং অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হত। তদন্তে উঠে এসেছে, গুয়াহাটির একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও বিলাসবহুল লাউঞ্জকে গোপন বৈঠক ও লেনদেনের আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা হত। অভিযান চলাকালীন ইডি আধিকারিকরা গুয়াহাটির 'রয়সি' নামের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালান, যা আগে 'প্লেবয়' নামে পরিচিত ছিল। সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, হার্ডডিস্ক এবং ডিজিটাল স্টোরেজ ডিভাইস। তদন্তকারীদের দাবি, এই ডিভাইসগুলিতে হাজার হাজার বেটিং লেনদেনের তথ্য, কোড ভাষায় কথোপকথন এবং বিভিন্ন জেলায় সক্রিয় বুকিদের তালিকা রয়েছে।

এছাড়া নগদ ১৩ লক্ষ টাকার পাশাপাশি একটি মার্সিডিজ-বেঞ্জ, একটি এমজি হেক্টর এবং একটি টয়োটা ফর্চুনার গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডির অনুমান, অবৈধ বেটিংয়ের বিপুল টাকায় এই সম্পত্তিগুলি কেনা হয়েছে। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, নগদ টাকার পাশাপাশি ইউপিআই, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার এবং ভুয়ো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করা হত। ইতোমধ্যে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে যাতে অর্থ সরানো না যায়।

তদন্তকারী সংস্থার ধারণা, অসমের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গেও এই চক্রের যোগাযোগ ছিল। কয়েকজন অভিযুক্তের দিল্লি ও কলকাতার বুকি চক্রের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্যও মিলেছে। ইডি এখন অর্থ পাচার, বিদেশি বেটিং প্ল্যাটফর্মের যোগসূত্র এবং রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততার বিষয়েও তদন্ত শুরু করেছে।

অসমে ক্রমবর্ধমান অনলাইন বেটিং ও জুয়া চক্র নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনের অন্দরেও। বিশেষজ্ঞদের মতে, আইপিএল মরশুমে এই ধরনের চক্র তরুণ প্রজন্মকে দ্রুত আকৃষ্ট করছে এবং বিপুল অঙ্কের অবৈধ অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে অপরাধচক্র আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ইডির এই অভিযানকে অসমে বেআইনি বেটিং সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত অন্যতম বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রীকেই দায়ী করলেন

লক্ষ পড়ুয়ার জন্য জবাবদিহি চাওয়া আমি বন্ধ করব না।' রাহুল গান্ধী সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মূল্যায়ন ব্যবস্থার দায়িত্ব 'সিওএমপিইটি' নামের একটি সংস্থাকে দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, এই সংস্থাটি আগে 'গ্লোবারেনা' নামে বিতর্কে জড়িয়েছিল। তিনি জানতে চান, কার নির্দেশে এই সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হল, কেন কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করা হয়নি এবং সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে সরকারের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না।

উল্লেখ্য, এর আগে সিবিএসই আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সাংবাদিকদের বলেন, রাহুল গান্ধী ধারাবাহিক নির্বাচনী পরাজয়ের হতাশা থেকে দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিরোধিতা করছেন। তিনি আশ্বাস দেন, এই নতুন ব্যবস্থায় কোনও সমস্যা হয়ে থাকলে তার দায় তিনি নিজে নিচ্ছেন। সিবিএসই-ও জানিয়েছে, পুরো প্রক্রিয়াটি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রয়নীতির আওতায় সম্পন্ন হয়েছে। কোনও অনিয়ম প্রমাণিত হলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলেও জানানো হয়েছে।

মণিপুরে নাগা অপহরণকাণ্ডে

অতিরিক্ত বাস্তুচ্যুতদের থাকার ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করেন। গ্রাম প্রধান মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, নিরাপত্তাহীনতার কারণে কাংপোকপি জেলার বহু নাগা পরিবার নিজেদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে, মণিপুরে জঙ্গি দমনে বড় সাফল্য পেয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। দিল্লিতে যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি)-র শীর্ষ নেতা হাওবিজাম দিলীপ সিং ওরফে 'তাইবাংগানবা'-কে। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল, মণিপুর পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, দিলীপ সিং দিল্লিতে জঙ্গি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সংক্রান্ত একটি গোপন বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিল। রাজধানীতে পৌঁছনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে ইউএপিএ সহ একাধিক ধারায় ডজনখানেক মামলা রয়েছে। ২০১৮ সালে থোকচোম টনি সিং হত্যাকাণ্ড সহ একাধিক জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে তার যোগ থাকার অভিযোগ রয়েছে। এদিকে, কাকচিং জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গুলি, বিস্ফোরক এবং জঙ্গি কার্যকলাপে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রশস্ত্র মণিপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নাশকতা এবং সহিংসতা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারত বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। পুরো ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আরও সদস্যদের খোঁজে নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালাচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

অনুপ্রবেশকারীরা ফিরে যান

ফিরে যান। যদি তারা নিজেরাই ফিরে যান, তাহলে বাংলা সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেবে না।' তিনি আরও বলেন, 'আমি আশা করি, শনাক্তকরণ অভিযান শুরু হওয়ার আগেই বহু মানুষ স্বেচ্ছায় চলে যাবেন।' পাশাপাশি তিনি সতর্ক করে দেন, 'আমাদের সরকার প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার সংকল্প নিয়েছে।'

বৃহস্পতিবার গুজরাটের গান্ধীনগরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৩৪০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। অনুষ্ঠানে শাহ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি যে জনবিন্যাসের পরিবর্তন বিষয়ক কমিটির ঘোষণা করেছেন, সেই কমিটি অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কারণ খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজন হলে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করবে। ওই কমিটি এক বছরের মধ্যে তাদের রিপোর্ট দেবে এবং এই কৃত্রিম জনসংখ্যাগত পরিবর্তন বন্ধ করা হবে।

শাহ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে গত ১২ বছরে শুরু হওয়া 'উন্নয়নের যাত্রা' এখন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, 'গুজরাটের উন্নয়ন মডেল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং গঙ্গানগর থেকে সোমনাথ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এর ফলেই দেশের ৮০ শতাংশ এলাকায় বিজেপি সরকার রয়েছে। সম্প্রতি বাংলার নির্বাচনেও দিদি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছেন।'

আন্তর্জাতিক সীমান্ত সুরক্ষার প্রসঙ্গে শাহ বলেন, 'বাংলার নির্বাচনের সময় আমরা বলেছিলাম, আপনারা যদি আমাদের সরকার গঠন করতে দেন, তাহলে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সীমান্ত সুরক্ষিত করা হবে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে। আমি শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন জানাই যে, মাত্র সাত দিনের মধ্যেই ৬০০ হেক্টর জমি বিএসএফ-কে হস্তান্তর করা হয়েছে। এমনকি চিকেনস নেক এলাকাতেও ১২১ হেক্টর জমি ভারত সরকারকে দেওয়া হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিএসএফ আউটপোস্ট এবং কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যাতে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার হয়। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের ২,২১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, যা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ।

সীমান্তের ১৫ কিমির মধ্যে

বিভিন্ন জেলায় সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য জমি নিয়ে জটিলতা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তির কারণে জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নবান্ন জেলা প্রশাসনগুলিকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল যাতে সীমান্ত সুরক্ষার স্বার্থে দ্রুত জমি চিহ্নিত করে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। গত সপ্তাহে নবান্ন সভাঘরে এই প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ-এর হাতে মোট ১৪২.৭৯ একর জমি তুলে দেওয়া হয়েছে। এই জমি মূলত ব্যবহার করা হবে বর্ডার আউটপোস্ট নির্মাণ এবং সীমান্তের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য।

এর ফলে অনুপ্রবেশ এবং চোরাচালান রুখতে বিএসএফ আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টে বলা হয়েছে, কোচবিহারে ২২.৯২৫ একর, জলপাইগুড়িতে ৩৫.১৬৫ একর, দার্জিলিং-এ ৮.৮১৫ একর, উত্তর দিনাজপুরে ২.৮৪ একর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ২০.১৭০১ একর জমি বিএসএফ-কে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মালদহে ১০.৯০ একর, মুর্শিদাবাদে ৩৮.৮০৫ একর, নদিয়ায় ০.৫৫ একর এবং উত্তর ২৪ পরগণায় ২.৬ একর জমি তুলে দেওয়া হয়েছে বিএসএফের হাতে।

হিমাচল পঞ্চায়েত নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে রেকর্ড ৮০ শতাংশ ভোট

সিমলা, ২৮ মে : হিমাচল প্রদেশে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে বৃহস্পতিবার গ্রামেগঞ্জে গণতন্ত্রের উৎসবের চিত্র ধরা পড়ে। তীব্র গরম ও রোদের মধ্যেও রাজ্যের ১ হাজার ২৭৬টি পঞ্চায়েতে ভোটারদের উৎসাহ সারা দিনজুড়ে ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল ৭টা থেকেই ভোটগ্রহণ শুরু হতেই বিভিন্ন বুথে দীর্ঘ সারি দেখা যায়।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা প্রথম ধাপের ৭৮.৯০ শতাংশের তুলনায় বেশি। তবে এটি চূড়ান্ত নয়, ভোটের হার আরও বাড়তে পারে বলে জানানো হয়েছে। সকাল ৯টা পর্যন্ত ২১ শতাংশ, ১১টা পর্যন্ত ৪৪ শতাংশ এবং দুপুর ১টা পর্যন্ত ৬৪ শতাংশ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। নির্ধারিত সময় দুপুর ৩টা পর্যন্ত ভোট চললেও, যেসব বুথে লাইনে ভোটার ছিলেন, সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভোট নেওয়া হয়।

কুল্লু জেলায় সর্বাধিক ৮৫.৫২ শতাংশ ভোট পড়েছে। সিরমৌরে ৮৫.১৬ শতাংশ, সোলানে ৮৩.১১ শতাংশ, মন্ডিতে ৮০.২৫ শতাংশ, শিমলায় ৭৯.৯৬ শতাংশ এবং উনায় ৭৯.৭৩ শতাংশ ভোট পড়ে। এছাড়া বিলাসপুরে ৭৮.০২ শতাংশ, চাম্বায় ৭৭.২২ শতাংশ, কাংড়ায় ৭৫.৪৩ শতাংশ, হামিরপুরে ৭৪.৬২ শতাংশ, কিন্নৌরে ৭৩.৯৭ শতাংশ এবং লাহৌল-স্পিতিতে ৬৯.৩৮ শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়। গ্রামীণ এলাকায় নারী ও তরুণ ভোটারদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য ছিল। অনেক ভোটার ঐতিহ্যবাহী পোশাকে বুথে পৌঁছান, যা ভোটের পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

এই নির্বাচনে শতবর্ষী ভোটারদের উপস্থিতি বিশেষভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। হামিরপুর জেলার ১১৬ বছর বয়সী খড়কু রাম পায়ে হেঁটে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে ভোট দেন এবং তরুণদের নেশা থেকে দূরে থাকার বার্তা দেন। শিমলার রোহড়ু এলাকার ব্রাসলি পঞ্চায়েতে ১১০ বছর বয়সী সুরুতু দেবী ভোট দেন। মসালি ওয়ার্ডে আরও এক ১১০ বছরের নারী ভোট দেন। জাঙ্গলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জিপিএস থালি বুথে ১০৮ ও ১০৩ বছর বয়সী দুই নারী ভোটার অংশ নেন। দিইউদি মাইলা গ্রামে ১০৭ বছরের বালা দেবী, ভাটওয়াড়ি ঝটওয়াড়িতে ১০৭ বছরের ধর্মপতি দেবী ভোট দেন। বালঘারে ১০২ বছরের পাড়ি দেবী এবং হীরা ভলাওনের ১০১ বছরের অনন্ত রাম নামদার ভোট দেন। শীল গ্রামে ১০০ বছর বয়সী এক নারী ভোটারও ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

প্রথমবার ভোট দেওয়া তরুণদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেক কেন্দ্রে তারা ভোট দিয়ে সেলফি তুলতে দেখা যায়। নারীদের অংশগ্রহণও এবার যথেষ্ট ভালো ছিল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর পরিবার সহ সমীরপুর বুথে ভোট দেন। উপমুখ্যমন্ত্রী মুকেশ অগ্নিহোত্রী তাঁর নিজ গ্রাম গোঁদপুর জয়চন্দে ভোট দেন। সাংসদ ড. সিকন্দর কুমার নাদৌনের ঢাগো বুথে তাঁর ১০৩ বছর বয়সী মায়ের সঙ্গে ভোট দেন। এই ধাপে প্রধান, উপপ্রধান এবং ওয়ার্ড সদস্য পদে ভোটগ্রহণ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে ফলাফল সন্ধ্যা থেকেই আসতে শুরু করবে। বিডিসি ও জেলা পরিষদের ফল ৩১ মে ঘোষণা করা হবে। তৃতীয় ও শেষ ধাপের ভোট ৩০ মে অনুষ্ঠিত হবে। আবহাওয়া দফতর বিভিন্ন জেলায় ঝড়, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সতর্কতা জারি করেছে। কিছু এলাকায় তাপপ্রবাহের আশঙ্কাও রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভোটকর্মী ও সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলিতেই গণনা শুরু হয় এবং গভীর রাত থেকে প্রধান, উপপ্রধান ও ওয়ার্ড সদস্যদের ফল প্রকাশ শুরু হতে পারে। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোটগণনা হবে ৩১ মে। উল্লেখ্য, ২৬ মে অনুষ্ঠিত প্রথম দফার ভোটে ১ হাজার ২৯৩টি পঞ্চায়েতে ৭৮.৯০ শতাংশ ভোট পড়েছিল, যা আগের নির্বাচনের তুলনায় বেশি।

শিক্ষা মন্ত্রক অব্যবস্থাপনার আঁতুড়ঘর : কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে 'নির্বাচনী পরাজয়ে হতাশ' বলে কটাক্ষ করেছিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। এর জবাবে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশ বৃহস্পতিবার বলেন, এই ধরনের মন্তব্যই শিক্ষামন্ত্রীর আসল পরিচয় তুলে ধরে। তাঁর অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার জন্য বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং মন্ত্রী হিসেবে ধর্মেন্দ্র প্রধান সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জয়রাম রমেশ লেখেন, ধর্মেন্দ্র প্রধান শুধু সংসদের স্থায়ী কমিটির মর্যাদাকেই ক্ষুণ্ণ করেননি, এখন বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধেও আক্রমণ করছেন। তাঁর কথায়, 'শিক্ষা মন্ত্রক এখন অব্যবস্থাপনার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে।' রাহুল গান্ধীর মন্তব্যকে সমর্থন করে জয়রাম রমেশ দাবি করেন, এনইইটি এবং সিবিএসই-র সাম্প্রতিক বিতর্কের দায় পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের। তিনি বলেন, ২০২৪ সালে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র ব্যর্থতার পরও সরকার ধর্মেন্দ্র প্রধানকে রক্ষা করেছে।

উল্লেখ্য, এর আগে সিবিএসই আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'রাহুল গান্ধী নির্বাচনী পরাজয়ের হতাশা থেকেই দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিরোধিতা করছেন।' একইসঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) ব্যবস্থায় কোনও অনিয়ম বা অসুবিধা হয়ে থাকলে তার দায় তিনি নিজে নেবেন এবং দোষীদের কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি : দেশে কমছে উড়ান, বিপাকে বিমানযাত্রীরা

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : ক্রমবর্ধমান জ্বালানির দামের প্রভাব এবার সরাসরি পড়তে চলেছে দেশের বিমান পরিষেবায়। দেশের শীর্ষ বিমান সংস্থা ইন্ডিগো ও এয়ার ইন্ডিয়া জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সূত্রের খবর, প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১,৮০০টি ফ্লাইট কমতে পারে, যার প্রভাব পড়বে দেশের বিভিন্ন ব্যস্ত রুটে।

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (এটিএফ)-এর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। অন্যদিকে ইন্ডিগো দাবি করেছে, বর্ষাকালে যাত্রী চাহিদা কমে যাওয়াও একটি বড় কারণ। ইতোমধ্যেই এয়ার ইন্ডিয়া তাদের অভ্যন্তরীণ উড়ান প্রায় ২২ শতাংশ কমিয়েছে।

সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে দিল্লি ও মুম্বই বিমানবন্দরে। দিল্লি থেকে

হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু ও কলকাতা এবং মুম্বই থেকে আহমেদাবাদ, নাগপুর, পাটনা ও ভোপালগামী একাধিক উড়ান কমানো হবে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন শহর থেকেও ফিরতি ফ্লাইট কমবে বলে জানা গিয়েছে।

বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞ অজয় জাসরা জানান, ইরান সংঘাত ও আন্তর্জাতিক আকাশপথে অস্থিরতার জেরে জ্বালানির খরচ বেড়ে যাওয়ায় বিমান সংস্থাগুলি এখন কম লাভজনক রুট ছাঁটাই করতে বাধ্য হচ্ছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় সারির শহরগুলির সংযোগ ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ফ্লাইট কমে যাওয়ায় টিকিটের দামও দ্রুত বাড়ছে। ইতোমধ্যেই যাত্রীদের ওপর ৪০০-৪৫০ টাকার ফুয়েল সারচার্জ চাপানো হয়েছে। অনেক রুটে বিমানভাড়া ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। তবে যেসব যাত্রীর ফ্লাইট বাতিল হবে, তাদের বিকল্প উড়ান, বিনামূল্যে সময় পরিবর্তন বা সম্পূর্ণ অর্থ ফেরতের আশ্বাস দিয়েছে বিমান সংস্থাগুলি।

এআই শিক্ষাকে আধুনিক করতে বড় উদ্যোগ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : দেশে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) শিক্ষাকে আধুনিক ও কর্মমুখী করার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। এই উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এআই কারিকুলাম টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন।

বৈঠকে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স পাঠক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন আনার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং বৃদ্ধি, শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা এবং শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। টাস্কফোর্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এআই সংক্রান্ত বিষয় পড়ানো হলেও জেনারেটিভ এআই এবং ফাউন্ডেশন মডেলের মতো আধুনিক ক্ষেত্রে বাস্তব প্রশিক্ষণ ও পরিকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে।

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, ছাত্রদের শুরু থেকেই ইন্ডাস্ট্রি-ভিত্তিক প্রকল্প, ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট এবং এআই সলিউশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজার ২৫.৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০.৭৫ শতাংশ করার প্রস্তাব রয়েছে। সরকার 'রেসপনসিবল এআই' এবং 'এআই গভর্নেন্স'-কেও পাঠ্যক্রমের অংশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়া এক বছর পরে সার্টিফিকেট, দুই বছর পর ডিপ্লোমা এবং তিন বছর পরে অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা দেওয়ার ব্যবস্থার প্রস্তাবও আলোচনায় এসেছে।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'ট্রেন দ্য ট্রেনার' প্রোগ্রাম, আধুনিক এআই ল্যাব এবং শিল্প বিশেষজ্ঞদের অ্যাডজাস্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। সরকার, শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে একটি শেয়ার্ড এআই ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে কলেজগুলোকে জিপিইউ কম্পিউটিং, সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম ও আধুনিক এআই টুলস সরবরাহ করা হবে। এআইসিটিই-র সঙ্গে সমন্বয় করে শিগগিরই নতুন পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের পথে এগোবে সরকার।

সম্প্রীতির বার্তায় উদযাপিত ঈদ-উজ-জোহা, গেদু মিয়া মসজিদে প্রধান জামাত

আগরতলা, ২৮ মে (সংবাদ সংস্থা) : ত্যাগ, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে সারা বিশ্বের সঙ্গে ত্রিপুরায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল পবিত্র ঈদ-উজ-জোহা তথা কোরবানির ঈদ। বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলাসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মসজিদে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা বিশেষ নামাজ আদায় করেন। এদিন রাজ্যের মূল ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার ঐতিহ্যবাহী গেদু মিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে।

সকালের প্রথম প্রহর থেকেই ৮ থেকে ৮০; সব বয়সের মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের উপস্থিতিতে গেদু মিয়া মসজিদ এলাকা হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। নতুন পোশাকে সজ্জিত ধর্মপ্রাণ মানুষজন ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ প্রাঙ্গণে সমবেত হন। সেখানে ঈদের নামাজে ইমামতি করেন মৌলানা আব্দুর রহমান। নামাজ শেষে দেশ, রাজ্য ও সমগ্র মানবজাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সম্প্রীতির জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। নামাজ আদায়ের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মওলানা আব্দুর রহমান বলেন, 'ঈদ-উজ-জোহা মূলত ত্যাগের উৎসব। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর আত্মত্যাগের মহান আদর্শকে স্মরণ করেই এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। সেই ত্যাগ, মানবতা ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা নিয়েই আজ বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায় ঈদ-উজ-জোহা পালন করছেন।'

তিনি আরও বলেন, 'এই পবিত্র দিনে রাজ্য ও দেশের সকল নাগরিককে ঈদ মোবারক ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ঈদের আনন্দ সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা বয়ে আনুক, এটাই আমাদের কামনা।' ঈদের নামাজ শেষে গেদু মিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ধর্মপ্রাণ মানুষজন একে অপরকে আলিঙ্গন করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ছোটদের মধ্যে ছিল বাড়তি উচ্ছ্বাস, আর প্রবীণদের মুখেও ফুটে ওঠে আনন্দের হাসি। সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অনন্য ছবি ধরা পড়ে গোটা পরিবেশে। শুধু গেদু মিয়া মসজিদেই নয়, রাজধানীর পশ্চিম নোয়াবাদিসহ বিভিন্ন এলাকায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম নোয়াবাদিতে ঈদের নামাজে ইমামতি করেন মৌলানা বিল্লাল আহমেদ।

এছাড়াও আগরতলার অন্যান্য মসজিদ এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মসজিদগুলোতেও এদিন বিশেষ নামাজ আদায় ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। সব মিলিয়ে পবিত্র ঈদ-উজ-জোহা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে এক আনন্দঘন, শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

উত্তর গুয়াহাটিতে স্করপিও-ট্রাক মুখোমুখি, হত তিন যাত্রী

গুয়াহাটি, ২৮ মে : উত্তর গুয়াহাটিতে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। স্করপিও এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। নিহতদের পার্থপ্রতিম বর্মণ, রঞ্জিত দে এবং করুণা বেজবরুয়া বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই মালিগাঁওয়ের গোশালা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার সকালে গুয়াহাটি থেকে নাওকাটা সড়কের জয়গুরু এলাকায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ভুল পথে আগত এএস ০১ ডিসি ৩১৪১ নম্বরের এক ট্রাক তিন যাত্রীবাহী এএস ০১ জিপি ৯৯৪০ নম্বরের স্করপিও গাড়িকে ধাক্কা মারায় ভয়ংকর দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনা সংঘটিত করে ঘাতক ট্রাক নিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেছে চালক। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় পুলিশের দল। তাঁরা নিহতদের উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি ঘাতক ট্রাককে ধরতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে পুলিশ।

নিকামা এমই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা প্রভারানির বাড়িতে গিয়ে শোক জানালেন অমিয়কান্তি দাশ

বিক্রমবিজয় দাশ

আমড়াঘাট, ২৮ মে : ধলাই বিধানসভা কেন্দ্রের কৃষ্ণপুর গঙ্গানগর জিপির গঙ্গানগর নিকামা এমই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা প্রভারানি বর্মণ প্রয়াত হয়েছেন। গত ২২ মে শিলচরের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। এদিকে, প্রয়াত শিক্ষিকার মৃত্যুর খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার তাঁর গঙ্গানগর ষষ্ঠখণ্ডের বাড়িতে গিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেন ধলাই বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশ। এদিন গুয়াহাটি থেকে ফিরেই তিনি ছুটে যান গঙ্গানগর ষষ্ঠখণ্ড গ্রামে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা প্রভারানি বর্মণের বাড়িতে। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রয়াতের একমাত্র ছেলে অসীম বর্মণ ও আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেন। প্রয়াত শিক্ষিকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এক শোকবার্তায় বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশ বলেন কৈশোরে গঙ্গানগর নিকামা এমই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। এসময় প্রয়াত শিক্ষিকা প্রভারানি বর্মণের কাছ থেকে উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর শেখান শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তিনি বলেন, তাঁর শূন্য স্থান কোনওদিন পূরণ হবে না। আজ তিনি নেই রেখে গেছেন হাজারো গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী। যার মধ্যে তিনি একজন। বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশ বলেন, গত শুক্রবার তিনি মৃত্যু সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানের কারণে গুয়াহাটিতে ছিলেন, তাই আসতে পারেননি। আজ গুয়াহাটি থেকে ফিরেই এখানে এসেছেন। শেষে প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশ।

এদিকে, কর্মসংস্থানের জন্য গোয়ায় যাওয়ার জন্য বেরিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে ট্রেনে অসুস্থ হয়ে মৃত পালংঘাটের যুবক বিশ্বজিৎ নাথের বাড়িতে এদিন গিয়ে প্রয়াতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশ। সোনাবাড়িঘাটে স্কুটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া ভুবনডহর জিপির টুপিডহর গ্রামের দুই যুবক সোপ্পন রায় ও সুরেন্দ্র রায়ের বাড়িতে গিয়ে তিনি পরিবার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

মণিপুরে গ্রেফতার এক জঙ্গি সহ তিন

সাময়িক প্রসঙ্গ, ইম্ফল, ২৮ মে : মণিপুরে চাঁদাবাজি এবং অবৈধ মদের বিরুদ্ধে পরিচালিত পৃথক দুই অভিযানে সন্দেহভাজন 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (প্রগ্রেসিভ)' সংগঠনের ইউএনএলএফ (পি)-এর এক জঙ্গি ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

বৃহস্পতিবার সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার ২৬ মে চাঁদাবাজি এবং অবৈধ মদ উদ্ধারে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনী। পরিচালিত অভিযানে নিষিদ্ধ সংগঠন ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (প্রগ্রেসিভ)-এর সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্ত এক চাঁদাবাজকে লামলং এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিকে থাংজম হেইসনাম লৈকাই এলাকার বাসিন্দা হেইসনাম জিবান সিংহ (৫১) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। হেইসনাম জিবান বর্তমানে ক্ষেত্রে ট্রাইবাল মার্কেটের কাছে বসবাস করছিল।

তার হেফাজত থেকে বিপুল পরিমাণের অবৈধ মদ এবং একটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অধিকারিক সূত্রের খবর, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মধ্য-ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জঙ্গি-সংক্রান্ত চাঁদাবাজি দমনের উদ্দেশ্যে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবেই এই গ্রেফতার। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী লাংগোল এলাকায় আরও একটি তল্লাশি অভিযান চালায়। লাংগোল এলাকায় তল্লাশি অভিযানে স্থানীয় বাসিন্দা ও তাঁতশিল্পীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির মাধ্যমে কেড়ে নেওয়া ১৮টি কাঠের তাঁত মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি ৯ এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং তিন রাউন্ড সক্রিয় গুলিও উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের ধারণা, উদ্ধারকৃত তাঁত মেশিনগুলি ক্ষুদ্র তাঁতশিল্পী ও স্থানীয় পরিবারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ঐতিহ্যবাহী জীবিকার ওপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষের ওপর এ ধরনের চাঁদাবাজির অর্থনৈতিক প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, একই দিনে মণিপুর পুলিশ তেংনৌপাল জেলার পাললে মানিং লৈকাই এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণের 'ইন্ডিয়ান মেড ফরেইন লিকার' (আইএমএফএল) এবং স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত 'ডিআইসি' মজুত করার অভিযোগে দু-জনকে আটক করেছে।

আটকদের পরিচয় মৈরাংথেম তোম্বা সিংহ (২৬) এবং নাওরেম বেমবেম দেবী (৫১) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। অভিযানে ৩৭৫ মিলিলিটার ধারণক্ষমতার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৪৮৮ বোতল আইএমএফএল এবং ৭৫০ মিলিলিটারের ১১ শিশি ম্যাকডোয়েল'স্ ব্র্যান্ডের মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়া ৩৯৭ লিটার ডিআইসি মদও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

জনজাতিদের উন্নয়নে ত্রিপুরা সরকার বদ্ধপরিকর, গরিমা উৎসবে দাবি রাজ্যপালের

আগরতলা, ২৮ মে (সংবাদ সংস্থা) : জনজাতি সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত হল 'জনজাতি গরিমা উৎসব'। ভারত সরকারের 'জন ভাগিদারি অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে জনজাতি সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে একাধিক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে দুরবর্তী গ্রামগুলোতে প্রশাসনিক শিবির আয়োজনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা, শংসাপত্র প্রদানসহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, জনজাতি জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে চলেছে।

তিনি আরও জানান, সরকারের লক্ষ্য শুধুমাত্র উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন নয়, বরং জনজাতি সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মের সামনে তা তুলে ধরা। 'জনজাতি গরিমা উৎসব' সেই লক্ষ্য পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে মন্তব্য করেন তিনি। এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে এবং তাদের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে স্কলারশিপের টাকা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বর্তমানে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বলে তিনি দাবি করেন। মন্ত্রী জানান, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষেও জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের সময়মতো স্কলারশিপ প্রদানের জন্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য ও স্বনির্ভরতার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনজাতিদের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত, 'জন ভাগিদারি অভিযান'-এর অংশ হিসেবেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় 'জনজাতি গরিমা উৎসব' উপলক্ষে প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ শিবির আয়োজন করা হচ্ছে। জেলা শাসকদের তত্ত্বাবধানে আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে এই শিবিরগুলির মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এসটি শংসাপত্র, পিআরটিসি শংসাপত্র প্রদান, কৃষি ও মৎস্য সংক্রান্ত সহায়তা সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি সূত্রে দাবি, এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু জনজাতি পরিবার সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন এবং প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। 'জনজাতি গরিমা উৎসব'-এর মাধ্যমে একদিকে যেমন জনজাতি সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে, অন্যদিকে উন্নয়নের মূলস্রোতে জনজাতি সমাজকে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার প্রচেষ্টাও জোরদার হচ্ছে।

তিনের পাতার পর

অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তে অবৈধ

সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এসেছি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একাধিক অভিযোগ পৌঁছেছিল। সেই কারণেই জেলা প্রশাসন, নিরপেক্ষ বাহিনী, বন বিভাগের কনজারভেটর, বন আধিকারিক, পুলিশ, দণ্ডাধীশ এবং বর্ডার ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা করা হবে। কীভাবে কী হচ্ছে, তা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। আমরা ড্রোনও নিয়ে এসেছি।'

জানা গিয়েছে, ড্রোনের সাহায্যে নদী ও বনাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশে নজরদারি চালানো হচ্ছে। অবৈধ খননের বিস্তার, নদীর গতিপথের পরিবর্তন এবং বনভূমির ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে। স্থানীয় মানুষ ও পরিবেশপ্রেমীদের মতে, প্রশাসনের এই সরেজমিন পরিদর্শন এবং ড্রোন নজরদারি অবৈধ পাথর মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে বড় ধরনের পদক্ষেপের ইঙ্গিত বহন করছে। তবে শুধুমাত্র পরিদর্শন নয়, নিয়মিত অভিযান ও কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও তুলেছেন তাঁরা। পরিবেশবিদদের সতর্কবার্তা, যদি দ্রুত অবৈধ খনন বন্ধ না করা হয়, তাহলে দৈয়াং নদী এবং সংলগ্ন বনাঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পাশাপাশি সীমান্ত অঞ্চলের ভূগোলও পরিবর্তিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ এখন বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে স্থানীয় মহল।

আগরতলাগামী লরি থেকে বার্মিজ

ব্র্যান্ডের পানীয়জলের বোতল। তবে অত্যন্ত কৌশলে সেই বোতলের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বার্মিজ সিগারেট। দীর্ঘক্ষণ ধরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ দু'টি ভিন্ন ব্র্যান্ডের মোট চল্লিশ কার্টুন বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া সিগারেটগুলির কালোবাজারি মূল্য প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এত বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে লরির চালক ও সহচালককে আটক করেছে পানিসাগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম জুয়েল মিয়া ও বিজয় মগ। পুলিশ জানিয়েছে, উভয়ের বাড়িই ত্রিপুরায়। বর্তমানে তাদের থানায় আটক রেখে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। তদন্তকারীদের অনুমান, এর পেছনে একটি বড় আন্তঃরাজ্য পাচারচক্র সক্রিয় থাকতে পারে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃতদের শুক্রবার ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে তোলা হবে। পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, সেই দিকেও তদন্ত শুরু হয়েছে। নিষিদ্ধ বার্মিজ সিগারেট পাচারের বিরুদ্ধে পুলিশের এই বড়সড় অভিযানে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। একই সঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধ পাচার রুখতে আরও কড়া নজরদারির দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

'নিউ জীবন সাথী' নামে চালু হল

এলআইসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উভয় প্রকল্পের অধীনে ন্যূনতম বেসিক সাম অ্যাসিউরড রাখা হয়েছে ৩ লক্ষ টাকা। যদিও সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট নয়, তবে তা এলআইসির আন্ডাররাইটিং নীতির ভিত্তিতে অনুমোদিত হবে। পলিসিতে যোগদানের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর। গ্রাহকরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন 'ডেথ বেনিফিট অপশন' বেছে নেওয়ার সুযোগও পাবেন।

প্রকল্পগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল; পলিসি চলাকালীন প্রথম জীবনসঙ্গীর মৃত্যুর পরও দ্বিতীয় জীবনসঙ্গী বিমা সুরক্ষার আওতায় থাকবেন। পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অন্তত একজন বিমাকৃত ব্যক্তি জীবিত থাকলে বেসিক সাম অ্যাসিউরডের সঙ্গে গ্যারান্টিযুক্ত অতিরিক্ত অর্থও প্রদান করা হবে। অন্যদিকে, পলিসি চলাকালীন প্রথম মৃত্যুর ক্ষেত্রে ডেথ বেনিফিট এবং দ্বিতীয় মৃত্যুর ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হবে।

'নিউ জীবন সাথী-সিঙ্গল প্রিমিয়াম' পরিকল্পনায় গ্রাহককে একবারেই সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম জমা দিতে হবে। এই প্রকল্পে প্রতি বছর প্রতি এক হাজার টাকার বেসিক সাম অ্যাসিউরডের উপর ৭০ টাকা হারে গ্যারান্টিযুক্ত সংযোজন দেওয়া হবে। গ্রাহকরা নিজেদের সুবিধামতো বিভিন্ন পলিসি মেয়াদও নির্বাচন করতে পারবেন।

অন্যদিকে 'নিউ জীবন সাথী-লিমিটেড প্রিমিয়াম' পরিকল্পনায় ৫, ১০ অথবা ১৫ বছর পর্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই প্রকল্পে প্রতি বছর মোট বার্ষিক প্রিমিয়ামের ৭ শতাংশ হারে গ্যারান্টিযুক্ত সংযোজন প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রথম জীবনসঙ্গীর মৃত্যুর পর প্রিমিয়াম মকুবের বিশেষ সুবিধাও রাখা হয়েছে।

এলআইসি আরও জানিয়েছে, এই দুই প্রকল্পের অধীনে ঋণ সুবিধা, অতিরিক্ত রাইডার সংযুক্ত করার সুযোগ এবং পুরনো পলিসিধারী ও মৃত পলিসিধারী মনোনীতদের জন্য বিশেষ প্রিমিয়াম ছাড়ের ব্যবস্থাও রয়েছে। গ্রাহকরা চাইলে ম্যাচিউরিটি বা মৃত্যুজনিত সুবিধার অর্থ এককালীন না নিয়ে কিস্তিতেও গ্রহণ করতে পারবেন। এই নতুন পরিকল্পনাগুলি আগামী ১ জুন ২০২৬ থেকে সারা দেশে চালু হবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্ট, কর্পোরেট এজেন্ট, ব্রোকার, ইনস্যুরেন্স মার্কেটিং ফার্ম এবং অনলাইনে এলআইসির সরকারি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই পলিসি কেনা যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

সম্প্রীতির আবহে শ্রীভূমি জেলাসদরে

কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি হবিবুর রহমান চৌধুরী ও সম্পাদক দেওয়ান আব্দুল হেকিম চৌধুরী ঈদগাহ সংলগ্ন জাতীয় সড়কের দীর্ঘদিনের বেহাল অবস্থার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাঁরা জানান, ঈদের আগে একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না) বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন এবং জেলা কমিশনার প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী-র নির্দেশে সাময়িকভাবে রাস্তার কিছু সংস্কার কাজ করা হয়, যার ফলে ঈদের জামাতে আগত মুসল্লিদের কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। তাঁরা আরও জানান, পুরো বিষয়টিতে জেলা পুলিশ প্রশাসনও আন্তরিক সহযোগিতা করেছে। বিশেষ করে সিনিয়র পুলিশ সুপার লীনা দোলে বারবার যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছেন। এজন্য ঈদগাহ কমিটির পক্ষ থেকে প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

শান্তিপূর্ণভাবে শিলচরে পালিত

বৃহৎ ঈদের জামাত। এখানে ঈদের নামাজ পরিচালনা করেন শিলচর বড় মসজিদের প্রধান খতিব মওলানা সাব্বির আহমদ লস্কর। নামাজের পূর্বে তিনি ঈদ-উজ-জোহার তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আত্মত্যাগ, সংযম, মানবতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের শিক্ষাই ঈদ-উজ-জোহার মূল বার্তা। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তি ও পারস্পরিক সহমর্মিতা বজায় রাখারও আহ্বান জানান তিনি। প্রধান খতিবের বক্তব্যের আগে ইটখলা ঈদগাহ মসজিদের ইমাম মওলানা সাদিক আহমদ লস্করও হজ এবং ঈদ-উজ-জোহার তাৎপর্য নিয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। নামাজ শেষে বিশ্ব শান্তি, দেশের অগ্রগতি, জাতীয় সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখার উদ্দেশে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্তি এবং মানবকল্যাণ কামনাতেও দোয়া করা হয়। এছাড়াও শিলচর শহরের বিভিন্ন মসজিদ ও ঈদগাহ ছাড়াও হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, লালা, বদরপুর, কাটিগড়া, সোনাই, উদারবন্দ, পাথারকান্দি সহ বরাক উপত্যকার সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সর্বত্রই শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা তুলে ধরা হয় খুতবা ও মোনাজাতে। প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। পুলিশ ও প্রশাসনের নজরদারির মধ্যেই গোটা বরাক উপত্যকায় সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে।

মুম্বইয়ের মালাড হত্যাকাণ্ডের

পরিবারের সদস্যরা। পরে গ্রামরক্ষী বাহিনী, হোজাই জেলা পুলিশের ডিএসপি, মোরাঝাড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং দেবস্থান পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সমন্বিত প্রচেষ্টায় অভিযুক্তকে উদ্ধার করে হোজাইয়ে আনা হয় এবং পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার ধৃত সামসুদ্দিনকে হোজাই আদালতে হাজির করানোর পর অধিক তদন্তের স্বার্থে ট্রানজিট রিমান্ডে মুম্বই পুলিশের হেফাজতে তুলে দেওয়া হয়। মুম্বই পুলিশ অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। উল্লেখ্য, কর্মসূত্রে প্রায় তিন বছর আগে মুম্বইয়ে যাওয়া সামসুদ্দিন একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কলকাতার বাসিন্দা সেলিমা খাতুন ওরফে পিংকির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিয়ের পর থেকেই দু'জনের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল।

অন্যদিকে, মোরাঝাড়ে সামসুদ্দিনের আগে থেকেই এক স্ত্রী ও চার সন্তান রয়েছে বলেও জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার আরও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে মুম্বই পুলিশ।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে

অসম সরকারি চাকরিতে চা-জনগোষ্ঠীর প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। চা-জনগোষ্ঠীর প্রার্থীদের জন্য বিশেষ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা এবং শিক্ষাগত ও যোগ্যতার মানদণ্ডে প্রয়োজনীয় শিথিলতা প্রদান করা। ভারতীয় চা মজদুর সংঘ, বরাক ভ্যালি ইউনিটের স্থায়ী কার্যালয়ের জন্য জমি বরাদ্দ করা। ভারতীয় চা মজদুর সংঘ বরাকভ্যালি শাখার সাধারণ সম্পাদক কাঞ্চন সিং কুর্মি জানান, মুখ্যমন্ত্রী দাবিগুলির প্রতি ইতিবাচক আশ্বাস প্রদান করেন এবং খুব শীঘ্রই পুনরায় আলোচনার জন্য প্রতিনিধি মণ্ডলকে ডাকার আশ্বাস দেন, যাতে বরাক উপত্যকার চা-বাগান শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। ভারতীয় চা মজদুর সংঘ, বরাক ভ্যালি ইউনিটের স্থায়ী কার্যালয়ের জন্য জমি বরাদ্দের আবেদনও জমা দিয়েছে। কারণ ১৯৬৭ সাল থেকে সংগঠনটি ভাড়াবাড়ি থেকে চা-বাগান শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করে আসছে।

কংগ্রেসের নুন খেয়েছি, বিজেপিতে

কী কারণে দলকে এভাবে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে, তার কারণ খুঁজে বার করতেই হবে। কারণ খুঁজে বার না করে, কাউকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। খুব শীঘ্রই পরাজয়ের কারণগুলি খুঁজে বার করা হবে। এরপর কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন হাইকমান্ডই।'

এদিকে বিজেপির তরফে বলা হয়েছে, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব নেওয়া উচিত দেবব্রত শইকিয়াকে। এনিয়ে প্রশ্ন করায় প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বলেন, 'প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বে কে থাকবেন, তা নিয়ে বিজেপির চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই। সিদ্ধান্ত নেবে হাইকমান্ড।' ফের প্রশ্ন ওঠে, সভাপতির দায়িত্ব নেবেন কি? প্রত্যুত্তরে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বলেন, 'এখনও পর্যন্ত কোনও দায়িত্ব থেকে পিছ পা হইনি।' এই মন্তব্যে যা বোঝানোর, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন দেবব্রত। অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরীকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, যোগ্য ব্যক্তিকেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরী। তিনি বলেন, কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দল। হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতি করে না কংগ্রেস। সব জাতি-জনগোষ্ঠীর হয়ে কংগ্রেস সবসময় সরব। তাই নতুন বিরোধী দলনেতা নিশ্চয় অসমের স্বার্থেই কাজ করবেন। সরব হবেন রাজ্যের উন্নয়ন নিয়েও।

রামকৃষ্ণনগরে পুলিশের বড় সাফল্য

রয়্যাল এনফিল্ড মোটর সাইকেল এবং দু'টি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছেন পুলিশ কর্তারা। আটকের পর তাদের রামকৃষ্ণনগর থানায় নিয়ে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয় এবং পরবর্তীতে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধৃতদের ও বাজেয়াপ্ত সোনা পরবর্তী তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থার জন্য কাস্টমস (শুল্ক) বিভাগের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অসম ও মিজোরামের সীমান্তবর্তী এই দুর্গম এলাকাকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরেই একটি আন্তর্জাতিক সোনা পাচার চক্র সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, যার শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই চক্রের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র এবং উদ্ধার হওয়া সোনার আসল উৎস সন্ধান করতে কাস্টমস বিভাগ ও পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত আরও জোরদার করেছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় পুলিশের এই অভিযানের ফলে পাচারকারী চক্রটি বড়সড় ধাক্কা খেল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল, এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

উপেন্দ্র বরকটকীকে অসম সাহিত্য

সম্পাদক দেবজিৎ বরাই সূত্র ধরা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক বরকটকীকে বঁটা প্রদান করে অসম সাহিত্য সভার উপ-সভাপতি পদুম রাজখোয়া বলেন যে 'সমাজের যে সকল গুণী ব্যক্তি নিজের কর্ম এবং সৃষ্টির মাধ্যমে অসমিয়া জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি করেছেন, অসমিয়া ভাষা সাহিত্যের ভাণ্ডার উজ্জ্বল করেছেন, তাদের স্বীকৃতি দেওয়া, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এইসব কাজগুলো সকলের একটি সামাজিক দায়িত্ব। আজ সেই দায়িত্ব পালন করে বিশিষ্ট সাহিত্যিক চিন্তাবিদ উপেন্দ্র বরকটকীকে অসম সাহিত্য সভার ২০২৫-২৬ বর্ষের সভাপতির বিশেষ সাহিত্য সম্মান প্রদান করা হয়েছে। এই সম্মান প্রদান করে অসম সাহিত্য সভা গৌরবান্বিত হয়েছে। সাহিত্যিকের নগাঁও রত্নপুরের বাসগৃহে এসে আমি পরম কৃতজ্ঞতায় তাঁর হাতে সেই সম্মান তুলে দিয়েছি এবং ভগবানের শ্রীচরণে তাঁর সর্বময় কল্যাণ প্রার্থনা করেছি।' অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রধান সম্পাদক দেবজিত বরা বলেন যে উপেন্দ্র বরকটকীয়ে অসমিয়া জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন। লামডিঙের মত স্থানে অসম সাহিত্য সভার ধ্বজা উড়িয়ে রাখতে একদিন মুখ্য ভূমিকা নেওয়া একসময়ের সাংবাদিক বরকটকীয়ে বিভিন্ন ধরনের অসম সাহিত্য সভাকে শক্তিশালী করেছেন। তারই স্বীকৃতি হিসাবে আজ অসম সাহিত্য সভার সভাপতির বিশেষ সাহিত্য সম্মান তাঁকে দেওয়ায় সবাই আনন্দ পেয়েছেন। এটি তাঁকে জাতির সম্মান বলে মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, কয়েকদিন পূর্বে অসম সাহিত্য সভার গুয়াহাটি কার্যালয়ে ভগবতী প্রসাদ বরুয়া ভবনে অসম সাহিত্য সভাই আয়োজন করেছিল একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান । সেই অনুষ্ঠানে লেখক পুষ্প গগৈ, পুলিশসুপার নুমল মাহাতোকে সম্মানিত করা হয়েছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কারণে উপেন্দ্র বরকটকী সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে যেতে না পারায় আজ অসম সাহিত্য সভার উপ-সভাপতি পদুম রাজখোয়া এবং প্রধান সম্পাদক দেবজিৎ বরার নেতৃত্বে স্থায়ী বিত্তীয় নিধির আহ্বায়ক গোবিন্দ কলিতা, কুঁহি উপ-সমিতির আহ্বায়ক প্রশান্ত শইকিয়া, কামরূপ মহানগর জেলা সাহিত্য সভার সভাপতি প্রফুল্ল বর্মন, নগাঁও আঞ্চলিক কার্যালয়ের সম্পাদক রেবত হাজরিকা, নগাঁও জেলা সাহিত্য সভার সম্পাদক রাজীব কুমার হাজরিকা, নগাঁও জেলা সাহিত্য সভার কবি সম্মেলন উপ-সমিতির আহ্বায়ক মনোজকুমার শর্মা, সাংগঠনিক সম্পাদক কুমুদ বরা, কার্যালয় সম্পাদক অধর ঠাকুরিয়া তার নগাঁওয়ের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাকে সভাপতির বিশেষ সাহিত্য সম্মান প্রদান করেন। এই পুরস্কারে আছে একটি গামছা, কার্বি আদরণি বস্ত্র, ফুলম ঝাঁপি, বই, স্মারক, সভার প্রতীক পট এবং মানপত্র। অসম সাহিত্য সভার সভাপতি ড. বসন্ত গোস্বামী কিছু সময় দূরভাষে উপস্থিত থেকে সাহিত্যিকজনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে নগাঁওয়ের সাংবাদিক সকলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পুত্র অধ্যাপক অরিন্দম বরকটকী এবং পরিবারবর্গ। অসম সাহিত্য সভার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অসম সরকারের ২০০৫ সনের সাহিত্যিক পেনশনপ্রাপ্ত বরকটকীয়ে প্রায় পঞ্চাশটি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও টিউটরের

থাকলো ১০,৮০০ টাকার মজুরি পাওয়া টিউটরদের সমস্যাটি। শাসক -বিরোধী কোনও একজন বিধায়কের মুখে বিধানসভার ভিতরে-বাহিরে শোনা গেল না টিউটরের সমস্যাটির কথা। ফলে এখন রাজ্যের টিউটরদের চরম হতাশা এবং দুর্ভাবনা ঘিরে ধরা পরিলক্ষিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিগত ২০২১ বর্ষের ৩০ জানুয়ারিতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রাথমিক এবং মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে বছর বছর ধরে কর্মরত অবস্থাতে থাকা ৪৫২১ জন শিক্ষককে টিউটর নিযুক্তি দিয়ে তাদের সেবা নিয়মিত করেছিল। অসম শিক্ষা (শিক্ষক সেবার প্রাদেশিকীকরণ এবং শিক্ষানুষ্ঠানের পুনর সংগঠন) অধিনিয়ম ২০১৭ অনুসারে তাদের নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, টিউটর হিসাবে চাকরি নিয়মিত করা এই সকল শিক্ষককে ১৯৯১-১৯৯৯ সালের মধ্যে ভিতরে শিক্ষা বিভাগই নিযুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইলিগাল-ইরেগুলার শিক্ষক হিসাবে ঝুলে রয়েছিল এই শিক্ষকরা। সুদীর্ঘ বছর আন্দোলন-দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিশেষ পদক্ষেপে এই শিক্ষকদের মধ্যে যাদের বৃত্তিগত যোগ্যতা আছে তাদের শিক্ষক হিসাবে এবং বাকি সকলকে টিউটর হিসাবে চাকুরি নিয়মিত করে নিযুক্তি দেওয়া হয়। টিউটরদের মাসিক পারিতোষিক নির্ধারণ করা হয় মাত্র ১০,৮০০ টাকা। অবশ্য এই টিউটরদের মধ্যে অনেকের ইতোমধ্যে মৃত্যু হয়েছে এবং অন্য অনেকেই ইতোমধ্যে অবসর গ্রহণ করেছেন। এই সকল টিউটরকে এক মডেটেড টিউটর বলে বলা হয়। অন্যদিকে একটিই বছর (২০২১) জানুয়ারি মাসে রাজ্য সরকারে ২০১৭ সনের প্রাদেশিকীকরণ আইন অনুসারে প্রদেশিকীকরণ করে হাজার হাজার ভেঞ্চার শিক্ষানুষ্ঠানে কর্মরত ৯৮৯৫ জন শিক্ষককে টিউটর হিসাবে চাকরি নিয়মিত করেছিল। তাদের মধ্যে একাংশ এলপি, এমই, হাইস্কুল,উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এমনকি জুনিয়র মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিল। তাদের পারিতোষিক ১০,৮০০ টাকা থেকে ১৬ হাজার টাকার ভিতরে ছিল। যে সময়ে সমূহ ভেঞ্চার শিক্ষানুষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষককে টিউটর হিসাবে তাদের সেবা নিয়মিতকরণ করা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে তাদের তীব্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই মাস পূর্বে রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগে এক নির্দেশ যোগে প্রাদেশীকৃত টিউটর সকলের মাসিক পারিতোষিক মাত্র বারোশ টাকা বৃদ্ধি করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সামান্য পারিতোষিক বৃদ্ধির থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ২০২১ সালের ৩০ জানুয়ারিতে নিযুক্তি দেয় ৪৫২১ জনের এক মডেটেড টিউটর। ২০২৭-২০২৮ বর্ষে এই টিউটর সকলের অধিকাংশই অবসর গ্রহণ করবেন। বিগত বর্ষে অসম সরকার রাজ্যের টিউটরদের মজুরি প্রতি বছরে ছয় শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যদিও দু'টি বিত্তীয় বর্ষ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সরকারের সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হলো না। সরকারের সদিচ্ছার উপরে ঝুলে রয়েছে রাজ্যের হাজার হাজার টিউটরের ভবিষ্যৎ।

সুইডেনে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে

কেমোরেডিওথেরাপির পর গিলতে পারার ক্ষমতার বস্তুনিষ্ঠ)। এই সম্মেলনে সমগ্র ভারত থেকে মোট ছয় জন নিজেদের গবেষণাপত্র উপস্থাপনা করেন। ডাঃ চক্রবর্তী বর্তমানে গুয়াহাটির ডাক্তার বি বড়ুয়া কর্কট প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র রেসিডেন্ট ডক্টর হিসেবে কর্মরত। তিনি বদরপুরের শ্রীগৌরী গ্রামের সত্যব্রত চক্রবর্তী ও লিপিকা চক্রবর্তীর সুযোগ্য সন্তান।

ডাঃ চক্রবর্তী এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য শ্রীগৌরী সহ গোটা বদরপুরে খুশির জোয়ার বইছে। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির সভাপতি দিলীপ দেব, উত্তর-পূর্ব সমবায় সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান অলক চক্রবর্তী, আইনজীবী তরুণ চক্রবর্তী, এভারগ্রিন শ্রীগৌরীর সচিব এরশাদ উদ্দিন তাপাদার, মুজাক্কির হোসেইন, সমিত চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

রাজস্থানের যোধপুরে নারী

ইনচার্জ সঞ্চিতা শুক্লা। বক্তারা বলেন, দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রশাসনের নীরবতা অপরাধীদের আরও উৎসাহিত করছে। বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সংগঠনের নেতৃত্ব।

কাটলিছড়া চা-বাগানের নাচঘর ভাঙা নিয়ে বিতর্ক, পুনর্নির্মাণের দাবি

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ২৮ মে : হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া চা বাগানের ঐতিহ্যবাহী নাচঘর ভাঙাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আলোচনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের আওতায় সরকারি কাজের জন্য নাচঘর ভাঙা হলেও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সরকারি ফলক লাগানো হয়নি। পাশাপাশি প্রশাসনিকভাবে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে কিংবা কবে কাজ শুরু হবে, সে বিষয়েও স্পষ্ট তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিজেপি নেত্রী আরাধনা রায়-এর উদ্যোগে নাচঘরটি ভেঙে ফেলা হয়। এলাকাবাসীর দাবি, নাচঘরটি এখনও মোটামুটি ভালো অবস্থায় ছিল। ভাঙার পর চালের টিন, কাঠ ও ফ্লোরের ইটসহ বহু সামগ্রী ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় ছিল বলেও তারা জানান। অভিযোগ উঠেছে, নাচঘরের চালের টিন বাগান মালিক পক্ষ নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে আরাধনা রায় জানান, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায় নাচঘরের পুনর্নির্মাণের জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণকাজ শুরু হবে। তবে বাগান এলাকার সাধারণ মানুষের বক্তব্য, গত ৪ মে ভোটগণনার আগেই নাচঘরটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অথচ প্রায় দু'বছর আগে কাটলিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সংস্কারের জন্য পাঁচ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

ফলে সদ্য সংস্কার হওয়া নাচঘর ভেঙে দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে সরকারি অর্থের অপচয় নিয়ে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে করোনা মহামারির সময় কাটলিছড়া বাগান বাইপাস সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে ব্যবসায়ীরা নিজেরাই বাজার স্থানান্তর করেন। পরে জেলা প্রশাসন বাজার সরানোর নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর হয়নি। বর্তমানে বাইপাস চৌমাথায় বাজার জমজমাট অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে, নাচঘরের আশপাশ এখন অনেকটাই নীরব ও জনশূন্য। নাচঘরের একাংশে আগে ব্যবসায়ীরা দোকান চালালেও বর্তমানে অনেকেই ভাড়া ঘরে ব্যবসা করছেন। ব্রিটিশ আমল থেকে শতবর্ষেরও বেশি সময় ধরে এই নাচঘর ছিল চা বাগান শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে যাত্রাপালা, পৌরাণিক নাটক এবং দুর্গাপূজা ও বাসন্তী পূজার মতো অনুষ্ঠান আয়োজন করা হত। স্থানীয়দের মতে, ডিজিটাল যুগের প্রভাবে বরাক উপত্যকার বহু চা-বাগানের নাচঘরের মতো কাটলিছড়ার নাচঘরও এখন অতীতের স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূত্রের খবর, বিধায়ক মিলন দাস ২৯ মে হাইলাকান্দি সফরে আসার পর জেলা প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে কাজের সূচনা করতে পারে। তবে ৩৫ লক্ষ টাকার প্রকল্পে কী ধরনের মডেলে নতুন নাচঘর তৈরি হবে, তা এখনও সরকারি নথিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

কৃত্রিম বন্যা : ব্রজেন্দ্র রোডে সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে মাঠে পুরসভা

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২৭ মে : কৃত্রিম বন্যা থেকে ব্রজেন্দ্র রোডবাসীকে পরিত্রাণ প্রদানে এবার মাঠে নামল পুরসভা। পুরসভার আবেদনে সরকারি জমি জবরদখল মুক্ত করতে বুধবার ব্রজেন্দ্র রোড এলাকায় মাপজোখ করা হয়। সদর সার্কল অফিসারের উপস্থিতি শতাব্দী প্রাচীন ম্যাপ নিয়ে এলাকার কিছু ঘরবাড়ি চিহ্নিত করেন কর্মীরা। তবে নির্ধারিত একস্থান থেকে নয়, মধ্যভাগ থেকে যেমনখুশি তেমনি মাপজোখ করে লাল চিহ্ন বসিয়েছেন সার্কল অফিসের কর্মীরা বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে শ্রীভূমি শহরের সিংহভাগ এলাকায় কৃত্রিম বন্যায় ডুবে যায়। বিশেষ করে নালা নর্দমা বন্ধ থাকায় জমাজলে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। শহরের ব্রজেন্দ্র রোড এলাকায় বার বার জমাজল ঘরবাড়িতে প্রবেশ করে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দেয়। বাধ্য হয়ে স্থানীয়রা আন্দোলনে নামেন এবং টনক পড়ে পুরসভায়। শুরু হয় নালা নর্দমা সাফাই করার কাজ। গত ২৫ মে পুরসভার তরফে সদর সার্কল অফিসারের কাছে পত্র যোগে ব্রজেন্দ্র রোড, রমণীরোড এলাকায় সরকারি জমি জবরদখল মুক্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানানো হয়। পুরসভার তরফে বিজ্ঞপ্তি মারফর স্থানীয়দের অবগত করা হয় যে সরকারি জমির উপর যেসব ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও বাড়ির দেয়াল অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছে সেগুলো তিনদিনের মধ্যে সরিয়ে দিতে। অন্যথায় ভেঙে দেওয়া হবে।

ব্রজেন্দ্র রোড এলাকায় চলছে জরিপের কাজ।

বুধবার পুরনো ম্যাপ নিয়ে সার্কল অফিসের কর্মীরা ব্রজেন্দ্র রোড এলাকায় ছুটে আসেন এবং মাপজোখ করে কিছু বাড়িতে লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেন। তবে ব্রজেন্দ্র রোডের একপ্রান্ত থেকে নয়, মধ্যভাগ থেকে জরিপ শুরু করায় রীতিমতো এলাকায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সার্কল অফিসের কর্মীরা সবকিছু ভালোভাবে না জেনে বা পুরসভার নির্দেশে কি উল্লেখ রয়েছে তা না বুঝে ইচ্ছেখুশি জরিপের কাজ করছেন বলে অভিযোগ করেন সবাই। বলেন, পুরসভার নির্দেশে এলাকার প্রাক্তন চিত্রবাণী সিনেমা হল থেকে এমএমসি রোড পর্যন্ত পথের দু'পাশ, প্রয়াত আশুতোষ দাস পুরকায়স্থের বাসভবনের পিছন থেকে ব্যবসায়ী সঞ্জীব বণিকের দোকানের পিছন অংশ এবং তিলকচান্দ রোডের শনিমন্দিরের সম্মুখস্থল থেকে ইএন্ডডি বাঁধ পর্যন্ত দু'পাশ জবরদখল মুক্ত করার বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও ব্রজেন্দ্র রোডের মধ্যভাগ থেকে জরিপ শুরু করে লাল দাগ কেন বসালেন সে প্রশ্ন তোলেন সবাই। যদিও সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন সার্কল অফিসার কর্মীরা। অন্যদিকে, পুরপতি রবীন্দ্র চন্দ্র দেব জানান নিয়ম মেনে দু'পাশে জরিপ করা হবে। তিনদিন এলাকায় সরকারি জমি জবরদখল মুক্ত করতে জরিপের কাজ চলবে এবং এরপর উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবে। সবাইকে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানান পুরপতি রবীন্দ্র চন্দ্র দেব এবং উপপুরপতি সুখেন্দু দাস।

বড়খলায় শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ-উজ-জোহা পালিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ২৮ মে : সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বড়খলায় শান্তিপূর্ণভাবে ত্যাগের উৎসব ঈদ-উজ-জোহা পালিত হল। দুই রাকাত নামাজ খোলা আকাশে অর্থাৎ ঈদগাহে আদায় করা হয়। সাত সকালে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাইকে নতুন জামা কাপড় পরিধান করে বিশেষ নামাজ আদায়ের উদ্দেশে ঈদগাহ ময়দানে ছুটতে দেখা গেছে। তবে বড়খলার বেশিরভাগ ঈদগাহে বৃষ্টির জন্য নামাজ আদায় হয়নি। মসজিদে ঈদ-উজ-জোহার নামাজ আদায় করা হয়েছে।

এদিকে, সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐতিহ্যবাহী তারাপুর দেওয়ারের মোকাম মসজিদে বৃহস্পতিবার ঈদ-উজ-জোহার নামাজ অনুষ্ঠিত হল। নামাজের পুর্বে ঈদ-উজ-জোহার গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে আলোচনা করেন তারাপুর দেওয়ারের মোকাম মসজিদের শাহী ইমাম হাফিজ মওলানা আফজল হোসেন লস্কর। তিনি নামাজ শেষে বিশ্বশান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করেন। নামাজ শেষে একে অন্যের সঙ্গে আলিঙ্গন করতে দেখা গেছে। তারাপুর দেওয়ারের মোকামে কবর জিয়ারত করতে দেখা গেছে। এছাড়া বড়খলা আলফালাহ, বড়খলা ঈদগাহ, ভাঙ্গারপার, দক্ষিণ ভাঙ্গারপার, ছেছরি ইসলামিয়া ঈদগাহ, বুড়ি ফাইল ইসলামিয়া, বুড়িবাইল মোহনপুর ঈদগাহ, চান্দপুর পুড়ানাকো মসজিদে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঈদ-উজ-জোহার নামাজ আদায় করা হয়। নামাজ শেষে একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন সহ প্রয়াত পূর্বপুরুষদের কবর জিয়ারত করতে দেখা গেছে। এছাড়া নামাজ শেষে ঈদ-উজ-জোহার অন্যতম রুকন পশু কোরবানি এবার সরকারি নিষেধাজ্ঞায় গরুর পরিবর্তে ছাগল, ভেড়া দ্বারা আদায় করা হয়।

তবে বড়খলার কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। বড়খলার ওসি কুলেন্দ্র কুমার হুজুরি বড়খলার সর্বত্র চষিয়ে বেড়িয়েছেন। এক কথায় বড়লায় শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ-উজ-জোহা পালিত হয়েছে।

বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শ্রীভূমিতে নাগরিক সভা শুক্রবার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২৮ মে : উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার শ্রীভূমি শহরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলমান জলনিকাশির অব্যবস্থা এবং সড়ক, মহাসড়ক ও পুর এলাকার রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এই সমস্যায় জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ এবং নাগরিক মতামত গ্রহণের উদ্দেশে আগামী ২৯ মে শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটায় রামকৃষ্ণ মিশন রোডস্থিত বঙ্গভবন (বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতিভবন)-এ এক গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সভা আহ্বান করা হয়েছে।

উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমেদ (পান্না) উদ্যোগে আহূত নাগরিক সভার আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন সতু রায়, সুব্রত পাল, সুলেখা দত্তচৌধুরী, রামেন্দ্র ভট্টাচার্য, আতিকুল বারী চৌধুরী, পূর্ণিমা চৌধুরী, চন্দন চক্রবর্তী, মনোলীনা নন্দীরায়, নির্মল দে, মিহির দেবনাথ এবং জ্যোতিষ পুরকায়স্থ। সভায় উপস্থিত থেকে নাগরিকদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানানো হয়েছে। নাগরিক মহলে এই সভাকে শহরের দীর্ঘদিনের অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধান খোঁজার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

শিবসেনার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পুনর্নিযুক্ত হাইলাকান্দির সঞ্জিত দেবনাথ

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৭ মে : বালাসাহেব ঠাকরে প্রতিষ্ঠিত এবং মহারাষ্ট্রের বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পুনর্নিযুক্ত হলেন হাইলাকান্দির সঞ্জিত দেবনাথ। তাঁকে বরাক উপত্যকা প্রমুখ এবং শিবসেনা প্রভাবক সংঘের রাষ্ট্রীয় সচিব পদে পুনরায় দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শিবসেনার রাষ্ট্রীয় সমিতির উপনেতা তথা শিবসেনা প্রভাবক সংঘের সংস্থাপক সভাপতি অনিল পাডওয়াল আনুষ্ঠানিকভাবে সঞ্জিত দেবনাথের হাতে পুনর্নিয়োগপত্র তুলে দেন। এই পুনর্নিয়োগকে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকার শিবসেনা কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই সংগঠনের আদর্শ ও সাংগঠনিক কার্যকলাপকে সামনে রেখে সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছেন সঞ্জিত দেবনাথ। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত 'ছত্রপতি শিবাজী সাংস্কৃতিক মঞ্চ'-এর বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরও প্রশংসা করেছে শিবসেনার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বিশেষ করে বরাক উপত্যকায় সংগঠন বিস্তারে তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে দলীয় নেতৃত্ব সন্তোষ প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ১ অক্টোবর থেকে শিবসৈনিক হিসেবে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সঞ্জিত দেবনাথ। শিবসেনা প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব ঠাকরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছেন।

গোলালিয়া ঈদগাহে ঈদ-উজ-জোহার নামাজে ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা

খুৎবা পাঠ করছেন মওলানা আফজল হোসেন লস্কর।

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৮ মে : হাইলাকান্দি জেলার ঐতিহ্যবাহী গোলালিয়া ঈদগাহ ময়দানে পবিত্র ঈদ-উজ-জোহার নামাজ অত্যন্ত ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও উৎসবমুখর আবহে অনুষ্ঠিত হয়। ভোর থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ঈদগাহ ময়দানে সমবেত হতে শুরু করেন। আকাশে মেঘলা আবহাওয়া ও মাঝেমধ্যে হালকা বৃষ্টির আশঙ্কা থাকলেও ঈমানি আবেগ ও ধর্মীয় অনুভূতির টানে মুসল্লিদের উপস্থিতিতে পুরো ঈদগাহ ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ঈদের নামাজ পরিচালনা করেন উত্তরপূর্ব ভারত ফেকাহ কাউন্সিলের সম্পাদক, বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ড. মওলানা জালালউদ্দিন চৌধুরী। সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ঈদের নামাজ শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি কোরআন ও হাদিসের আলোকে জাতির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ, হৃদয়স্পর্শী ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

বক্তব্যে তিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে মুসলিম সমাজ বিভিন্নভাবে বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ছে। জাতিকে সকল ভেদাভেদ ভুলে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মুসলমানরা যদি আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ)-এর দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, তবে সমাজে শান্তি, ন্যায় ও মানবতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেন, ইসলাম কখনো হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার শিক্ষা দেয় না। ইসলাম হচ্ছে শান্তি, সহনশীলতা ও মানবতার ধর্ম। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদিস উল্লেখ করে তিনি মুসলমানদেরকে মানবিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সহমর্মিতার শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান। ড. মওলানা জালাল উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ইসলাম অন্য ধর্ম ও জাতির মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দিয়েছে। তিনি বলেন, ভারত একটি বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও বহু ধর্মের দেশ। এই দেশের ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। একজন প্রকৃত মুসলমান কখনো সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে না। নিজ বক্তব্যে তিনি যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, মাদকাসক্তি, সামাজিক হিংসা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেও কঠোর সতর্কবার্তা প্রদান করেন। মোনাজাতে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর শান্তি, অগ্রগতি, সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। নামাজ শেষে মুসল্লিদের মধ্যে ঈদের শুভেচ্ছা ও কোলাকুলির এক আবেগঘন দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিন পর একে অপরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় অনেকেই আনন্দ ও আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। ঈদগাহ ময়দানে ছোট শিশুদের উপস্থিতি উৎসবের আনন্দকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করেও বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসল্লির উপস্থিতি গোলালিয়া ঈদগাহ ময়দানের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় গুরুত্বকে আরও একবার প্রমাণ করে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দি জেলা এমারতে শরয়ীয়া ও নদওয়াতুত তামিরের সম্পাদক মওলানা কামরুল ইসলাম বড়ভুইয়া, মওলানা ফয়েজ আহমেদ লস্কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী মুজিবুর রহমান বড়ভুইয়া, ইউসুফ আলি লস্কর, ফয়েজ আহমেদ লস্কর, ফরিজ আহমেদ লস্কর সহ বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

১১৪ নং লক্ষীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বুথকেন্দ্রিক ফলাফল

ক্রমিক নং	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র	এম শান্তি কুমার সিংহ	কৌশিক রায়	মোট বৈধ ভোট	বাতিল ভোট	নোটা	সর্বমোট
		কংগ্রেস	বিজেপি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫১	ফাইরা সিংহ মণিপুরি এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৫৪	৪৮৫	৫৩৯	০	১২	৫৫১
৫২	কনকপুর সরকারি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১০৭	৪৬৪	৫৭১	০	৭	৫৭৮
৫৩	১৬১৯ নং কনকপুর ৪ নং বস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২	৪৫৭	৫৭৯	০	১১	৫৯০
৫৪	সুভাষনগর মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	৫১১	৩০৩	৮১৪	০	২৫	৮৩৯
৫৫	সুভাষনগর মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	৬৭৯	২১১	৮৯০	০	১২	৯০২
৫৬	১৪৭৪ নং নন্দচাযা প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	২১০	৪০০	০	৮	৪০৮
৫৭	বালাধন গার্ডেন এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৬২	৮৮৮	৯৫০	০	২৬	৯৭৬
৫৮	বালাধন গার্ডেন এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	১১২	৮৪৫	৯৫৭	০	২০	৯৭৭
৫৯	বালাধন গার্ডেন এলপি স্কুল (৩ নং কক্ষ)	৮৬	৬১৯	৭০৫	০	১২	৭১৭
৬০	বালাধন গার্ডেন এলপি স্কুল (৪ নং কক্ষ)	১৩৯	৩০৬	৪৪৫	০	৫	৪৫০
৬১	৪৩৩ নং কৃষ্ণ নগর নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	১২০	৬১০	৭৩০	০	১৪	৭৪৪
৬২	৪৩৩ নং কৃষ্ণ নগর নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	৬১৯	২২৬	৮৪৫	০	১৯	৮৬৪
৬৩	১৪৭৩ নং নুতন চন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৬	১৪৫	৫৩১	০	১২	৫৪৩
৬৪	মুনিশ্বর বর্মণ পাবলিক এমই স্কুল (১ নং কক্ষ)	১৭৪	৬৫৭	৮৩১	০	২৩	৮৫৪
৬৫	মুনিশ্বর বর্মণ পাবলিক এমই স্কুল (২ নং কক্ষ)	২১১	৬৫১	৮৬২	০	১২	৮৭৪
৬৬	১০০৭ নং উত্তর ধলইছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৭	২৭১	৩২৮	০	৩	৩৩১
৬৭	হরিনগর সরকারি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	১০৫	৬৮৫	৭৯০	০	১৬	৮০৬
৬৮	হরিনগর সরকারি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	৫০	২৬৯	৩১৯	০	৪	৩২৩
৬৯	৪৩১ নং পুটাছড়া নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৭	৯৫২	১০২৯	০	৯	১০৩৮
৭০	ইন্দ্রসিং রাজবংশি পাবলিক হাইস্কুল (১ নং কক্ষ)	৬২	৪৫০	৫১২	০	১৩	৫২৫
৭১	ইন্দ্রসিং রাজবংশি পাবলিক হাইস্কুল (২ নং কক্ষ)	৬৭	৫৬০	৬২৭	০	১৮	৬৪৫
৭২	১০৫৩ নং উত্তর দিঘলি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	৩৯	৪৮১	৫২০	০	৯	৫২৯
৭৩	১০৫৩ নং উত্তর দিঘলি প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	১৯০	২৮৭	৪৭৭	০	৭	৪৮৪
৭৪	১১ নং কুমাছড়া নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	৪৪	৫৭৩	৬১৭	০	৪	৬২১
৭৫	১১ নং কুমাছড়া নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	৩৮	৬২৮	৬৬৬	০	৫	৬৭১
৭৬	৯১১ নং দিগলং মার এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৫৪৯	২৬৬	৮১৫	০	১৪	৮২৯
৭৭	৯১১ নং দিগলং মার এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৩০৯	৪৬৩	৭৭২	০	৬	৭৭৮
৭৮	মৌল্টলোঙ মার এমভি স্কুল	১৩২	৪১৯	৫৫১	০	৭	৫৫৮
৭৯	৯৭৩ নং তোলপুই মার নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০	৪৩৭	৪৫৭	০	৩	৪৬০
৮০	৫৯১ নং লক্ষীছড়া নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	৭৯	৬২৪	৭০৩	০	১০	৭১৩
৮১	৫৯১ নং লক্ষীছড়া নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	৬৭	৫৩২	৫৯৯	০	৫	৬০৪
৮২	লক্ষীছড়া পাবলিক এমই স্কুল (১ নং কক্ষ)	৯০	৮৮০	৯৭০	০	১৯	৯৮৯
৮৩	লক্ষীছড়া পাবলিক এমই স্কুল (২ নং কক্ষ)	১০৩	৬৯৮	৮০১	০	৭	৮০৮
৮৪	১৬২০ জালিউরা এলপি স্কুল	৭৭	৬৩৩	৭১০	০	৯	৭১৯
৮৫	আলিমনগর এলপি স্কুল	১০২	৩৭০	৪৭২	০	২	৪৭৪
৮৬	লক্ষীনগর ট্রাইবেল পাবলিক এমই স্কুল	২৩৯	২৯৮	৫৩৭	০	২	৫৩৯
৮৭	১১০৩ নং বাহাদুরপুর এলপি স্কুল	৮১	৮৩০	৯১১	০	১৪	৯২৫
৮৮	২৬৮ নং দিঘলি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	৩২১	৬৮৯	১০১০	০	১৯	১০২৯
৮৯	২৬৮ নং দিঘলি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	১৩৪	৬১৮	৭৫২	০	৩০	৭৮২
৯০	৪৪০ নং মাখন নগর এলপি স্কুল	৮৯	৩৩০	৪১৯	০	৫	৪২৪
৯১	১৪৭২ নং কালাম নাগা পুঞ্জি এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	১৩৪	৩৭২	৫০৬	০	৮	৫১৪
৯২	১৪৭২ নং কালাম নাগা পুঞ্জি এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	১৬৩	৩২০	৪৮৩	০	১৫	৪৯৮
৯৩	নন্দন কানন চা-বাগান এলপি স্কুল	২৭	৩৪৩	৩৭০	০	৬	৩৭৬
৯৪	জিরিঘাট চা-বাগান এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৬৭	৭০৭	৭৭৪	০	৭	৭৮১
৯৫	জিরিঘাট চা-বাগান এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৯৬	৮১৪	৯১০	০	১৭	৯২৭
৯৬	জিরিঘাট চা-বাগান এলপি স্কুল (৩ নং কক্ষ)	৩১	৮৫৭	৮৮৮	০	৭	৮৯৫
৯৭	জিরিঘাট চা-বাগান এলপি স্কুল (৪ নং কক্ষ)	১০৮	৭১৩	৮২১	০	১৪	৮৩৫
৯৮	৯৭৮ নং কদমটিলা মডেল এলপি স্কুল	১৭৬	৬১৮	৭৯৪	০	১১	৮০৫
৯৯	৯৬৩ নং স্বরূপ নগর এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	১৪৮	৪৮৪	৬৩২	০	১১	৬৪৩
১০০	৯৬৩ নং স্বরূপ নগর এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৩০০	২৩৩	৫৩৩	০	৫	৫৩৮

হাইলাকান্দিতে মাধ্যমিকের কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা নির্বিঘ্ন, জারি ১৬৩ ধারা

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৮ মে : আগামী ২৯ মে থেকে শুরু হতে চলেছে ২০২৬ সালের হাইলাকান্দি জেলার অধীনে থাকা বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে আসাম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড পরিচালিত দশম শ্রেণীর এইচএসএলসি কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা। এই পরীক্ষা আগামী ৫ জুন পর্যন্ত চলবে। পরীক্ষা যাতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা যায়, তার জন্য গোটা হাইলাকান্দি জেলা জুড়ে কড়া আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন। হাইলাকান্দির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ১৬৩ ধারার অধীনে কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। আদেশে জানানো হয়েছে, জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সাধারণ মানুষ বা অভিভাবকদের কোনো ধরনের জমায়েত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা হলে মোবাইল ফোন (এমনকি বন্ধ থাকলেও), যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক বা প্রোগ্রামেবল ডিভাইস, স্মার্ট ওয়াচ, হেলথ ব্যান্ড, ইলেকট্রনিক পেন, ব্লুটুথ ডিভাইস, ইয়ারফোন, মাইক্রোফোন, পেন ড্রাইভ, কোনো লিখিত বা ছাপা কাগজের টুকরো বা অসদুপায় অবলম্বনে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন যেকোনো বস্তু বহন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আদেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, জরুরি পরিস্থিতির কারণে এই নির্দেশটি জারি করা হয়েছে। হাইলাকান্দির পুলিশ সুপারকে সমস্ত থানা ও আউটপোস্টের মাধ্যমে এই আদেশ কঠোরভাবে বলবৎ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ এই সরকারি আদেশ অমান্য করেন বা নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে বিএনএস-র ২২৩ ধারা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনি ধারা অনুযায়ী কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্ত্রীকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা, ধর্মনগরে গ্রেফতার স্বামী

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধর্মনগর, ২৮ মে : দীর্ঘদিনের দাম্পত্য অশান্তি শেষ পর্যন্ত গড়াল রক্তাক্ত হামলায়! উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর থানাধীন দেওয়ানপাশা এলাকার ৩ নং ওয়ার্ড বুধবার রাতে পরিণত হয় এক বিভীষিকাময় ঘটনার সাক্ষীতে। অভিযোগ, স্বামী জয়দেব বর্মন দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপ মেরে গুরুতর জখম করেন স্ত্রী শিল্পী সেন বর্মনকে। গলার পিছনে গভীর ক্ষত নিয়ে বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ওই মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে দেওয়ানপাশা পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডে একটি ভাড়া বাড়িতে এই নৃশংস কাণ্ড ঘটে। গুরুতর আহত মহিলার নাম শিল্পী সেন বর্মন (৪৫)। অভিযুক্ত স্বামী জয়দেব বর্মন (৫০)-এর বাড়ি কাঞ্চনপুর এলাকায়। গত বছরের ডিসেম্বর থেকে তাঁরা ওই এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়িতে ওঠার পর থেকেই প্রায় নিত্যদিনই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি, ঝগড়া ও বচসা চলত।

বিজিএম-এর প্রস্তুতি নিয়ে শিলচরে রেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভা

সভায় ভাষণ দিচ্ছেন জনৈক ইউনিয়ন নেতা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৮ মে: এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের শিলচর শাখার আগামী ১৪ জুন অনুষ্ঠেয় সাধারণ সভা (বিজিএম)-কে সামনে রেখে মঙ্গলবার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সদস্য ও বিভিন্ন পদাধিকারীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এবং তা দেখে নেতৃত্বের এটাই মনে হচ্ছে, এতে সংগঠনের ঐক্য ও সক্রিয়তার এক ইতিবাচক বার্তা বহন করে।

সভায় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, বিজিএম-এর প্রস্তুতি, সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ সময় পর ইউনিয়নের এই সভায় বিপুল সংখ্যক উৎসাহী কর্মকর্তার উপস্থিতি সংগঠনের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে বলে মনে করছে নেতৃত্ব।

এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের শিলচর শাখার সভাপতি শুভ্রজ্যোতি সিনহা, শাখা সম্পাদক মৃণালকান্তি মণ্ডল (এসএস/আইসি অরুণাচল), সহ-সভাপতি অমিতাভ নাথ (এসএস/আইসি শিলচর) ও দুই যুগ্ম সম্পাদক বিক্রমজিৎ নাথ, আদলা রামানা, কার্যকরী সভাপতি গৌতম দাশগুপ্ত এবং কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কল্যাণ নাথ সহ অন্যান্য পদাধিকারী ও সদস্যবৃন্দ। ইউনিয়নের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তাঁরা বলেন, সদস্যদের এই ঐক্য, নিষ্ঠা ও সমর্থনই এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রকৃত শক্তি, যা ভবিষ্যতে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে।

নুক্কড় নাটক ও পরিবেশ-সচেতনতামূলক অভিযানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন রেলের

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৮ মে : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফ রেলওয়ে) বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ১৫ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও পরিবেশ সুরক্ষামূলক কর্মসূচি পালন করছে। 'জলবায়ু পরিবর্তন' বিষয়কে সামনে রেখে আয়োজিত এই উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলার বার্তা তুলে ধরা হচ্ছে। রেলওয়ের বিভিন্ন ডিভিশন ও ইউনিটে বৃক্ষরোপণ অভিযান, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, সচেতনতা র‍্যালি, সেমিনার এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, জল সংরক্ষণ এবং রেল স্টেশন ও কলোনিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে রেলকর্মী, শিক্ষার্থী, স্কাউটস ও গাইডস সদস্য এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মালিগাঁওয়ে এনএফ রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে এনএফআর স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের উদ্যোগে নুক্কড় নাটকের আয়োজন করা হয়। নাটকের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ, প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব এবং পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়, যা যাত্রী ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়াও, পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রাকে উৎসাহ দিতে বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে পাটের ব্যাগ, কাপড়ের ব্যাগ এবং পচনশীল সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহারে মানুষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জানিয়েছে, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই রেল পরিষেবা নিশ্চিত করতে তারা ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে। আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিশেষ কর্মসূচি, সচেতনতা কার্যক্রম এবং পরিবেশ রক্ষার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই উদযাপনের সমাপ্তি ঘটবে।

যুব মুখেই ভরসা, ত্রিপুরা বিজেপি-সভাপতির চেয়ারে অভিষেক

সাময়িক প্রসঙ্গ, আগরতলা, ২৮ মে: দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করা হল। মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়কে প্রদেশ বিজেপি-র পরবর্তী সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার বিজেপি-র রাষ্ট্রীয় সভাপতি নীতিন নবীনের পক্ষে রাষ্ট্রীয় মহাসচিব তথা মুখ্যালয় প্রভারী অরূপ সিং এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই ঘোষণা করেন। তিনি রাজ্যসভার সাংসদ তথা সদ্য প্রাক্তন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের স্থলাভিষিক্ত হলেন। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে গত কয়েকদিন ধরেই বিজেপি-র নতুন প্রদেশ সভাপতির নাম নিয়ে জোর চর্চা চলছিল। সম্ভাব্য নামের তালিকায় ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, প্রদেশ বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস এবং মাতাবাড়ির বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যুব মুখ হিসেবেই অভিষেক দেবরায়ের নামের উপর সিলমোহর দেয়। মাত্র ৪৪ বছর বয়সী অভিষেক দেবরায় বর্তমানে মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার বিজেপি-র টিকিটে জয়ী হয়ে তিনি বিধানসভায় প্রবেশ করেন। এর আগে তিনি গোমতী জেলা বিজেপি-র সভাপতির দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্বে রয়েছেন। ফার্মাসিতে স্নাতক পাস অভিষেক দেবরায় ছাত্রজীবন থেকেই সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিজেপিতে যোগদানের আগে তিনি কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-র বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরে ২০১৭ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন এবং ধীরে ধীরে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে ওঠেন।

দুর্নীতির অভিযোগে আলিপুরদুয়ারে ধৃত তৃণমূল নেতা

সাময়িক প্রসঙ্গ, কলকাতা, ২৮ মে : একশো দিনের কাজে বিপুল অঙ্কের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো আলিপুরদুয়ারের এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাকে।

বুধবার গভীর রাতে শামুকতলা থানার পুলিশ আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মাঝেরডাবরি এলাকা থেকে মানস রায় নামে ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করে। ধৃত মানস রায় যুব তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সহ-সভাপতি ছিলেন বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ১০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মানস রায়ের স্ত্রী মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান। অভিযোগ, স্ত্রীর পদের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নিজের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মাঝেরডাবরি এলাকায় একশো দিনের কাজের প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার নয়ছয় করেছেন মানস। শুধু তাই নয়, জেলা তৃণমূলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

১২০ নং ধলাই বিধানসভা কেন্দ্রের বুথকেন্দ্রিক ফলাফল

ক্রমিক নং	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র	অমিয়কান্তি দাস বিজেপি	ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ কংগ্রেস	গৌর চন্দ্র দাস এসইউসিআই	পরিমল দাস নির্দল	মোট বৈধ ভোট	বাতিল ভোট	নোটা	সর্বমোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১
১৫১	৪৯৮ নং বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় (কক্ষ ১)	৪৫১	২০৪	২	৩	৬৬০	০	৬	৬৬৬
১৫২	৪৯৮ নং বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় (কক্ষ ২)	২৭৪	৩১৬	৩	২	৫৯৫	০	১৭	৬১২
১৫৩	৫৫৯ নং সারসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় (কক্ষ ১)	২১৯	৫৮৫	৫	৫	৮১৪	০	৭	৮২১
১৫৪	৫৫৯ নং সারসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় (কক্ষ ২)	৪১০	২৬৮	৭	১	৬৮৬	০	৬	৬৯২
১৫৫	৫৫৯ নং সারসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় (কক্ষ ৩)	২১১	৩৮৮	৬	৫	৬১০	০	১৫	৬২৫
১৫৬	হাজি কেরামত আলি এমই স্কুল (কক্ষ১)	১৭৬	৮০৪	১১	১৩	১০০৪	০	১৪	১০১৮
১৫৭	হাজি কেরামত আলি এমই স্কুল (কক্ষ২)	১৩২	৬৬৬	৯	৮	৮১৫	০	১১	৮২৬
১৫৮	৬৩৯ নং মথুরাপুর এলপি স্কুল	৫৫০	৯০	৪	২	৬৪৬	০	৪	৬৫০
১৫৯	৭০৯ নং মথুরাপুর এলপি স্কুল	৫১৮	৪৯	২	২	৫৭১	০	২	৫৭৩
১৬০	জীবনগ্রাম এমই স্কুল (কক্ষ১)	৪৮৩	৪০	০	১	৫২৪	০	৪	৫২৮
১৬১	জীবনগ্রাম এমই স্কুল (কক্ষ২)	৩৬৩	৭৪	৩	১	৪৪১	০	২	৪৪৩
১৬২	৩৬৯ নং জারইলতলা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫২	২৯	৫	১	৪৮৭	০	১০	৪৯৭
১৬৩	১৫৯৫ নং জারইলতলা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩৪	১০২	২	৩	৪৪১	০	৫	৪৪৬
১৬৪	১৭২ নং গজালঘাট নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০৭	১৫৩	০	৬	৬৬৬	০	৮	৬৭৪
১৬৫	১৯৭ নং ফউদার সরস্বতী এলপি স্কুল	৬৩৪	২৬২	৭	৭	৯১০	০	১৩	৯২৩
১৬৬	২৬১ নং দৈবকি এলপি স্কুল	৭৬৯	১২০	৩	০	৮৯২	০	১০	৯০২
১৬৭	১৬৯ নং দেবীপুর এলপি স্কুল	৬৪৬	৯৫	৭	১	৭৪৯	০	৯	৭৫৮
১৬৮	৭৪৯ নং ভুবনডর ফরেস্ট ভিলেজ এলপি স্কুল	৩৬১	২২	২	১	৩৮৬	০	১	৩৮৭
১৬৯	৩৯৮ নং শুকতলা এলপি স্কুল (কক্ষ ১)	৫৬৩	৯৭	৮	৪	৬৭২	০	১৪	৬৮৬
১৭০	৩৯৮ নং শুকতলা এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	৪৫৬	২৮৩	৪	১	৭৪৪	০	৮	৭৫২
১৭১	ভু বনডর গাঁও পঞ্চায়েত কম্যুনিটি হল	৫১০	৬৩	৪	২	৫৭৯	০	৬	৫৮৫
১৭২	ভৈরববাড়ি এলপি স্কুল	৪৪৫	৭৫	৭	৩	৫৩০	০	২২	৫৫২
১৭৩	৬৭ নং অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার	৩৮৯	৪১	২	২	৪৩৪	০	২	৪৩৬
১৭৪	৯২২ নং সুকতলা নাগাপুঞ্জি এলপি স্কুল	৬৫৫	১২৫	৮	৪	৭৯২	০	১৭	৮০৯
১৭৫	ভু বনডহর চা বাগান নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (কক্ষ ১)	৩৭০	৬৬	১	৬	৪৪৩	০	১০	৪৫৩
১৭৬	ভু বনডহর চা বাগান নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (কক্ষ ২)	৪০৪	৫২	৩	২	৪৬১	০	৬	৪৬৭
১৭৭	৯৬৪ নং সুকতলা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২২	৫৬৭	৬	১	৮৯৬	০	৬	৯০২
১৭৮	বাম প্রেমানন্দ এমই স্কুল	৬৬৫	১৮৩	৬	৫	৮৫৯	০	৭	৮৬৬
১৭৯	১৫৪ নং রাখালটিলা এলপি স্কুল (কক্ষ ১)	৩৪৯	২০৬	২	১	৫৫৮	০	১	৫৫৯
১৮০	১৫৪ নং রাখালটিলা এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	৩৬১	৪৮	১	১	৪১১	০	১	৪১২
১৮১	১৪৮৩ নং পূর্ব দুলালগ্রাম এলপি স্কুল	৫৯৯	৯২	৩	৩	৬৯৭	০	৫	৭০২
১৮২	১৫২ নং মহেন্দ্রমোহন তীর্থময়ী এলপি স্কুল	৬৪৫	১৫৪	২	০	৮০১	০	৩	৮০৪
১৮৩	১৪৭ নং গোলক রায় চৌধুরী এলপি স্কুল (কক্ষ ১)	১৬১	৫৩৭	৭	০	৭০৫	০	৩	৭০৮
১৮৪	১৪৭ নং গোলক রায় চৌধুরী এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	৪৪৪	১৫৩	০	২	৫৯৯	০	১	৬০০
১৮৫	৪৮৮ নং রঘুরাম এলপি স্কুল (কক্ষ ১)	৪০৮	৯৫	০	০	৫০৩	০	৬	৫০৯
১৮৬	৪৮৮ নং রঘুরাম এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	৪০৫	৩৪৭	৩	০	৭৫৫	০	৪	৭৫৯
১৮৭	সিসি জেসি পালংঘাট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (কক্ষ ১)	১৫৭	৫৬৩	২	১	৭২৩	০	৯	৭৩২
১৮৮	সিসি জেসি পালংঘাট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (কক্ষ ২)	৩২০	২০১	৩	০	৫২৪	০	৩	৫২৭
১৮৯	রুকণি টিইএলপি স্কুল (কক্ষ ১)	৫৬৮	৮১	৩	১	৬৫৩	০	১২	৬৬৫
১৯০	রুকণি টিইএলপি স্কুল (কক্ষ ২)	৫২১	১০০	৬	৪	৬৩১	০	১০	৬৪১
১৯১	পুনিছড়া এলপি স্কুল (কক্ষ ১)	৬০৩	৭৬	৪	২	৬৮৫	০	১৫	৭০০
১৯২	পুনিছড়া এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	৪৭৮	৮৭	৩	১	৫৬৯	০	২	৫৭১
১৯৩	পালংঘাট এমভি স্কুল (কক্ষ ১)	৭০৯	১৬৬	৫	০	৮৮০	০	১৩	৮৯৩
১৯৪	পালংঘাট এমভি স্কুল (কক্ষ ২)	৫৩১	৩৩০	৩	০	৮৬৪	০	৫	৮৬৯
১৯৫	১৪৮ নং পালংঘাট গার্লস এলপি স্কুল	৬৬৩	১৩০	৮	৬	৮০৭	০	৩	৮১০
১৯৬	প্রভুরাম এমই স্কুল	৩৭৮	১১২	১৪	১২	৫১৬	০	২৯	৫৪৫
১৯৭	৮৩৪ নং ভানুমতি পাঠশালা (কক্ষ ১)	৬৮৯	৮৪	৪	২	৭৭৯	০	৩	৭৮২
১৯৮	৮৩৪ নং ভানুমতি পাঠশালা (কক্ষ ২)	৫৮৪	৮২	২	৪	৬৭২	০	৯	৬৮১
১৯৯	৩৮৯ নং গঙ্গানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৭	৪৩৯	২	২	৮৩০	০	৭	৮৩৭
২০০	৫৩৪ নং বুরুঙ্গা সত্তু কুমার এলপি স্কুল (কক্ষ ১)	২৯৯	১৮৭	৩	২	৪৯১	০	৩	৪৯৪

ক্রমশ

গোঁসাইগাঁওয়ে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জানালো অল বিটিসি অনুসূচিত জাতি পরিষদ

সাময়িক প্রসঙ্গ, কোকরাঝাড়, ২৮ মে : গোঁসাইগাঁও শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত নেতাজি ক্লাব কালীমন্দির চত্বরে বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল ফল করা কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল অল বিটিসি অনুসূচিত জাতি পরিষদ। অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করে গোঁসাইগাঁও জেলা কমিটি। বুধবার সকালে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির স্থায়ী সভাপতি গজেন্দ্রনাথ রায়। অনুষ্ঠানে মোট ২৬ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে ফুলাম গামছা, শংসাপত্র, স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অভিভাবকরাও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত সরকার, উপসভাপতি যদুনাথ সরকার, বিজনি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রহ্লাদ রায় এবং কৃষিবিজ্ঞানী কামেশ্বর দাস। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্তুরাম বড়ো, দিবস দাস, ড. সৌভাগ্য দাস, সিনিয়র সাংবাদিক শংকর চৌধুরী, সিনিয়র শিক্ষক শঙ্কর দাস, সমাজকর্মী বন্ধন দেব এবং কোকরাঝাড়ের সমাজকর্মী তথা সাংবাদিক বাবুল সূত্রধর। অনুষ্ঠানে বক্তারা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' শুধুমাত্র বেশি নম্বর অর্জন করাই নয়, একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। বক্তারা বই পড়ার গুরুত্ব, আদর্শ মনীষীদের জীবনী পাঠ এবং সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকার ওপর জোর দেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে, যে শিক্ষা সমাজব্যবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে না, সেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্য নেই। এসডিপিও মন্তুরাম বড়ো ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, বর্তমান সময়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সমাজের অপশক্তি থেকে দূরে থাকাই বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে-মুখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। সভার শেষে অল বিটিসি অনুসূচিত জাতি পরিষদের পক্ষ থেকে সকল ছাত্রছাত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয় এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

টিপ্‌স

টিকটিকির উপদ্রব রোধে লেমনগ্রাস অয়েল

সারাদিন দেখা নেই। সন্ধে নামলেই ঘরের দেওয়ালে, জানালার কোণে, আলমারির পিছনে কিংবা হেঁশেলে টিকটিকির আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। যদিও টিকটিকি সরাসরি মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। বরং, মশা-মাছির মতো ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে ঘর পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। তবুও ডাইনিং টেবিল বা রান্নাঘরের দেওয়ালে আচমকা একটা দেখলে গা একেবারে ঘিনঘিন করে ওঠে। ঘর থেকে টিকটিকি তাড়াতে বাজারচলতি কড়া রাসায়নিক বা পেস্ট কন্ট্রোল স্প্রে ব্যবহার করেন অনেকে। কিন্তু এই ধরনের রাসায়নিক শিশু, পোষ্য এবং পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তা হলে উপায়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিকটিকিকে ঘর ছাড়া করার অব্যর্থ প্রাকৃতিক অস্ত্র হলো 'লেমনগ্রাস অয়েল' (Lemongrass Oil) বা সাইট্রাসের তীব্র সুবাসযুক্ত এসেনশিয়াল অয়েল।

এমন কিছু উপাদান আছে যার তীব্র, ঝাঁঝালো গন্ধ কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপরা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। টিকটিকির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটে। লেমনগ্রাস, পেপারমিন্ট এবং ইউক্যালিপটাস অয়েলের গন্ধ টিকটিকির স্নায়ুতন্ত্রে অস্বস্তি তৈরি করে। যদিও এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য সীমিত। কিন্তু বহু বছর ধরে ঘরোয়া টোটকা হিসেবে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ঘরের যে সমস্ত কোণে বা দেওয়ালে এই তেলের সুবাস থাকে, সেই জায়গাগুলোকে টিকটিকিরা আর নিরাপদ মনে করে না এবং দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

কী ভাবে ব্যবহার করবেন?

১. লেমনগ্রাস অয়েল স্প্রে : একটি স্প্রে বোতলে এক কাপ জল নিন। তাতে ১৫ থেকে ২০ ফোঁটা লেমনগ্রাস এসেনশিয়াল অয়েল ভালো করে মিশিয়ে নিন। গন্ধটিকে আরও কড়া ও তীব্র করতে চাইলে এর মধ্যে দু-চামচ ভিনিগার মিশিয়ে দিতে পারেন।

কোথায় স্প্রে করবেন : জানালার ফ্রেম, দরজার কোণ, রান্নাঘরের ক্যাবিনেটের নীচে, স্নানঘরের

আশপাশে, ভেন্টিলেটর এবং ফ্রিজ বা মাইক্রোওয়েভের পিছনের অন্ধকার দেওয়াল— অর্থাৎ যেখানে টিকটিকির আনাগোনা রয়েছে, সেখানে এই মিশ্রণটি ভালো করে স্প্রে করুন। যেহেতু প্রাকৃতিক তেলের সুবাস কিছুদিন পর উবে যায়, তাই সপ্তাহে অন্তত দু-তিনবার স্প্রে করা জরুরি।

২. তুলোর বল : ঘরের যে সমস্ত জায়গায় সরাসরি জল স্প্রে করা সম্ভব নয়, সেখানে এই ট্রিকটি ব্যবহার করুন। কয়েকটি পরিষ্কার তুলোর বল নিয়ে তাতে ৪-৫ ফোঁটা করে লেমনগ্রাস অয়েল ভালো করে মাখিয়ে নিন।

কোথায় রাখবেন : কাঠের আসবাবের উপর, খাটের তলায়, আলনা এবং হেঁশেলের খোলা সেলফ-এ, জানালার কাঠের ফ্রেমের কোণে, তুলোর এই বলগুলো রেখে দিন। গন্ধ কমে গেলে প্রতি সপ্তাহ অন্তর তুলোর বলগুলো বদলে ফেলতে হবে।

৩. টিকটিকির 'খাদ্য সরবরাহ' বন্ধ করতে হবে : টিকটিকি ঘরে কেন আসে? উত্তর হলো— খাবারের সন্ধানে। আপনার ঘরে যত বেশি মশা, মাছি, পোকা বা মথ থাকবে, টিকটিকির উপদ্রব তত বাড়বে। তাই লেমনগ্রাস অয়েল ব্যবহারের পাশাপাশি ঘরের ভিতরের পোকামাকড় কমানো জরুরি। রান্নাঘর সবসময় পরিষ্কার রাখা, রাতের বেলা খাবারের অবশিষ্টাংশ বা এঁটো বাসন ফেলে না রাখা এবং ডাস্টবিন সবসময় ঢাকা দিয়ে রাখলে টিকটিকি এমনিতেই পালাবে।

গৃহবধূ বনাম কর্মরত মা

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ির কাজ। সন্তানের দেখভাল। দিনশেষে ক্লান্তি আর মানসিক চাপ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। বহু গৃহবধূই মানেন সংসার ও সন্তানের দেখভাল আসলে 'থ্যাংকলেস জব'। অনেকেই ভাবেন, কর্মরত মায়েদের জীবন যেন রূপকথার মতো। সন্তানের ঝক্কি দিনভর সামলাতে হয় না। কিন্তু কর্মরত মায়েদের অভিজ্ঞতা অন্য। তাঁদের মতে, জীবন যেন কাঁটার মুকুটের মতো। হাজার চাপ নিয়ে সংসার আর কর্মক্ষেত্রের শুধু ভারসাম্য রক্ষা করা। সামান্য এদিক সেদিক হলেই সব গণ্ডগোল। তার ফলে দু'জনেই দিন দিন বাড়ছে মানসিক অবসাদের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতেই প্রশ্ন উঠছে, কর্মরত মা নাকি গৃহবধূ মা, কারা বেশি অবসাদে ভোগেন? তা নিয়ে কী বলছেন মনোবিদরা?

কেন অবসাদে ভোগেন গৃহবধূ মায়েরা?

মনোবিদদের মতে, গৃহবধূরা একা হাতে বাড়ির যাবতীয় দায়দায়িত্ব সামলান। সন্তান মানুষ করেন। রান্না করেন। পরিজনদের যাবতীয় চাওয়া পাওয়ার খেয়াল রাখেন। অথচ তাঁর দিকে নজর দেন না কেউ। সকলের দেখভাল করতে গিয়ে নিজের শরীর স্বাস্থ্যের দিকেও খেয়াল রাখেন না গৃহবধূরা। অথচ প্রশ্ন শুনতে হয়, সারাদিন কী করো? তার ফলে দেখা যায় দিনে দিনে তাঁদের মানসিক অবসাদ বাড়ে। আর তার লক্ষ্মণ হিসাবে শরীর জুড়ে ব্যথা যন্ত্রণা অনুভব, ওজন বৃদ্ধি, অবসাদ, একঘেয়েমি ঘিরে ধরে। আর্থিক স্বাবলম্বী না হওয়ার ফলে কখনও কখনও নিজের পছন্দমতো কিছু করতে পারেন না, তার ফলে বিরক্ত হয়ে যান।

কর্মরত মায়েদের অবসাদের নেপথ্য কারণ কী?

কর্মরত মায়েদের আবার চাপ একটু অন্যরকম। সংসারের পাশাপাশি অফিসের ডেডলাইনের চাপও সামাল দিতে হয় তাঁদের। অনেক সময় দু'দিকের চাপে সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না তাঁরা। অপরাধবোধে ভোগেন। অনেক সময় তাঁরা হাইপারটেনশন, স্থূলতা, ডায়াবেটিস, মাইগ্রেন, উদ্বেগজনিত সমস্যায় ভোগেন তাঁরা।

মনোবিদদের পরামর্শ :

- কর্মরত মা হোন কিংবা গৃহবধূ, দু'পক্ষকেই চাপমুক্ত থাকার পরামর্শ মনোবিদদের। নইলে বড়সড় কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনায় প্রাণহানির ঝুঁকিও বাড়তে থাকে।
- মনোবিদদের মতে, অস্বস্তি, হাত-পা ব্যথা, মাথা যন্ত্রণা, ঘুমের সমস্যা হলে সাবধান হোন। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- মনোবিদরা বলছেন, মাঝে মাঝে নিজেকে সময় দিন। সবকিছু ভুলে গিয়ে চা বিরতি নিন। কোথাও ঘুরে আসুন।

মনোবিদদের মতে, সমাজের চাপে 'ভালো' মা হওয়ার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন না। নিজেকে ভালোবাসুন। মনে রাখবেন, তবেই সকলকে ভালো রাখা সম্ভব। নিজে ভালো না থাকলে, কাউকেই ভালো রাখা সম্ভব নয়।

রান্নাঘরের ৫ ঘরোয়া প্যাকই ফিরিয়ে দেবে ত্বকের জেল্লা

গরম পড়তেই ত্বকের সমস্যা যেন বেড়েই যায়। রোদ, ঘাম, ধুলোবালি আর দূষণের কারণে মুখের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা কমে যায়। অনেকের ত্বক নিস্তেজ দেখায়, আবার কারও ত্বকে ট্যান, র‍্যাশ বা অতিরিক্ত তেল জমার সমস্যা হয়। এই সময় ত্বকের যত্ন নিতে সবসময় দামি প্রসাধনীর দরকার হয় না। রান্নাঘরে থাকা কিছু সাধারণ উপাদান দিয়েই খুব সহজে তৈরি করা যায় ঘরোয়া ফেস প্যাক, যা ত্বককে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে।

প্রথমেই বলা যায় কলা ও মধুর ফেস প্যাকের কথা। একটি পাকা কলা ভাল করে চটকে তার সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে নিন। চাইলে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেলও দেওয়া যেতে পারে। এই মিশ্রণ মুখে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কলায় থাকা ভিটামিন ও মধুর ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বককে নরম ও উজ্জ্বল করে তোলে। যাদের ত্বক শুষ্ক, তাদের জন্য এটি খুব উপকারী। গরমে ত্বকে জ্বালা বা রোদে পোড়া ভাব কমাতে শসা ও অ্যালোভেরার প্যাক খুব ভাল কাজ করে। শসা ব্লেন্ড করে তার সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে মুখে লাগান। চাইলে কয়েকটি পুদিনা পাতাও দেওয়া যেতে পারে। এই প্যাক ত্বক ঠান্ডা রাখে এবং মুখের ক্লান্ত ভাব দূর করে। বাইরে থেকে এসে এটি ব্যবহার করলে বেশ আরাম পাওয়া যায়।

ত্বক দ্রুত ফ্রেশ ও উজ্জ্বল করতে তরমুজের ফেস প্যাকও দারুণ কার্যকর। তরমুজের রসের সঙ্গে সামান্য মধু ও দুধের গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পরে ধুয়ে ফেললে মুখ অনেক বেশি সতেজ দেখাবে। গরমে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও এই প্যাক সাহায্য করে। যাদের ত্বক খুব তৈলাক্ত, তারা ওটস ও টমেটোর প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। টমেটোর রসের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে মুখে হালকা করে স্ক্রাব করুন। এতে মৃত কোষ দূর হয় এবং ত্বক পরিষ্কার থাকে। পাশাপাশি মুখের অতিরিক্ত তেলও কমে। এছাড়া টক দই ও ওটসের ফেস প্যাক ট্যান দূর করতে সাহায্য করে। টক দইয়ের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বক পরিষ্কার হয় এবং মুখে স্বাভাবিক জেল্লা ফিরে আসে। তবে যে কোনও ঘরোয়া ফেস প্যাক ব্যবহার করার আগে হাতে বা কানের পাশে একটু লাগিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। কারণ সব উপাদান সবার ত্বকে একভাবে মানায় না। পাশাপাশি দিনে পর্যাপ্ত জল পান করা এবং রোদে বের হলে সানস্ক্রিন ব্যবহার করাও খুব জরুরি।

রোদে বেরোনোর আগে 'কুলিং পাউডার' মাখছেন? ত্বকের ক্ষতির আশঙ্কা

প্যাচপ্যাচে ঘাম, র‍্যাশ, চুলকানি আর 'কুলিং পাউডার'। এ সব ছাড়া কলকাতার গরম ভাবাই যায় না। ঘরের ভিতর ফ্যানের তলায় বসেও দরদর করে ঘাম হচ্ছে। কয়েক মিনিটের জন্যেও এসি বন্ধ করা যাচ্ছে না। ঘরের বাইরে পা রাখলেই রোদের তেজ টের পাওয়া যাচ্ছে। সকাল সকাল স্নান সেরেও লাভ হচ্ছে না। তবে এই রোদে বাইরে বেরোনোর আগে ঘাড়ে, গলায়, সারা শরীরে ভালো করে কুলিং পাউডার মেখে নিলে কিছুটা আরাম পাওয়া যায় বলেই মনে করেন অনেকে। চাঁদিফাটা গরমে বরফ-শীতল অনুভূতি পেলে খনিকের জন্য হলেও স্বর্গসুখ মেলে। কিন্তু ডার্মাটোলজিস্টরা বলছেন, এই 'স্বর্গীয় অনুভূতি' আসলে একটা মস্ত বড় ধোঁকা। যে ঠান্ডা পাউডারকে পরম বন্ধু ভাবছেন, তা আসলে নিঃশব্দে আপনার ত্বকের বারোটা বাজাচ্ছে। এই কুলিং পাউডারগুলোর মূল কাজ হলো আর্দ্রতা শুষে নেওয়া আর পোশাকের সঙ্গে ত্বকের ঘর্ষণ রোধ করা। এই ধরনের পাউডারের মধ্যে মেন্থল বা কর্পূর মেশানো থাকে, তা আমাদের স্নায়ুকে সাময়িকভাবে উত্তেজিত করে একটা ঠান্ডা হওয়ার কৃত্রিম অনুভূতি দেয় মাত্র। সহজ কথায় বললে, কুলিং পাউডার কিন্তু ঘাম হওয়া আটকাতে পারে না। দেহের তাপমাত্রার সঙ্গেও এই ধরনের প্রসাধনীর কোনও সম্পর্ক নেই। কলকাতার এই আবহাওয়ায় কুলিং পাউডার মাখার ঠিক ১০ মিনিটের মাথায় যখন আবার দরদর করে ঘাম বেরোতে শুরু করে, তখন ঘটে আসল বিপত্তি। পাউডারের সাদা স্তরে নীচে ঘাম এবং ময়লা আটকে গিয়ে ত্বক আরও স্যাঁতসেঁতে আর ভ্যাপসা হয়ে যায়। এর ফলে কী হয়? রূপচর্চা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই চটজলদি স্বস্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে মারাত্মক সাইড এফেক্ট। এই পাউডারগুলো শুধু সাময়িক উপসর্গ কমায়, এর কোনও চিকিৎসাগত গুণ বা থেরাপিউটিক বেনিফিট নেই। উল্টে পাউডারে থাকা কড়া কৃত্রিম সুগন্ধি ত্বকের নিজস্ব সুরক্ষাকবচ একেবারে নষ্ট করে দেয়।

বিশেষ করে যাঁদের ত্বক অতিরিক্ত সেন্সিটিভ, তাঁদের জন্য এই মেন্থল ভীষণ ক্ষতিকর। রোজ নিয়ম করে গলা, আন্ডারআর্মস বা কুঁচকির মতো শরীরের ভাঁজযুক্ত অংশে কুলিং পাউডার ঘষলে লোমকূপের মুখ পুরোপুরি বন্ধ (Clogged Pores) হয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ সেখানে ঘাম আর পাউডার মিলে একটা আঠালো, চটচটে কাদা তৈরি করে, যা ব্যাক্টেরিয়া এবং ফাঙ্গাসের মোক্ষম প্রজনন ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

পাউডার ছাড়া শরীর ঠান্ডা রাখার উপায় :

ভেজা ভাব দূর করুন : স্নান করে উঠে শরীরের প্রতিটি ভাঁজ তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে ভালো করে শুকিয়ে নিন। আর্দ্রভাব না থাকলে ফাঙ্গাসও হবে না।

সুতির পোশাক পরুন : এই গরমে সিন্থেটিক পোশাক পরবেন না। গরমে ত্বককে শ্বাস নিতে দিন। হালকা রঙের, ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরুন।

জিঙ্ক অক্সাইড-যুক্ত ক্রিম : ঘামাচি বা র‍্যাশের প্রবণতা থাকলে পাউডারের বদলে জিঙ্ক অক্সাইড যুক্ত ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে।

কর্নস্টার্চ : একান্ত যদি পাউডার মাখতেই হয়, সে ক্ষেত্রে বাজার থেকে 'ট্যাল্ক-ফ্রি' বা কর্নস্টার্চ-যুক্ত পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে।

অ্যালোভেরা ও ক্যালামাইন : ঠান্ডা অনুভূতির জন্য মেন্থল নয়, বেছে নিন অ্যালোভেরা বা ক্যালামাইন-যুক্ত হালকা জেল-ভিত্তিক বডি লোশন।

পদব্যঞ্জনা

ঈদে রাঁধতে পারেন অন্যরকম মাটন রোস্ট

উপকরণ : খাসির আস্ত পা দেড় কেজি, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, লবণ দেড় চা-চামচ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা পেঁপেবাটা ১ চা-চামচ, টক দই ১ কাপ, মরিচগুঁড়া দেড় টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, জয়ফল-জয়ত্রীর গুঁড়া সামান্য, শর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, জাফরান দুধ সামান্য, মধু সামান্য, তেল পরিমাণমতো।

প্রণালী : প্রথমে খাসির পা ভালোভাবে পরিষ্কার করে লেবুর রস, লবণ, আদাবাটা, রসুনবাটা ও কাঁচা পেঁপেবাটা মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। এরপর টক দই, মরিচগুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া, ধনেগুঁড়া, জিরাগুঁড়া, গরমমসলার গুঁড়া, জয়ফল-জয়ত্রীর গুঁড়া, শর্ষের তেল ও ঘি একসঙ্গে মিশিয়ে খাসির পায়ে ভালোভাবে মাখান। অন্তত ছয় ঘণ্টা বা সারা রাত ফ্রিজে ম্যারিনেট করে রাখলে সবচেয়ে ভালো। এবার বড় প্যানে সামান্য তেল গরম করে পায়ের চারপাশ হালকা বাদামি করে ভেজে নিন, এতে মাংসের ভেতরে নরম ভাব

থাকে। এবার ফয়েল পেপারে মুড়ে ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দেড় থেকে দুই ঘণ্টা বেক করুন। মাঝেমধ্যে রোস্টের ঝোল, গলানো ঘি, জাফরান দুধ ও সামান্য মধু মিশিয়ে ব্রাশ করুন।

তারপর ফয়েল খুলে ২১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আরও ১৫ থেকে ২০ মিনিট রোস্ট করুন, যাতে সুন্দর লালচে-বাদামি রং আসে। ওভেন না থাকলে ভারী হাঁড়ির নীচে স্ট্যান্ডে অল্প জল দিয়ে কম আঁচে ঢেকে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা দমে রান্না করুন। শেষে হাঁড়ির মুখ খুলে রান্না করুন। এ সময় মাংসের ওপর রং আনার চেষ্টা করুন। মাংস থেকে বের হওয়া ঝোলের সঙ্গে মেখে রাখা বাকি মসলা মিশিয়ে নিন। প্যানে ১ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে গ্রেভি তৈরি করুন। পরিবেশন পাত্রে রোস্ট করা পায়ের সঙ্গে গ্রেভি পরিবেশন করুন।

ছানার ডাব মালাই

উপকরণ : টাটকা ছানা (২৫০ গ্রাম), ময়দা (১ টেবিল চামচ), কিশমিশ (১০-১২টি), নারকেলের ঘন দুধ (১ কাপ), কচি ডাবের শাঁস বাটা (১/২ কাপ), আদাবাটা (১ চা চামচ), গোটা জিরে (১/২ চা চামচ), ছোট এলাচ (৩-৪টি), তেজপাতা (২টি), কাঁচা লংকা (৩-৪টি), ঘি (১ চা চামচ), গরমমশলা (এক চিমটে), সাদা তেল, নুন ও চিনি (স্বাদমতো)।

প্রণালী : প্রথমে ছানা, নুন এবং ময়দা একসঙ্গে খুব ভালো করে মেখে মসৃণ করে নিন। এবার ছোট ছোট বল তৈরি করে, ভেতরে একটি করে কিশমিশ পুরে গোল করে নিন। কড়াইতে সাদা তেল গরম করে ছানার বলগুলো হালকা সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। এবার ওই তেলেই জিরে, এলাচ ও তেজপাতা ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরোলে আদাবাটা দিয়ে সামান্য কষিয়ে নিন। আদার কাঁচা গন্ধ দূর হলে ডাবের শাঁস বাটা ও নারকেলের দুধ দিয়ে মাঝারি আঁচে নাড়তে থাকুন। এবার নুন, চিনি ও চেরা কাঁচা লংকা মিশিয়ে ঝোল ফুটলে সামান্য গরম জল দিন। ঝোল ঘন হয়ে এলে ভেজে রাখা কোপ্তাগুলো সাবধানে ছেড়ে কম আঁচে ২-৩ মিনিট ফুটতে দিন। নামানোর আগে ওপর থেকে কয়েকটি চেরা কাঁচা লংকা, ঘি ও গরমমশলা ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন ৫-১০ মিনিট। তাহলেই তৈরি 'ছানার ডাব মালাই'। দুপুরের গরম ভাতে, বাসন্তী পোলাও কিংবা রাতের নরম রুটি-পরোটার সঙ্গে এটি পরিবেশন করুন।

নারকেল তেল থেকে লবঙ্গ ভেজানো জল : ৫ 'দেশি' রূপটান

ইনস্টাগ্রাম রিল স্ক্রোল করলে হামেশাই দেখা যায়, কেউ মাথায় বাদামি জল স্প্রে করছেন, তো কেউ আবার ঘুমোনোর আগে নাভিতে তেল মালিশ করছেন। প্রথম দেখায় এগুলোকে স্রেফ 'সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ড' বা আজব মনে হতেই পারে। মনে হতে পারে নামীদামি প্রসাধনী ছেড়ে ঘরোয়া এই টোটকা আদৌ কাজের কি না। তবে এই ধরনের ঘরোয়া জিনিসের ব্যবহার তো নতুন নয়। ঠাকুরমা-দিদিমারা যুগের পর যুগ ধরে ঘরোয়া টোটকা হিসেবে যেগুলি ব্যবহার করে আসছেন, সেগুলি কিন্তু ফেলনা নয়। তার পিছনে রয়েছে বিজ্ঞান।

চুলের জন্য লবঙ্গ ভেজানো জল লবঙ্গের মধ্যে 'ইউজেনল' (Eugenol) নামক একটি বায়োঅ্যাক্টিভ উপাদান থাকে। এই ইউজেনল মাথায় খুশকির জন্য দায়ী ফাঙ্গাস বা ছত্রাক 'মেলাসেজিয়া' (Malassezia)-কে গোড়াতেই ধ্বংস করে। এ ছাড়া এটি স্ক্যাল্পের রক্ত সঞ্চালন (Microcirculation) বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে নিষ্ক্রিয় চুলের ফলিকল পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পুষ্টি পেয়ে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।

কী ভাবে ব্যবহার করবেন : এক টেবিল চামচ লবঙ্গ জলে ফুটিয়ে নিন। জল ঠান্ডা হলে ছেঁকে নিয়ে একটি স্প্রে বোতলে ভরে স্ক্যাল্পে ব্যবহার করুন।

ঝকঝকে ত্বক ও দাঁতের জন্য 'অয়েল পুলিং' : মুখের ভিতরের ব্যাক্টেরিয়া এবং প্লাকের চারপাশে একটি লিপিড বা ফ্যাটের আস্তরণ থাকে। তেল দিয়ে কুলকুচি করলে ব্যাক্টেরিয়ার লিপিড লেয়ারের সঙ্গে জুড়ে যায় এবং মুখ থেকে ব্যাক্টেরিয়াগুলোকে টেনে বের করে আনে। মুখের এই ডিটক্সিফিকেশন কেবল মুখের দুর্গন্ধই দূর করে না, সার্বিকভাবে ত্বকের প্রদাহজনিত সমস্যা কমায় এবং ত্বক পরিষ্কার রাখে।

কীভাবে ব্যবহার করবেন : প্রতিদিন সকালে ব্রাশ করার আগে এক টেবিল চামচ নারকেল তেল মুখের ভিতর নিন। ভালো করে কুলকুচি করুন। খুব ভালো হয় যদি মিনিট দশেক এই ভাবে মুখের ভিতর তেল রাখতে পারেন।

উজ্জ্বল ত্বকের জন্য 'নাভি থেরাপি' : ঘুমোতে যাওয়ার আগে নাভিতে সামান্য গরম নিম তেল বা সর্ষের তেল মালিশ করলে ত্বক উজ্জ্বল হয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও মানে যে নাভির চারপাশের ত্বক অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং শরীরের প্রায় সমস্ত ধরনের স্নায়ু এসে এখানে মিলিত হয়েছে। এখানে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড শোষিত হলে হজমপ্রক্রিয়া উন্নত হয়। তার প্রতিফলন দেখা যায় মুখে।

কীভাবে ব্যবহার করবেন : নিম, সর্ষে, নারকেল বা অলিভ— যে কোনও ধরনের তেল হালকা গরম করে নিন। ঘুমোতে যাওয়ার আগে মাত্র কয়েক ফোঁটা তেল নাভিতে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। এতে অনিদ্রাজনিত সমস্যাও দূর হবে।

মেকআপ তুলতে নারকেল তেল : ওয়াটারপ্রুফ মাস্কারা বা লং-ওয়্যার ফাউন্ডেশনে যে ধরনের উপাদান থাকে, নারকেল তেলের রিচ লিপিড তার সঙ্গে সহজেই মিশে যায়। ফলে ত্বকে খুব বেশি ঘষাঘষি করার প্রয়োজন পড়ে না। সহজেই মেকআপ গলে যায়।

কীভাবে ব্যবহার করবেন : নারকেল তেল অত্যন্ত 'কমেডোজেনিক', অর্থাৎ এটি ত্বকের লোমকূপ বন্ধ করে দিতে পারে। তাই নারকেল তেল দিয়ে মেকআপ তোলার পর অবশ্যই ভালো ওয়াটার-বেসড ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে।

শ্যাম্পুর বিকল্প রিঠা : রিঠার মধ্যে রয়েছে 'স্যাপোনিন' নামক একটি উপাদান। যা আসলে প্রাকৃতিক সারফ্যাক্ট্যান্ট বা ফেনা তৈরি করার উপাদান। বাজার চলতি শ্যাম্পুর রাসায়নিক উপাদান বা সালফেট স্ক্যাল্পের প্রাকৃতিক অ্যাসিড বেরিয়ার বা পিএইচ নষ্ট করে দেয়, যার ফলে স্ক্যাল্প আরও বেশি তেল তৈরি করে। কিন্তু রিঠার স্যাপোনিন চুলের কিউটিকলকে মসৃণ রাখে এবং ফাঙ্গাল ইনফেকশন দূরে রাখে।

চোট ! ব্রাজিলের প্রথম অনুশীলনে অনুপস্থিত নেইমার

ব্রাসিলিয়া, ২৮ মে : বুধবার ব্রাজিলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে ধাক্কা লাগলো। কারণ নেইমার ডাক্তারি পরীক্ষা করানোর জন্য জাতীয় দলের প্রথম অনুশীলনে অংশ নিতে পারেননি। যার ফলে দলে তার জায়গা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) নিশ্চিত করেছে যে, নেইমার তার ডান পায়ের কাফ মাসলের চোট থেকে সেরে উঠছেন, তিনি গ্রাঞ্জা কোমারিতে তাদের নিজস্ব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত

রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে অংশ নেননি। কারণ ইমেজিং পরীক্ষার জন্য তাকে তেরেসোপলিসের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে পাঠানো হয়েছে।

এক বিবৃতিতে সিবিএফ বলেছে, ব্রাজিল জাতীয় দলের মেডিক্যাল স্টাফ তাদের মূল্যায়ন সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আর কোনও তথ্য প্রকাশ করা হবে না, কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ব্রাজিলের প্রশিক্ষণ শিবিরের দ্বিতীয় দিনে নেইমারের অনুপস্থিতি প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

মারাকানায় রবিবার পানামার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে ব্রাজিল গ্রাঞ্জা কোমারিতে আরও তিনটি অনুশীলন সেশন করবে।

ম্যানেজার কার্লো আনচেলোত্তি ওই ম্যাচের জন্য ইতোমধ্যেই তিনজন খেলোয়াড়কে পাচ্ছেন না। এরা হলেন ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালহেস ও মার্কুইনহোস এবং ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি। কারণ শনিবার আর্সেনাল ও প্যারিস সেন্ট-জার্মেইনের মধ্যকার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে খেলছেন।

নেইমারের বিশ্বজয়ের এটাই সেরা সুযোগ : ভিনি

রিও, ২৮ মে : কাতার বিশ্বকাপের আগে থেকে আর্জেন্টিনা শিবিরের একটা বিষয় স্পষ্ট বোঝা যেত। যার কেন্দ্রে ছিলেন লিওনেল মেসি। দলের কিংবদন্তি সদস্যের প্রতি শিবিরের অন্য সকলের ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আবেগ। সবাই যেন তৈরি ছিলেন মেসির জন্য প্রাণ দেওয়ার জন্য।

আসন্ন বিশ্বকাপে ব্রাজিল শিবিরে কি সেই ছবি দেখা যাবে নেইমারকে কেন্দ্র করে? সাম্প্রতিক সময়ে দেশের এক নম্বর মহাতারকার জন্যও কি জীবন-মৃত্যুর বাজি খেলতে তৈরি থাকবেন দলের বাকিরা? অন্তত ভিনিসিয়াস জুনিয়র সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে যা বলেছেন, তাতে আশ্বস্ত হতেই পারেন নেইমার-অনুরাগীরা। আসলে ব্রাজিলের হয়ে নেইমার শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে নামবেন কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। কারণ শেষ কয়েক বছর ধরেই ক্রমাগত চোটে ভুগছেন সাম্বা তারকা। বিশ্বকাপ দলে ডাক পাওয়ার পর ফের চোট পেয়েছেন নেইমার। এই পরিস্থিতিতে ভিনিসিয়াসের বার্তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

এক সাক্ষাৎকারে তরুণ ফরোয়ার্ড বলেছেন, 'নেইমার আমাদের আদর্শ। শুরু থেকেই আমি ওর ভক্ত। সবসময় ও আমাকে সাহায্য করেছে। ওর ফুটবলজীবনের সূচনা থেকেই আমি ওকে অনুসরণ করছি। ওর সাফল্যে আমি খুশিই হই। এত চোট, এত যন্ত্রণার পরও জাতীয় দলে ও ফিরে এসেছে। আর এই দুর্দান্ত দলের সঙ্গে বিশ্বজয়ী হওয়ার একটা শেষ সুযোগ ও পাচ্ছে।' ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি শেষ পর্যন্ত কাপ-স্কোয়াডে ডেকেছেন নেইমারকে। তবে তাঁর আমলে দীর্ঘদিন জাতীয় দলে ব্রাত্য ছিলেন এই মহাতারকা। সেসময় নেইমারের মনের অবস্থা কেমন ছিল, তাও ফাঁস করেছেন ভিনিসিয়াস। 'প্রতিটি ম্যাচের জন্য জাতীয় দল ঘোষণার পর নেইমারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। প্রত্যেকবার। আর ও একটা কথাই বলত, 'আন্সেলোত্তি এবারও আমাকে ডাকল না! খুব খারাপ লাগছে।' কিন্তু আমি ওকে সান্ত্বনা দিতাম, বলছিলেন ব্রাজিলের নতুন তারা, 'বলতাম যে, কোচ নিশ্চিতভাবেই তোমাকে ভরসা করে। ঠিক সময়ে তুমি সুযোগ পাবে। কোচ অবশ্যই তোমাকে ডাকবে দলে।' ৩৪ বছরের নেইমারের পাশাপাশি এবার বিশ্বকাপ দলে ডাক পেয়েছেন এনড্রিকও। ১৯ বছরে প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে চলা ফরোয়ার্ডের উত্তেজনার কথাও প্রকাশ করেছেন ভিনিসিয়াস। তাঁর কথায়, 'বিশ্বকাপ নিয়ে খুব চিন্তায় ছিল। বারবার জিজ্ঞাসা করত, দলে জায়গা পাবে কি না? আমি প্রতিবার বলতাম যে, 'একটু ধৈর্য ধরো। তুমি আমাদের সঙ্গী হবে বিশ্বকাপে।' এনড্রিক খুবই তরুণ এবং মাত্র ১৯ বছর বয়সে নিজের প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে নামার সুযোগ তো আর সবাই পায় না।'

বিশ্বকাপ দেখতে 'ঘটি-বাড়ি' বিক্রি

লন্ডন, ২৮ মে : খেলা পাগল খুঁজতে গেলে ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যাবে। কলকাতা থেকে শুরু করে বিশ্বে সংখ্যাটা হয়তো গুনে শেষ করা যাবে না। কিন্তু ইংল্যান্ডের সুপারফ্যান অ্যান্ডি মিলনে যা করতে চলেছেন সেটা তাঁকে বিশ্বের পাগল ফ্যানদের মধ্যে শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। ৬২ বছর বয়সী এই সমর্থক এবার নিজের বাড়ি বিক্রি করে ফিফা বিশ্বকাপ দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমেরিকা, ক্যানাডা ও মেক্সিকোয় আয়োজিত আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য তিনি নিজের দ্বিতীয় বাড়িটি বিক্রি করতে চলেছেন। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের জার্সি পরে হাতে প্রতীকী বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে তাঁর একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। সেই থেকেই ফুটবল মহলে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন মিলনে। পরে ২০২৪ সালে স্পোর্টস পার্সোনালিটি অব দ্য ইয়ার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবেও উপস্থিত ছিলেন তিনি।

বর্তমানে থাইল্যান্ডে বসবাসকারী এই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ইতোমধ্যেই মোট ন'টি বিশ্বকাপ দেখেছেন। এর মধ্যে আটটি পুরুষদের এবং একটি মহিলাদের বিশ্বকাপ। এবারও ইংল্যান্ড দলের পাশে থাকতে সাত সপ্তাহের দীর্ঘ সফরের পরিকল্পনা করেছেন তিনি। এমনকি ফাইনাল পর্যন্ত প্রতিটি ম্যাচের টিকিটও জোগাড় করে ফেলেছেন।

চোট আঘাত নিয়ে চিন্তায় আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি

বুয়েনস আয়ারস, ২৮ মে : ফিফা বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর মাত্র ১৫ দিন। এমন আবহে শেষ ল্যাপের প্রস্তুতি সারছে দলগুলি। কিন্তু গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা দলের হেড কোচ লায়োনেল স্কালোনির কার্যত মাথায় হাত। এমএলএস-র ম্যাচ খেলার সময়ে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন লিওনেল মেসি। তা নিয়ে চিন্তায় আর্জেন্টিনা শিবির। তবে শুধু মেসিই নন, বিশ্বকাপের আগে স্কালোনির চিন্তা বেড়েছে দলের আরও ছয় গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের চোটে। বিশ্বকাপে এখনও অনিশ্চিত তাঁরা। কারা রয়েছেন সেই তালিকায়?

গত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের পিছনে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। কিন্তু গত সপ্তাহে ইউরোপা লিগ ফাইনালের আগে হাতের আঙুল ভাঙে তাঁর। সেই ভাঙা আঙুল নিয়েও খেলেছেন ম্যাচ। তবে বিশ্বকাপের আগে তাঁর খেলা নিয়ে বাড়ছে অনিশ্চয়তা।

তালিকায় নাম রয়েছে টটেনহ্যামের ডিফেন্ডার ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোর। ডান পায়ের হাঁটুতে লিগামেন্টে সমস্যা রয়েছে তাঁর। সেই চোট এখনও সারেনি। আর্জেন্টিনার দুই রাইটব্যাক নাহুয়েল মোলিনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ) ও গঞ্জালো মন্তিয়েলও (রিভার প্লেট) ভুগছেন পেশির সমস্যায়। দু'জনেই আছেন স্কালোনির লিস্টে।

ইতালিয়ান ক্লাব কোমোর মিডফিল্ডার নিকো পাজও হাঁটুর চোটের জন্য খেলতে পারেননি শেষ ম্যাচে। এর পাশাপাশি আতলেতিকো মাদ্রিদের উইঙ্গার নিকোলাস গঞ্জালেজও পেশির চোটের রিকভারির চূড়ান্ত পর্যায়ে আছেন। এই নিয়ে মুখ খুলেছেন স্কালোনি। চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণার আগে এই প্লেয়ারদের ফিটনেস টেস্ট করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এমনটাই জানান। আর্জেন্টিনার হেড কোচ বলেন, 'এখন আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। নতুন মেডিক্যাল টেস্টের পরে জানা যাবে কী অবস্থায় আছে ওরা। এখনও অনেক ফুটবলারকে নিয়ে সন্দেহ এবং ফিটনেস নিয়ে সমস্যা রয়েছে। পরের কয়েকদিনের মধ্যেই এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব আমরা।' ১৭ জুন আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে যাত্রা শুরু করবে আর্জেন্টিনা। তার আগে মেসি-সহ এই ছয় ফুটবলার ফিট হন কি না, সে দিকেই থাকবে নজর।

মরক্কো বিশ্বকাপ দলে অভিজ্ঞতা-তারুণ্যের ককটেল

রাবাত, ২৮ মে : কাতার বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠে চমক দেখানোর পর আরও একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে লড়তে যাচ্ছে মরক্কো। ২০২৬ বিশ্বকাপে নিজেদের বিশ্ব ফুটবলের পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে মঙ্গলবার (২৬ মে) রাতে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন মরক্কোর কোচ মোহাম্মদ ওহবি। আসন্ন বিশ্বকাপে মরক্কোকে অন্যতম 'ডার্কহর্স' হিসেবে বিবেচনা করছেন বিশ্লেষকেরা। টুর্নামেন্টের গ্রুপ 'সি'-তে মরক্কোর প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল, স্কটল্যান্ড এবং হাইতি। ঘোষিত স্কোয়াডে গোলরক্ষক হিসেবে ডাক পেয়েছেন ইয়াসিন বুনু (আল হিলাল), মুনির এল কাজুই (আরএস বারকান) ও আহমেদ রেদা তাগনাউতি (এএস ফার)। রক্ষণভাগে আছেন নুসায়ের মাজরাউই (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), আনাস সালাহ-এদ্দিন (পিএসভি), ইউসেফ বেলাম্মারি (আল আহলি), নায়েফ আগুয়ের্দ (মার্শেই), শাদি রিয়াদ (ক্রিস্টাল প্যালেস), ঈসা দিওপ (ফুলহ্যাম), রেদুয়ান হালহাল (মেচালেন), আশরাফ হাকিমি (পিএসজি) এবং জাকারিয়া এল ওয়াহদি (গেঙ্ক)। মাঝমাঠের দায়িত্ব সামলাবেন সামির এল মৌরাবেত (স্ট্রাসবুর্গ), আইয়ুব বুয়াদি (লিল), নিল এল আয়নাউই (এএস রোমা), সোফিয়ান আমরাবাত (রিয়াল বেতিস), আজুদ্দিন উনাহি (জিরোনা), বিলাল এল খানুস (স্টুটগার্ট) ও ইসমাইল সাইবারি (পিএসভি)। আক্রমণভাগে মরক্কোর ভরসা আব্দে ইজ্জালজুলি (রিয়াল বেতিস), শামস উদ্দিন তালবি (সান্ডারল্যান্ড), সৌফিয়ানে রাহিমি (আল আইন), আইয়ুব এল কাবি (অলিম্পিয়াকোস), ব্রাহিম দিয়াজ (রিয়াল মাদ্রিদ), ইয়াসিন গেসিম (স্ট্রাসবুর্গ) এবং আইয়ুব আমাইমুনি (আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট)। এছাড়া রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে রাখা হয়েছে এল মেহদি আল হারার (রাজা কাসাব্লাঙ্কা), আমিনে সাবি (অঁজের) ও মারওয়ান সাদানে (আল ফাতেহ)-কে। আগামী ১৪ জুন শক্তিশালী ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে মরক্কো। এরপর ২০ জুন স্কটল্যান্ড এবং ২৫ জুন হাইতির বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে অ্যাটলাস সিংহরা।

'ডার্ক হর্স' হয়ে উঠবে তিউনিসিয়া

তিউনিস, ২৮ মে : ছ'টা বিশ্বকাপে খেলে একটাতেও গ্রুপ পর্বের গণ্ডি পেরোতে পারেনি তারা। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েও নেই প্রথম ৩০ দলের মধ্যে। তাই আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপের আগেও অনেকেই 'আন্ডারডগ' হিসেবেই দেখছে তিউনিসিয়াকে। তবে বিশ্বকাপের আগে হঠাৎই চর্চায় উঠে এসেছে উত্তর আফ্রিকার এই দেশ। নেপথ্যে রয়েছে একটি পরিসংখ্যান। কারণ বাছাই পর্বে একটা ম্যাচেও গোল হজম না করে তিন বা তার বেশি গোলের ব্যবধানে। সব মিলিয়ে বাছাই পর্বের ১০ ম্যাচে ৯টিতে জয় ও একটি ড্র করে তিউনিসিয়া। মোট ২২ গোল করলেও একবারও গোল হজম করেনি তারা।

দুর্ভেদ্য ছিলেন গোলকিপার আইমেন দাহমেন। তবে শুধু গোলকিপার বা ডিফেন্সের কৃতিত্ব নয়, বরং দলগত পারফর্ম্যান্সের মাধ্যমেই এই নজির গড়েছে তিউনিসিয়া। পুরো বাছাই পর্বে

টিম প্রি-ভিউ

বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে তারা। দুর্ভেদ্য থেকেছেন গোলকিপার এবং ডিফেন্ডাররা। আসন্ন বিশ্বকাপের 'ডার্ক হর্স' হয়ে উঠতে পারবে তিউনিসিয়া? বাছাই পর্বে লাইবেরিয়া, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, সাও তোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে, মালাউইয়ি এবং নামিবিয়ার সঙ্গে একই গ্রুপে ছিল তিউনিসিয়া। শুরু থেকেই দাপট দেখায় উত্তর আফ্রিকার এই দেশ। ২০২৩ সালের নভেম্বরের উইন্ডোতে প্রথম দুই ম্যাচেই জয় তুলে নেয় তারা। ২০২৪ সালের জুনে ইকুয়েটোরিয়াল গিনিকে হারায়। ড্র করে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, বাছাইপর্বে এটাই ছিল তিউনিসিয়ার একমাত্র ড্র। ২০২৫ সালে আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেয় 'কার্থেজ ঈগলস'রা। টানা ছয় ম্যাচে জয় তুলে নেয় উত্তর আফ্রিকার এই দেশ। এর মধ্যে তিনটি ম্যাচে জেতে তিউনিসিয়ার হয়ে গোল করেছেন মোট ১৪ জন আলাদা ফুটবলার।

তবে বিশ্বকাপের মূলপর্বে তিউনিসিয়ার ইতিহাস খুব একটা উজ্জ্বল নয়। ছয়বার খেলে এখনও পর্যন্ত একবারও গ্রুপ পর্বের গণ্ডি পেরোতে পারেনি তারা। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে ফ্রান্স, ডেনমার্ক এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গে একই গ্রুপে থেকেও লড়াই করেছিল তিউনিসিয়া। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ড্র এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে অল্প ব্যবধানে হারার পরে শেষ ম্যাচে ফ্রান্সকে হারিয়ে চমক দিয়েছিল তারা। এবারও কঠিন পরীক্ষার সামনে উত্তর আফ্রিকার দেশটি। গ্রুপ F-এ তাদের প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস, জাপান এবং সুইডেন। তবে বাছাই পর্বে যে ভাবে অপ্রতিরোধ্য থেকেছে তিউনিসিয়া, তাতে বড় অঘটন ঘটাতে পারে তারা।

বিশ্বকাপ বলে ডিভাইস সহ থাকছে যেসব আশ্চর্যজনক প্রযুক্তি

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে আর কয়েকদিন বাকি। কিন্তু তার আগে চর্চা শুরু হয়েছে অ্যাডিডাসের তৈরি অফিসিয়াল বল 'ট্রাইওন্ডা'কে নিয়ে। তিন আয়োজক দেশকে সম্মান জানিয়ে তৈরি এই বলে রয়েছে ডিপ-সিম প্রযুক্তি ও ৫০০ হার্ৎজ মোশন সেন্সর। ভিএআর সিদ্ধান্তকে নির্ভুল করতে বলের স্থিতিশীলতা বাড়াবে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো এই তিন দেশের নামের সমন্বয়ে রাখা হয়েছে 'ট্রাইওন্ডা'। এতে ব্যবহার করা হয়েছে তিন দেশের পতাকার রং-নীল, লাল এবং সবুজ। এই বলে উন্নত ট্র্যাকিং ডিভাইস হিসাবেও কাজ করবে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে বলের ভেতরের প্রযুক্তিতে। এতে একটি অত্যাধুনিক মোশন সেন্সর চিপ বসানো হয়েছে, যা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫০০ বার ডেটা সংগ্রহ করতে পারে। ফলে বল কখন, কোথায়, কী গতিতে যাচ্ছে বা কোনও খেলোয়াড় সেটিকে স্পর্শ করছে, সব তথ্যই সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে।

সেন্সরটির ওজন মাত্র ১৪ গ্রাম। আগেও ফুটবলে প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে, তবে এবার তাকে আরও উন্নত করা হয়েছে। এমনভাবে সেন্সরটি বসানো হয়েছে যাতে বলের স্বাভাবিক ওজন, গতি বা বাউন্সে কোনও পরিবর্তন না আসে।

নতুন এই বলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পাওয়ার সিস্টেম। বলের ভেতরের সেন্সর চালু রাখতে ম্যাচ শুরুর আগে এটিকে চার্জ করতে হবে। একবার সম্পূর্ণ চার্জ হলে তা থাকবে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত।

বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাবে না যে বলের ভেতরে এমন কোনও প্রযুক্তি রয়েছে। ই প্রযুক্তি ভিএআর (ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি) ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্টেডিয়ামের ক্যামেরা এবং বলের ভেতরের সেন্সর একসঙ্গে কাজ করে প্রতিটি ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ দিতে পারবে। 'ট্রাইওন্ডা' শুধু একটি বল নয়, বরং এটি হবে খেলার প্রতিটি মুহূর্তকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করার একটি স্মার্ট প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি দেখে বিশ্ব ফুটবল বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়েছেন। এবার দেখার অপেক্ষা ট্রাইওন্ডার কেরামতি!

নেই ভারত, রয়েছেন 'ভারতীয়'রা ?

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : ভারতীয় ফুটবল দলের কাছে বিশ্বকাপে খেলা এখনও স্বপ্ন। তবে ভারত না খেললেও আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপে খেলতে পারেন ভারতীয়রা। অবাক হচ্ছেন? তিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারকে দেখা যেতে পারে আসন্ন বিশ্বকাপে। কাতারের দুই ফুটবলার এবং নিউজিল্যান্ডের এক ফুটবলার জায়গা পেয়েছেন বিশ্বকাপের স্কোয়াডে। সব ঠিক থাকলে জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে দেখা যেতে পারে তাঁদের। চিনে নিন এই তিন তারকাকে।

নিয়াল ম্যাসন (কাতার)

ইংল্যান্ডে জন্ম নিয়ালের। তাঁর মা ভারতীয় এবং বাবা আমেরিকান। রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে পেশাদার ফুটবলে হাতেখড়ি নিয়ালের। কাতার, স্পেন এবং ইংল্যান্ডের বিভিন্ন লিগে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। ২০২১ সালে পাকাপাকি ভাবে কাতারে যান তিনি।

২০২৬ সালেই প্রথম ডাক পান কাতারের জাতীয় ফুটবল দলে। কাতার স্টারস লিগে ভালো পারফর্ম করে এবার সুযোগ পেয়েছেন বিশ্বকাপের স্কোয়াডে। নজর থাকবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ফুটবলারের দিকে। তবে এখনও পর্যন্ত কাতারের জাতীয় দলে অভিষেক হয়নি তাঁর।

সরপ্রীত সিং (নিউজিল্যান্ড)

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের মধ্যে বিশ্বমঞ্চে পরিচিত নাম সরপ্রীত সিং। ২০১৯ সালে বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি। প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার হিসেবে খেলেছিলেন জার্মানির শীর্ষস্তরের লিগে। জার্মানি, পর্তুগাল, সার্বিয়াতে সাত বছর খেলার পর চলতি বছরেই নিউজিল্যান্ডের ক্লাব ওয়েলিংটন ফিনিক্সে যোগ দিয়েছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। কিউয়িদের হয়ে ২৬ ম্যাচ খেলে তিনটি গোল ও সাতটি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। তাই বিশ্বকাপে নজর থাকবে এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারের দিকে।

তাহসিন মহম্মদ (কাতার)

কাতারের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন ১৯ বছর বয়সি এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার। তাহসিনের মা-বাবা, দু'জনেরই জন্ম কেরালায়। তাহসিন যদি বিশ্বকাপে খেলেন, তা হলে প্রথম মালয়ালি ফুটবলার হিসেবে এই টুর্নামেন্টে খেলার রেকর্ড গড়বেন তিনি। কাতারের জাতীয় দলের হয়ে দুটো ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তবে কোনও গোল বা অ্যাসিস্ট পাননি। নজর থাকবে এই তরুণ ফুটবলারের দিকে।

বিশ্বকাপ দলে স্থান না পেয়ে প্রতিবাদ

লন্ডন, ২৮ মে : বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি নেই তিন সপ্তাহও। একে একে চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করছে অংশগ্রহণকারী সব দেশ। তবে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি চর্চা ও বিতর্কের মুখে পড়েছে ইংল্যান্ড। হেড কোচ টমাস তুচেল বাদ দিয়েছেন একাধিক তারকা ফুটবলারকে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে ম্যানচেস্টার সিটির তারকা ফুটবলার ফিল ফডেনেরও। ভালো ফর্মে থাকলেও এই তরুণ ফুটবলারকে বিশ্বকাপের দলে জায়গা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে তোলপাড় ইংলিশ ফুটবল। এবার তার বাবাকে দল থেকে বাদ দেওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিল ফডেনের সাত বছরের ছেলে রনি। তার ইন্সটাগ্রাম পোস্ট ঘিরে চলছে চর্চা। ১২ জুন থেকে আমেরিকা, ক্যানাডা ও মেক্সিকোয় শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল । সেই মেগা টুর্নামেন্টের জন্য ইংল্যান্ডের দলে জায়গা হয়নি ফডেনের। এক ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডের দাবি, নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে ফিল ফডেনের একজন সমর্থকের চিঠি শেয়ার করে সাত বছর বয়সি রনি।

সেই চিঠিতে লেখা ছিল, 'বড় টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়া অবশ্যই কষ্টের। আমরা কখনওই বুঝব না তোমার মনে কী চলছে। তবে আমরা এটুকুই জানি, তুমি একজন অসাধারণ ফুটবলার। খারাপ সময় সবার জীবনেই আসে। তুমিও সেটার মধ্যে দিয়েই যাচ্ছ। পারফর্ম্যান্স নিয়ে সমালোচনায় ভেঙে পড়ো না।'

২০২৬ বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্ব : জমে উঠবে শুরু থেকেই

জুরিখ, ২৮ মে : নেদারল্যান্ডস বনাম জাপান: নিয়ন্ত্রিত ইউরোপীয় শক্তির সামনে জাপানের গতিময় শৃঙ্খলা। নেদারল্যান্ডস বনাম জাপান। এই ম্যাচটি কেবল দুই দলের লড়াই নয়, বরং ফুটবলের দুই ভিন্ন দর্শনের আকর্ষণীয় সংঘর্ষ। একদিকে 'ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ'খ্যাত নেদারল্যান্ডসের নিয়ন্ত্রণভিত্তিক এবং উচ্চ প্রেসিংয়ের ফুটবল আর অন্যদিকে জাপানের শৃঙ্খলাবদ্ধ গতি, দ্রুত সিদ্ধান্ত ও বিদ্যুৎগতির ট্রানজিশন। নেদারল্যান্ডস সাধারণত বল দখলকে ভিত্তি করে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। উইংয়ের বিস্তার, মাঝমাঠের ধারাবাহিক চাপ এবং আক্রমণে গতি। সবমিলিয়ে তারা প্রতিপক্ষকে ধীরে ধীরে শক্তিহীন করার কৌশল নেয়। অন্যদিকে, জাপান ফুটবল সাম্প্রতিক সময়ে নিজেদের আলাদা করে চিনিয়েছে সংগঠিত দলগত গঠন ও দ্রুত পরিবর্তনের সক্ষমতায়। রক্ষণ থেকে আক্রমণে ওঠার গতি এবং প্রতিপক্ষের ভুল কাজে ফাঁসিয়ে দেওয়ার দক্ষতা তাদের অন্যতম বড় শক্তি। বিশেষ করে জায়গা খুঁজে নেওয়ার ক্ষমতা বড় দলের বিপক্ষে তাদের কার্যকর করে তোলে।

এই ম্যাচে তাই দেখা যাবে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণ বনাম এশীয় গতিময়তার এক সূক্ষ্ম লড়াই। বল দখলের আধিপত্য নাকি দ্রুত পাল্টা আক্রমণের কার্যকারিতা, কে ম্যাচের রাশ ধরবে, সেটাই হয়ে উঠবে এই ম্যাচের মূল প্রশ্ন।

বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্ব : জমে উঠবে শুরু থেকেই

জুরিখ, ২৮ মে : কলম্বিয়া বনাম পর্তুগাল : দুই মহাদেশের দুই শক্তিশালী দাবিদারের লড়াই কলম্বিয়া বনাম পর্তুগাল ম্যাচ। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে এটি এমন এক ম্যাচ, যেখানে দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিভা আর ইউরোপের কৌশলগত পরিপক্কতা মুখোমুখি দাঁড়াবে। দুই দলই টুর্নামেন্টে নিজেদেরকে শিরোপার অন্যতম দাবিদার হিসেবে প্রমাণ করার জন্য মাঠে নামবে।

কলম্বিয়া তাদের খেলার মূল শক্তি হিসেবে ধরে রেখেছে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, গতি এবং আক্রমণভাগের সৃজনশীলতা। প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার পাশাপাশি দ্রুত আক্রমণে সুযোগ তৈরি করাই কলম্বিয়ার প্রধান কৌশল।

অন্যদিকে পর্তুগাল পরিচিত শক্তি। তাদের পরিচিতি প্রযুক্তিনির্ভর, সংগঠিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ ফুটবলের জন্য। বল দখল, মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পিত আক্রমণ, এই তিনটি দিকই তারা শক্তিশালী করে তুলেছে। একই সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও তারকাবহুল স্কোয়াড তাদের আলাদা করে রেখেছে। এই ম্যাচে মূল আকর্ষণ থাকবে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের পাশাপাশি আক্রমণের কার্যকারিতায়। কে দ্রুত রক্ষণ থেকে আক্রমণে যেতে পারবে, কে নিজের খেলার ধরন শুরু থেকেই বিপক্ষের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে, সেই লড়াইই নির্ধারণ করবে ম্যাচের গতিপথ।

মেলেনি ভিসা, তবুও বিশ্বকাপের স্বপ্নে মজে হাইতির 'ঘরের ছেলে'

পোর্ট ও প্রিন্স, ২৮ মে : গ্যাং-ওয়ারে বিপর্যস্ত দেশ। তবুও চোখে স্বপ্ন আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপে নজর কাড়ার। শেষবার ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল হাইতি। সেটাই প্রথম এবং শেষ। তার পরে কেটে গিয়েছে ৫২ বছর। খরা কাটিয়ে ফের আসন্ন বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে হাইতি। আর এই মেগা টুর্নামেন্টে হাইতির হয়ে খেলবেন 'ঘরের ছেলে' উডেনস্কি পিয়েরে। কেন ঘরের ছেলে তিনি? কারণ বিশ্বকাপে হাইতির ২৬ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াডের ২৫জনই থাকেন না হাইতিতে। খেলেন বিদেশের বিভিন্ন লিগে। আর সেই উডেনস্কিই এখনও আমেরিকার ভিসা পাননি। ফলে আসন্ন বিশ্বকাপে তাঁর খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। এই

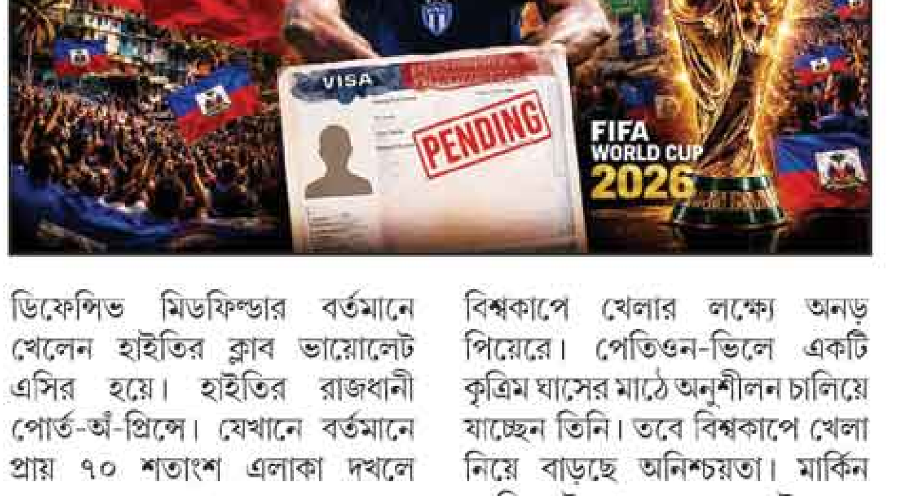

ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার বর্তমানে খেলেন হাইতির ক্লাব ভায়োলেট এসির হয়ে। হাইতির রাজধানী পোর্ত-অঁ-প্রিন্সে। যেখানে বর্তমানে প্রায় ৭০ শতাংশ এলাকা দখলে রয়েছে ভয়াবহ সশস্ত্র গ্যাংদের। তবুও বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্যে অনড় পিয়েরে। পেতিওন-ভিলে একটি কৃত্রিম ঘাসের মাঠে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তবে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বাড়ছে অনিশ্চয়তা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের কঠোর নীতির কারণে পিয়েরে এবং হাইতি ফুটবল ফেডারেশনের একাধিক কর্মকর্তা এখনও ভিসা পাননি। তবে এখনও সমস্যা সমাধানের সুযোগ ও সময় রয়েছে পিয়েরের কাছে। বিশ্বকাপের আগে এই ফুটবলার ভিসার অনুমোদন পেয়ে যাবেন বলেই আশাবাদী হাইতি ফুটবল ফেডারেশনের মুখপাত্র থেসিউক্স জঁতি। আর হাইতির এবারের বিশ্বকাপ খেলার সঙ্গে প্রথমবার ১৯৭৪-এ বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার এক অদ্ভুত সমাপতন রয়েছে। সে বারের বিশ্বকাপ দলে একজন ছাড়া সকলেই তখন হাইতিতেই বাস করতেন এবং খেলতেন। আর এবার শুধু পিয়েরেই থাকেন হাইতিতে। এই নিয়ে মুখ খুলেছেন থেসিউক্স। তিনি বলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আশায় অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে পিয়েরে। বিশ্বকাপের পর ওকে যেন আর হাইতিতে থাকতে না হয়, সেটাই আশা করি। এটা ওর জন্য গোটা বিশ্বের সামনে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ। হয়তো কোনও বড় ক্লাবের চুক্তিও পেতে পারে।' হাইতির ফুটবলার এবং কর্মকর্তারা ইতোমধ্যেই ফ্লোরিডায় পৌঁছে গিয়েছেন। মঙ্গলবার থেকে অনুশীলনও শুরু হয়েছে। আরও তিন জন ফুটবলারের বুধবার যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। বিশ্বকাপে নামার আগে নিউজিল্যান্ড ও পেরুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে হাইতি। বিশ্বকাপে তাদের গ্রুপে রয়েছে স্কটল্যান্ড, ব্রাজিল ও মরক্কো। ১৩ জুন স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে যাত্রা শুরু হবে হাইতির।

জ্যাভলিনে বিশ্বরেকর্ড সুমিত আন্তিলের

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : আবারও ইতিহাস গড়লেন ভারতের তারকা প্যারা জ্যাভলিন থ্রোয়ার সুমিত আন্তিল। অষ্টম ইন্ডিয়ান ওপেন আন্তর্জাতিক প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো এফ-৬৪ বিভাগে নিজস্ব বিশ্বরেকর্ড ভেঙে নতুন নজির গড়লেন ২৭ বছর বয়সি অ্যাথলিট।

৭৪.৮২ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন থ্রো করে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়লেন সুমিত। এর আগে ২০২২ সালের এশিয়ান প্যারা গেমসে (হাংঝো) ৭৩.২৯ মিটার থ্রো করে যে রেকর্ড গড়েছিলেন। নিজের সেই নজিরকেই এবার ছাপিয়ে গেলেন হরিয়ানার এই অ্যাথলিট। টোকিও ২০২০ এবং প্যারিস ২০২৪ প্যারালিম্পিকে পরপর সোনা জেতা সুমিত এই টুর্নামেন্টেও ছিলেন অনন্য। আরও একবার আধিপত্য দেখিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন তিনি। এই ইভেন্টে মহারাষ্ট্রের সন্দীপ সারগারের ৬২.৮৮ মিটার থ্রো রুপো এনে দেয় তাঁকে। আর রাজস্থানের সন্দীপ ৬১.৮৩ মিটার থ্রো করে ব্রোঞ্জ পান।

ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের অন্যান্য ইভেন্টেও নজর কেড়েছেন একাধিক অ্যাথলিট। পুরুষদের হাই জাম্প টি-৬৪ বিভাগে প্যারালিম্পিক পদকজয়ী প্রবীণ কুমার ২.০০ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে সোনা জেতেন। একই ইভেন্টে বরুণ সিং ভাটি ১.৮৪ মিটার রুপো পান। মহিলাদের ৪০০ মিটার টি-২০ ইভেন্টে টোকিও প্যারালিম্পিকের সোনাজয়ী দীপ্তি জীবনজি ৫৭.৮৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম হন। পুরুষদের ৪০০ মিটার টি-৪৭ বিভাগে মহারাষ্ট্রের দিলীপ গাভিত ৪৭.৬৪ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে সোনা জেতেন। পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো এফ-৪৬ বিভাগে হরিয়ানার রিঙ্কু ৬১.৭০ মিটার থ্রো করে সোনা জেতেন। উত্তরপ্রদেশের অজিত সিং (৬০.৭২ মিটার) এবং রবি কুমার (৫৯.৩৩ মিটার) যথাক্রমে রুপো ও ব্রোঞ্জ পান।

আইপিএল কোয়ালিফায়ার ২, বৈভবকে কাবু করাই প্রথম কাজ হবে সিরাজ-রাবাদার

নিউ চণ্ডীগড়, ২৮ মে : শুক্রবার মুলানপুরে আইপিএল কোয়ালিফায়ার ২-তে রাজস্থান রয়্যালসের মুখোমুখি হবে গুজরাট টাইটান্স। এই ম্যাচে বিধ্বংসী বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশীকে থামানো এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী টপ-অর্ডারকেও জ্বলে ওঠা প্রথম কাজ হবে গুজরাটের। দুই দলের মধ্যে আগের ম্যাচে একটি ছক্কা হাঁকানোর পর মোহাম্মদ সিরাজ শর্ট বলে সূর্যবংশীকে আউট করেছিলেন। সূর্যবংশীর চোখধাঁধানো ছক্কার শিকার হয়েছিলেন কাগিসো রাবাদাও।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে প্রথম এলিমিনেটরে ২৯ বলে ৯৭ রানের এক অসাধারণ ইনিংস খেলেছেন ১৫ বছর বয়সী বৈভব সূর্যবংশী। মুল্লানপুরের পিচটিও ব্যাটিং সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সূর্যবংশী বোলারের বাউন্স তোয়াক্কা না করে প্রতিটি বল মাঠের বাইরে পাঠাতে চাইবেন। ঠিক যেমনটা তিনি প্যাট কামিন্সের বল মেরেছিলেন। ব্যাটিং সেনসেশন বৈভব একাধিকবার শর্ট বলে আউট হয়েছেন। সম্ভবত এই একটি জায়গাতেই টাইটান্স বোলাররা বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে চাইবেন।

এই মুহূর্তে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা রয়্যালস সূর্যবংশী এবং জোফ্রা আর্চারের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এই দুই খেলোয়াড়ই সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে এলিমিনেটরে তাদের কার্যকরভাবে জিতিয়েছেন। সূর্যবংশীর অসাধারণ বল মারার ক্ষমতার কাছে যশস্বী জয়সওয়াল পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছেন। তিন নম্বরে ধ্রুব জুরেল ভালো করেছেন। কিন্তু সূর্যবংশীর গড়ে দেওয়া ভিত্তির সুবিধা তিনি পেয়েছেন। অধিনায়ক রিয়ান পরাগের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী,

আইপিএলে আজ
দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার
গুজরাট টাইটান্স
বনাম
রাজস্থান রয়্যালস
স্থান : তিরা (পঞ্জাব)
সময় : ৭-৩০টা

বুধবার রয়্যালসের ২৬০ রান করা উচিত ছিল, কিন্তু ডেথ ওভারে তাদের এক ব্যাটিংয়ে ধস নামে।

অন্যদিকে, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর গুজরাট টাইটান্স আইপিএল ফাইনালে পৌঁছানোর আরও একটি সুযোগ পাচ্ছে। টাইটানস তাদের প্রথম তিন ব্যাটসম্যান- শুভমন গিল, সাই সুদর্শন এবং জস বাটলারের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। যদি তারা ভালো খেলতে না পারেন, তবে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাটিং গভীরতা রাজস্থান রয়্যালসের নেই।

আরসিবি-র বিপক্ষে যেমনটা হয়েছিল, তেমনভাবে যদি তারা ২৫০-এর বেশি রান দিয়ে বসে, তবে তা গিল এবং সুদর্শনের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। বোলিং তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলেও ধরমশালায় ডেথ ওভারে তারা ব্যর্থ হয়, যেখানে আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার, গুজরাটের হাত থেকে ম্যাচটি ছিনিয়ে নেন। ফিল্ডিং বিভাগেও টাইটানসকে বড় ধরনের উন্নতি করতে হবে। মিডল-অর্ডার এবং লোয়ার-অর্ডার খুব একটা ভরসা জোগায় না। কিন্তু গত ম্যাচে রাহুল তেওয়াটিয়ার করা রান কোয়ালিফায়ার ২-র জন্য অন্যতম ইতিবাচক দিক। বোলাররা যদি এই টুর্নামেন্টের বেশিরভাগ সময় ধরে যা করে আসছেন তার পুনরাবৃত্তি করতে পারেন, তবে কোয়ালিফায়ার ১-এর খারাপ দিন বাদ দিলে টাইটান্স রবিবারের ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য ফেভারিট হয়ে থাকবে। শহরটি প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু আরেকটি সূর্যবংশী স্পেশালের সম্ভাবনা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত জমকালো স্টেডিয়ামে হাজার হাজার দর্শককে টেনে আনবে।

আইকনিক 'ইয়র্কারে' শয়তানকে বোল্ড, হজে গিয়ে ভাইরাল আক্রম

মক্কা, ২৮ মে : ক্রিকেট থেকে অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন। কিন্তু বোলিং এখনও তাঁর রক্তে। তিনি 'সুইং অফ সুলতান', ওয়াসিম আক্রম। পবিত্র মক্কায় হজ পালন করতে গিয়ে তাঁর একটি ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল। সেখানে বোলিংয়ে উদ্যত হলেন তিনি। এবং 'ইয়র্কার' দিয়ে শয়তানকে বোল্ড করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক! ভিডিওয় কী দেখা গিয়েছে? মিনায় পবিত্র হজের ভিড়ের মাঝে সাদা এহরাম পরা একজন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন 'রামি আল-জামারাত' পালনের জন্য। বাইরে থেকে দেখলে আর পাঁচজন হাজির মতোই, কিন্তু ঠিক পাথরটা ছোড়ার আগের মুহূর্তে হঠাৎ যেন বদলে গেল দৃশ্যটা। শরীরটা একটু ঘুরল, নন-বোলিং হ্যান্ড উঠল, আর কবজির সেই পরিচিত মোচড় সময়টা থমকে দাঁড়িয়ে যেন পৌঁছে গেল ক্রিকেট মাঠে। এ তো সেই চেনা অ্যাকশন! পাথরটা ছুটে গেল লক্ষ্যভেদ করে। আর আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনের মুখে ফুটে উঠল হাসি। মনে হচ্ছিল, ধর্মীয় আচার আর ক্রিকেট, দুই-ই এক সুতোয় গাঁথা। ধর্মীয় আচার পালনের মাঝেও এমন এক পরিচিত ক্রিকেটীয় মুহূর্ত ইতিমধ্যেই ভাইরাল। এহেন ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে নস্ট্যালজিয়া। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, সত্যিকারের কিংবদন্তিদের বিশেষত্ব কখনও হারিয়ে যায় না। তা খেলার মাঠের গণ্ডি ছাড়িয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই থেকে যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এসিএ-র

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৮ মে : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যের খেলাধুলার উন্নয়নে অনেক পরিকল্পনা নিয়ে সেসবের রূপায়ণে যথেষ্ট যত্নশীল। বুধবার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিৎ শইকিয়ার উপস্থিতিতে আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এসিএ) কর্মকর্তারা মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের সময় কর্মকর্তারা অসমে বিশ্বমানের ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নয়নে তাঁর অবিচল সমর্থনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিশ্বরেকর্ড গড়ে বিশ্বকাপে সোনা জিতলেন এষা সিং

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : চলতি বছরই রয়েছে কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়াডের মতো মেগা প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাগুলিতে ভারতীয় শুটাররা বরাবর সাফল্য পেয়েছেন। এবার ভারতের পদক সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তুললেন এষা সিং। শুটিং বিশ্বকাপে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ২১ বছর বয়সি এই তরুণী। সঙ্গে জিতে নিলেন সোনার পদকও।

সিনিয়র এবং জুনিয়র-দুই পর্যায় মিলিয়েই বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন সোনার মেয়ে এষা। মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিলেন এষা। যোগ্যতা অর্জন পর্বে পঞ্চমস্থানে ছিলেন। কিন্তু পদক জয়ের লড়াই শুরু হতেই একেবারে অন্য মেজাজে এষা। খেতাবি যুদ্ধে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন গত অলিম্পিকে সোনাজয়ী ইয়াং জি ইন। তবে কঠিন লড়াইটা সেয়ানে সেয়ানে লড়েছেন ভারতের এষা। ৫০-এর মধ্যে ৪৩ স্কোর করেন তিনি। প্রথম তিনটে রাউন্ডেই পারফেক্ট টেন স্কোর করে প্রতিপক্ষদের অনেকটা পিছনে ফেলে দেন। শেষ পর্যন্ত ৪৩ পয়েন্টে থামেন এষা। মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে ৪৩ স্কোর করার নজির কারোর নেই। অতীতে কোনও শুটার এত পয়েন্ট স্কোর করতে পারেননি। জুনিয়র এবং সিনিয়র দুই পর্যায়ে নজির গড়ে সোনা জিতলেন এষা। চলতি বছরের শেষে শুটিং বিশ্বকাপ ফাইনালেও সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করেছেন তিনি। এষার থেকে অনেকখানি পিছিয়ে ৩৮ পয়েন্টে রুপো পান জার্মানির ডোরিন ভেনেকাম্প। ৩১ পয়েন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন বুলগেরিয়ার মিরোস্লোভা মিনচেভা। উল্লেখ্য, অতীতে এশিয়ান গেমসে পদক জিতেছেন এষা। এবারও পদক জয়ের হাতছানি রয়েছে তাঁর সামনে। এই ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকেরও। তবে যোগ্যতা অর্জন পর্বে ১২তম স্থানে থেকে তিনি ছিটকে যান।

আর জি বরুয়া ট্রায়াল কাম সিলেকশন শনিবার থেকে

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৮ মে : আর জি বরুয়া আন্তঃজেলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৬-এর জন্য অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগের ট্রায়াল কাম সিলেকশন ক্যাম্প আগামী ৩০ ও ৩১ মে ২০২৬ তারিখ সকাল ৮টায় ডিএসএ মাঠ, শিলচরে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ১ জুন ২০২৬ তারিখ থেকে কোচিং ক্যাম্প শুরু হবে। ১ সেপ্টেম্বর ২০১০ বা তার পরে জন্মগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণের যোগ্য। এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন শিলচর ডিএসএ ক্রিকেট শাখার সচিব নিরঞ্জন দাস।

ভিনেশকে রুখতে সুপ্রিমে ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : প্রিয় কুস্তির ম্যাটে ফিরতে চেয়েছেন। সেটুকু করতেও বারবার আইনি যুদ্ধে জড়াতে হচ্ছে ভিনেশ ফোগাটকে। দিনকয়েক আগে দিল্লি হাই কোর্ট রায় দিয়েছিল, এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে ভিনেশকে নামার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু সেই রায় মানতে নারাজ ভারতের কুস্তি ফেডারেশন। ভিনেশের প্রত্যাবর্তন আটকাতে ফেডারেশন এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল। শীর্ষ আদালতে পিটিশন দায়ের করেছে কুস্তি ফেডারেশন।

২০২৪ অলিম্পিকে স্বপ্নভঙ্গের পর কুস্তি থেকে অবসর নেন ভিনেশ। কিন্তু মা হওয়ার মাত্র পাঁচ মাস পরেই তিনি ঘোষণা করেন, কুস্তির ম্যাটে ফিরতে চলেছেন। চলতি মাসের শেষে ন্যাশনাল ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা ছিল ভিনেশের। সেখানে পদক জিততে পারলেই এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে নামার পথ খুলে যাবে ভিনেশের জন্য। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নতুন নিয়ম এনে ভিনেশের জন্য ফেরার পথ বন্ধ করে দেয় ফেডারেশন। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টের

পদকজয়ীরা ট্রায়ালে নামতে পারবেন না।

ফেডারেশনের এহেন অবিচারের প্রতিবাদে দিল্লি হাই কোর্টে যান ভিনেশ। আইনি যুদ্ধে জয়ী হন। উচ্চ আদালত সাফ জানিয়ে দেয়, ফেডারেশনের নির্বাচনী নীতি ভিনেশের মতো বড়মাপের কুস্তিগিরকে ট্রায়ালে অংশ নিতে দেয়নি। এটা বিচক্ষণতার অভাব। দিল্লি হাই কোর্টের নির্দেশ, ৩০ এবং ৩১ মার্চ এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে ভিনেশকে। নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করতে গোটা ট্রায়াল ভিডিও করতে হবে বলেও ফেডারেশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সাই এবং ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পর্যবেক্ষকদেরও ট্রায়ালে উপস্থিত থাকতে হবে বলে জানায় দিল্লি হাই কোর্ট।

এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করেছে ভারতের কুস্তি ফেডারেশন। বিচারপতি পি এস নরসিমা এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চে শুক্রবারই মামলার শুনানি হবে। প্রশ্ন উঠছে, ২০১৮ এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ভিনেশ গত অলিম্পিকেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন। অলিম্পিকে ভিনেশের ৫৩ কেজি ক্যাটেগরি থেকে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নামানো হয় অন্তিম পাঙ্ঘালকে। ভিনেশকে নামতে হয় ৫০ কেজি বিভাগে। অন্তিম অলিম্পিক শেষ করেন হতশ্রী পারফরম্যান্সে, সেখানে ভিনেশ ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছন। এশিয়ান গেমস থেকেও পদক আনতে পারেন তিনি। তাহলে কেন তাঁকে বাধা দেওয়ার এত চেষ্টা?

ছক্কার রেকর্ডে গেইলকে টপকে গেলেন সূর্যবংশী

কলকাতা, ২৮ মে : আইপিএলের এক আসরে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ডে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কিংবদন্তি ক্রিস গেইলকে ছাড়িয়ে গেলেন ১৫ বছর বয়সী বৈভব সূর্যবংশী। বুধবার (২৭ মে) রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে এলিমিনেটর ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েন সূর্যবংশী। ২০১২ সালের আইপিএল আসরে ৫৯টি ছক্কা মেরেছিলেন গেইল। বুধবার রাতে আইপিএলের এলিমিনেটর ম্যাচে ১২ ছক্কা মেরে সেই রেকর্ড টপকে গেলেন বৈভব। ৬৫ ছক্কা নিয়ে গেইলের চেয়ে এগিয়ে থাকলেন অনেকখানি। রেকর্ড গড়া ইনিংসে ১৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি করেন সূর্যবংশী। সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ৩ রান দূরে থাকতে আউট হন। তবে তার আগেই ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেয়া ইনিংসটি খেলে ফেলেন বিস্ময় তরুণ। ১২ ছক্কা ও ৫ চারে ৭৭ রান করেন মাত্র ২৯ বলে। শুধু আইপিএলের এক আসরে সর্বোচ্চ ছক্কাই নয়, এদিন আইপিএলের যেকোনও ম্যাচে পাওয়ারপ্লেতে সর্বোচ্চ ৮ ছক্কার মালিক হয়েছেন সূর্যবংশী। প্রথম ছয় ওভারে এক মরসুমে সর্বোচ্চ ৪৯০ রান করেছেন তিনি। পেছনে ফেলেছেন ২০১৬ সালে করা ডেভিড ওয়ার্নারের ৪৬৭ রানকে।

বৈভবে মুগ্ধ 'ইউনিভার্সাল বস'

জয়পুর, ২৮ মে : ছোট প্যাকেট বড় ধামাকা। বৈভব সূর্যবংশীকে এক কথায় এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। আইপিএলের মঞ্চে যেন নতুন এক 'সিক্স মেশিন' আবির্ভূত হয়েছে তার হাত ধরে। ১৫ বছরের এক কিশোর ব্যাটার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে তাক লাগিয়ে দিল ক্রিকেটবিশ্বকে। এলিমিনেটর ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মাত্র ২৯ বলে ৯৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংসের কথা এখন মুখে মুখে ফিরছে। এই অবিশ্বাস্য ইনিংসের পর 'বেবি বস'কে প্রশংসায় ভাসালেন 'ইউনিভার্সাল বস'। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ক্রিস গেইল ইনস্টাগ্রামে লেখেন, 'অসাধারণ, বৈভব সূর্যবংশী! আইপিএল পেয়ে গেল নতুন এক সিক্স মেশিন!' পাশাপাশি দ্রুততম আইপিএল শতরানের রেকর্ড থেকে অল্পের জন্য বঞ্চিত হওয়ায় কিশোর ব্যাটারকে সমবেদনা জানিয়ে গেইল লেখেন, 'দুর্ভাগ্যজনক! তবে তুমি খুব শীঘ্রই সেই মাইলফলকে পৌঁছে যাবে।' ১২ ছক্কা আর ৫ বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংস খেলে বৈভব ছাপিয়ে গিয়েছে ২০১২ মরসুমে গেইলের ৫৯ ছক্কার রেকর্ড। চলতি আসরে তার ছক্কার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫। যা টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে এক আসরে সর্বাধিক। তাছাড়া তার স্ট্রাইক রেট ৩৩৪-এরও বেশি। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে তার দাপটের কথা।

সিঙ্গাপুর ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন

নয়াদিল্লি, ২৮ মে : সিঙ্গাপুর ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠলেন পিভি সিন্ধু এবং লক্ষ্য সেন। অন্যদিকে এইচএস প্রণয় বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুর ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের শেষ পর্যায়ে একাধিক ভুলের খেসারত দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। ৬১ মিনিটের এই ম্যাচে প্রণয় ফেভারিট লো কিন ইউ-এর কাছে ১৮-২১, ২১-১৬, ১৫-২১ গেমে হেরে যান।

প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পি ভি সিন্ধু তার দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে জাপানের রিকো গুঞ্জিকে ২১-৯, ২১-১২ গেমে মাত্র ৩৭ মিনিটে পরাজিত করেন।

কিন্তু সিন্ধুর জন্য এক কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে। কারণ শেষ আটের পর্বে তাকে দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষ বাছাই আন সে ইয়ংয়ের মুখোমুখি হতে হবে। সিন্ধু আন সে ইয়ং কখনও হারাতে পারেননি। বরং আটবার হেরেছেন, যার শেষ পরাজয়টি ছিল গত বছর চায়না ওপেনে।

২০২১ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী লক্ষ্য সেনও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। দ্বিতীয় বাছাই কুনলাভুত বিদিতসার্ন, যার বিপক্ষে তার রেকর্ড ছিল ৪-৮, পিঠের সমস্যার কারণে মাত্র দুই পয়েন্ট খেলার পর কোর্ট ছেড়ে দেওয়ায় লক্ষ্য সেন এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। লক্ষ্য সেন এবার জাপানের কোকি ওয়াতানাবের মুখোমুখি হবেন। তবে, চতুর্থ বাছাই ভারতীয় পুরুষ ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেঠিকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। এক ঘণ্টার এক ম্যাচে তারা চাইনিজ তাইপের লি ঝে-হুই এবং ইয়াং পো-হুয়ান জুটিকে ২১-১৫, ১১-২১, ২১-১৮ গেমে পরাজিত করে। এশিয়ান গেমসের চ্যাম্পিয়ন সাত্ত্বিক ও চিরাগ পরবর্তী পর্বে মালয়েশিয়ার খাই জিং কাং এবং অ্যারন তাইয়ের মুখোমুখি হবেন।

ভারতীয় মিক্সড ডাবল জুটি ধ্রুব কপিলা এবং তানিশা ক্র্যাস্টোও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। তারা জাপানি জুটি ইউতা ওয়াতানাবে এবং মায়া তাগুচিকে ৮-২১, ২১-১৭, ২১-১৬ গেমে পরাজিত করেছে। পরবর্তী পর্বে তারা কোরিয়ান জুটি কিম জে হিয়ন-জাং এবং হা জিয়ং এবং তৃতীয় বাছাইপ্রাপ্ত মালয়েশিয়ান জুটি চেন ট্যাং জিয়ে এবং তোহ ই ওয়েই-এর মধ্যকার ম্যাচের বিজয়ীর মুখোমুখি হবে।

ফেডেরারের নজির ভেঙেও বিরক্ত জোকোভিচ

ফরাসি ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন শীর্ষ বাছাই সিনার

প্যারিস, ২৮ মে : ফরাসি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন ইয়ানিক সিনার। বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় চোটের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন। আর্জেন্টিনার জুয়ান ম্যানুয়েল সেরুন্দোলোর কাছে হারলেন ৬-৩, ৬-২, ৫-৭, ১-৬, ১-৬ গেমে। তৃতীয় সেট থেকে শারীরিক সমস্যা শুরু হয় সিনারের। পুরো ম্যাচ খেললেও শেষ পর্যন্ত জিতে কোর্ট ছাড়তে পারলেন না। ফলে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যামের স্বপ্নও অধরা থেকে গেল এ বছরের মতো। বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় এক সময় জয়ের থেকে এক গেম দূরে ছিলেন। সেরুন্দোলোর বিরুদ্ধে প্রথম দু'টি সেট জেতার পর তৃতীয় সেটে ৫-১ এগিয়ে ছিলেন। তার পর থেকেই শরীরে সমস্যা শুরু হয়। নিজের সার্ভিসে ম্যাচ শেষ করার সুযোগ থাকলেও পারেননি। উল্টে

টানা ১৫টি পয়েন্ট হেরে সেরুন্দোলোকে ম্যাচে ফেরার সুযোগ করে দেন। ৪-৫ এবং ০-৪০ পিছিয়ে থাকার সময় সিনার বাধ্য হন মেডিক্যাল টাইমআউট নিতে। ফেরার পর কোর্টে আর সেই ছন্দ দেখাই যায়নি। বোঝাই যাচ্ছিল হ্যামস্ট্রিংয়ে সমস্যা হয়েছে।

এদিকে চার সেটের লড়াইয়ে দাপুটে পারফরম্যান্সে ফরাসি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন নোভাক জোকোভিচ। অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মিশেলে ম্যাচের বেশিরভাগ সময় নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন তিনি। তবে এই জয় শুধু আরেকটি রাউন্ডে ওঠা নয়, এর সঙ্গে জুড়ে গেল ইতিহাসও। রজার ফেডেরারের নজির ভেঙে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন তিনি। যা তাঁকে আবারও আলাদা করে তুলে ধরল টেনিসের সর্বকালের সেরাদের তালিকায়। যদিও ম্যাচ জিতেও বিরক্তি গোপন রাখতে পারেননি কিংবদন্তি তারকা। এই ম্যাচটি ছিল ফরাসি ওপেনে জোকোভিচের ১২০তম উপস্থিতি। ওপেন এরায় কোনও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে এত বেশি ম্যাচ খেলার নজির আর কারও নেই। এর আগে এই রেকর্ড ছিল রজার ফেডেরারের দখলে। যিনি উইম্বলডনে খেলেছিলেন ১১৯টি ম্যাচ। ফরাসি ওপেনে এর আগে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড ছিল রাফায়েল নাদালের (১১৬টি)। সেটিও পেরিয়ে গিয়েছেন 'জোকার'।

দ্বিতীয় রাউন্ডে নেদারল্যান্ডসের ভ্যালেন্টিন রোয়ারকে ৬-৩, ৬-২, ৬-৭, ৬-৩ ফলে হারান জোকোভিচ। প্রথম দুই সেটে সহজেই এগিয়ে গেলেও তৃতীয় সেটে টাইব্রেকারে হারতে হয় তাঁকে। তবে চতুর্থ সেটে আবার নিজের ছন্দে ফিরে এসে ম্যাচ জিতে নেন সার্বিয়ান তারকা। পুরো ম্যাচে ছ'বার প্রতিপক্ষের সার্ভিস ভাঙলেও নিজের সার্ভিস দু'বার খুইয়েছেন তিনি। যা নিয়ে পরের রাউন্ডে আরও সতর্ক হতে হবে। মহিলাদের তৃতীয় বাছাই শিয়নটেককে অবশ্য বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। চেকিয়ার সারা বেজলেককে স্ট্রেট সেটে (৬-২, ৬-৩) হারান তিনি। গোটা ম্যাচে প্রতিপক্ষের সার্ভিস সাত বার ভাঙেন শিয়নটেক। তবে তাঁর সার্ভিসও চার বার ভাঙেন প্রতিপক্ষ। ফলে সহজ জয়ে পরের রাউন্ডে গেলেও সার্ভিস নিয়ে চিন্তা বাড়বে মহিলাদের প্রাক্তন এক নম্বরের। এগিয়েছেন প্রাক্তন এক নম্বর নাওমি ওসাকাও। ক্রোয়েশিয়ার ডোনা ভেকিচকে ৭-৬ (১), ৬-৪ সেটে হারান তিনি।

কোচের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার অপেক্ষা

প্যারিস, ২৮ মে : মহিলা টেনিসের অন্যতম শীর্ষ তারকা তিনি। বর্তমানে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ের দুই নম্বরে অবস্থান তার। ২০২৬ সালের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মুকুট তার মাথাতেই উঠেছে। ২০২২ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন উইম্বলডনেও।

সেই এলেনা রিবাকিনা এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেনে 'সুপার ফ্লপ'! প্যারিসে গতকাল রাতে বড় অঘটনের শিকার হয়েছেন রিবাকিনা। দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ইউক্রেনের ইউলিয়া স্তারোদুবতসেভার কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন তিনি।

শুরুর সেট জিতলেও রিবাকিনার পারফরম্যান্সে ছিল না চেনা ছন্দ। সেই সুযোগে পরের দুই সেটে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-৬, ৬-১, ৭-৬ (১০-৪) গেমে স্মরণীয় জয় পান স্তারোদুবতসেভা।

বর্তমানে র‍্যাংকিংয়ের ৫৫ নম্বরে থাকা স্তারোদুবতসেভা এরপর সংবাদ সম্মেলনে এসে খুশির খবর দিয়েছেন। কথাটি বলতে গিয়ে নিজে হেসেছেন, সাংবাদিকদেরও হাসিয়েছেন। স্তারোদুবতসেভা জানিয়েছেন, এখন তিনি প্রেমিকের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। স্তারোদুবতসেভার প্রেমিক অন্য কেউ নন; তার কোচ পিয়ার্স ডোলান!

খেলার ফাঁকে ইউলিয়া স্তারোদুবতসেভাকে পরামর্শ দিচ্ছেন তার কোচ ও প্রেমিক পিয়ার্স ডোলান। ২৬ বছর বয়সী এই টেনিস খেলোয়াড় বলেছেন, 'আপনাদের একটা মজার ব্যাপার বলি। আমার বয়ফ্রেন্ডই আমার কোচ। সে আমাকে বলেছিল, আমি যদি বিশ্বের সেরা ৫০ জনের মধ্যে ঢুকতে পারি, তাহলে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে।

এখন সে একটু ভয় পেতে শুরু করেছে। কারণ আমি ধীরে ধীরে সেই লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।'

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসকে বলা হয় ভালোবাসার শহর। এই শহরেই স্তারোদুবতসেভার প্রেমিক ডোলান তার অনামিকায় আংটি পরাবেন, তিনি নিশ্চয় সেটাই চাইবেন।

সে জন্য ফ্রেঞ্চ ওপেনে স্তারোদুবতসেভাকে আর একটি অথবা দু'টি ম্যাচ জিততে হবে। তাহলেই র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষ ৫০-এ উঠে আসবেন। আগামীকাল তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে স্তারোদুবতসেভার প্রতিপক্ষ চীনের ওয়াং শিউ।

ইউনিটি কাপে হার ভারতের

লন্ডন, ২৮ মে : লন্ডনে অনুষ্ঠিত ইউনিটি কাপ ২০২৬-এর সেমিফাইনালে বুধবার রাতে ভারতের পুরুষ ফুটবল দল জ্যামাইকার কাছে ২-০ গোলে হেরে গেছে। জ্যামাইকার পক্ষে ম্যাচের অষ্টম মিনিটে কোর্টনি ক্লার্ক এবং ৭৮ মিনিটে কায়হিম ডিক্সন গোল দু'টি করেন। এই পরাজয়ের ফলে ফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যায় ভারত। তবে তারা ৩০ মে জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ খেলবে। ফাইনালে জামাইকা নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে। নাইজেরিয়া মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে জিম্বাবোয়েকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। ম্যাচটিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত মুহূর্ত ছিল। নৌফাল পিএন ও রিকি শাবং সিনিয়র জাতীয় দলে অভিষেক করেন, অন্যদিকে, এডমন্ড লালরিন্দিকা ভারতের হয়ে প্রথমবারের মতো প্রথম একাদশে সুযোগ পান।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : **তৈমুর রাজা চৌধুরী,** ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮ । e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80